আর গ্রহযুদ্ধে যুদ্ধবিজয়ী কোন শুভগ্রহ পাপগ্রহ কর্ত্তৃক অদৃষ্ট হইলে রিষ্ট নষ্ট হয়।

জন্মকালে কোন গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল-গামী হইয়া পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তবে সমুদায় রিষ্ট ভঙ্গ হইয়া থাকে।

রাহু গ্রহ মেষ বৃষ ও কর্কটরাশির কোন এক রাশিতে থাকিয়া জাতবালকের লগ্ন গত হইলে সমস্ত রিষ্ট নষ্ট হয়। আর যদি অনেক গ্রহ শুভগ্রহের নবাংশে থাকে তবে রিষ্ট ভঙ্গ হইয়া যায়।

জন্মকালে কেতুগ্রহ মকর কুম্ভ মীন রাশিতে কিম্বা জন্মলগ্নের তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে রিষ্ট দোষ নষ্ট হয়। যদি বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা পরস্পর লগ্নের ত্রিকোণ স্থানে থাকিলে সমুদায় রিষ্ট নষ্ট হইয়া থাকে।

কোনগ্রহ জন্মলগ্নের একাদশ বা ষষ্ঠ স্থানে থাকিয়া আপনার তুঙ্গ গৃহবর্ত্তী হইলে রিষ্ট ভঙ্গ হয়। যদি গ্রহগণ এক নক্ষত্রে থাকিয়া জন্মলগ্নের তৃতীয় দশম ও একাদশ স্থানের কোন একস্থানে থাকে তবে রিষ্ট নষ্ট হয়।

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে সেই স্থান হইতে কিম্বা জন্মলগ্নের এক গৃহ অন্তরে যদি দুই কিম্বা তিন বা অনেক গ্রহ মিলিত থাকে তবে রিষ্ট ভঙ্গ হয়।

যদি বালকের জন্মকালে দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি বলবান চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া জন্ম লগ্নের চতুর্থ স্থানে নিজ গৃহে অবস্থিতি করে তবে সমুদায় অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

জন্মলগ্নে অবস্থিত গ্রহের তাৎকালিক মিত্রগ্রহগণ তাহার দ্বিতীয় বা দ্বাদশ স্থানে তিনটি তিনটি করিয়া অবস্থিতি করিলে রিষ্ট নষ্ট হয়।

জন্মসময়ে গ্রহগণ যদি শুভগ্রহের নবাংশ গত হইয়া কেন্দ্র পণফর বা আপোক্লিমের কোন এক স্থানে থাকিলে রিষ্ট ভঙ্গ হয়।

বালকের জন্মকালে গ্রহগণ যদি যুগ্ম রাশিতে থাকিয়া রাহুসংযুক্ত গ্রহের চতুর্থ স্থান গত হয় তবে রিষ্ট বিনষ্ট হয়।

জন্ম সময়ে শ্রেষ্ঠফলদাতা গ্রহগণ যদি কেন্দ্র স্থানে অবস্থিতি করে এবং লগ্নের অষ্টম স্থানে কোন গ্রহ না থাকে তবে বালকের ত্রিশ বর্ষ পরমায়ু হয়। যদি শ্রেষ্ঠ-ফলদাতা গ্রহগণ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তবে চত্বারিংশ বর্ষ পরমায়ু হইবে।

বালকের জন্মকালে বৃহস্পতি আপনার দ্রেক্কাণে থাকিয়া স্বীয় গৃহে অবস্থিতি করিলে সপ্তবিংশতি বর্ষ বালকের পরমায়ু হয়। যদি বৃহস্পতি নিজ উচ্চ রাশিতে জাতবালকের লগ্নে স্থিতি করে আর ভৃগুতনয় শুক্র কেন্দ্র স্থান গত হয় তবে বালক শতায়ু হইয়া থাকে।

যদি বলবান্ চন্দ্রমা স্বীয় স্বতুঙ্গে থাকিয়া বালকের লগ্ন গত হয়, আর শুভগ্রহগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে তবে ষাট্ বর্ষ আয়ু হইয়া থাকে। আর শুভগ্রহগণ মূল-ত্রিকোণে কিম্বা উচ্চে থাকিয়া লগ্নস্থ হইলে অশীতি বর্ষ পরিমিত আয়ু হইবে।

জন্মলগ্ন ও তাহার অষ্টম স্থান যদি চন্দ্র সংযুক্ত হয়,আর পাপগ্রহগণ অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে এবং বলবান্ কোন দুই গ্রহ লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে মুনিগণ বালকের শতায়ু কহিয়া থাকেন।

জন্মকালে শুভগ্রহগণ লগ্নের দশমে বা অষ্টমে কিম্বা কেন্দ্রস্থানে স্থিতি করে আর বৃহস্পতি লগ্নে এবং চন্দ্র পাপগ্রহ কর্ত্তৃক অদৃশ্য হইয়া অষ্টম স্থানে থাকিলে বাল-কের সপ্ততি বর্ষ আয়ু পরিমাণ হইয়া থাকে।

ইতি জাতকাভরণে সর্ব্বগ্রহ রিষ্টভঙ্গাধ্যায়
সমাপ্ত।

অথ মূলবৃক্ষবিচারস্ত যুদ্ধজয়ার্ণবে উক্তং।

মূলং স্তম্ভং ত্বক্ চ শাখা পত্রং পুষ্পং ফলং শিখা।
মুনয়োঽষ্টৌ দিশো রুদ্রাঃ সূর্য্যাঃ পঞ্চাব্ধয়োঽগ্নয়ঃ॥
মূলে তু মূলনাশঃ স্যাৎ স্তম্ভে বংশবিনাশনং।
ত্বচি মাতুর্ভবেৎ ক্লেশঃ শাখায়াং মাতুলস্য চ॥

পত্রে রাজ্যং বিজানীয়াৎ পুষ্পে মন্ত্রিপদং স্মৃতং।
ফলে চ বিপুলালক্ষ্মীঃ শিখায়ামল্পজীবিতং ॥

অথ মূলপুরুষস্যাঙ্গে ঘটীন্যাসস্তত্রৈব।

মূলস্য ঘটিকান্যাসো মূর্দ্ধ্নি পঞ্চ নৃপো ভবেৎ।
মুখে সপ্ত মৃতিঃ পিত্রোঃ স্কন্ধে বেদা মহাবলঃ ॥
বাহ্বোরষ্টৌ বলী পাণ্যোস্তিস্রো হত্যান্বিতো ভবেৎ।
হৃদি খেটা ভূপমন্ত্রী নাভৌ দ্বৌ ব্রহ্মবিদ্ভবেৎ ॥
গুহ্যে দশাতিকামীস্যাজ্জান্বুনোঃ ষণ্মহামতিঃ।
পাদয়োঃ ষট্ মৃতিস্তস্মেত্যুক্তবান্ কমলাসনঃ ॥

অথাশ্লেষাজাতয়োঃ পুত্রকন্যয়োরঙ্গ
বিভাগেন ফলং তত্রৈব ॥

মূর্দ্ধ্নি পঞ্চসু রাজ্যাপ্তির্মুখে সপ্ত পিতৃক্ষয়ঃ।
নেত্রে দ্বে জননী নাশো গ্রীবায়াং ত্রিষু লম্পটঃ ॥
স্কন্ধে বেদা গুরৌ ভক্তির্হস্তেঽষ্টৌ চ বলী ভবেৎ।
হৃদ্যেকাদশভিশ্চাত্মঘাতী সংজায়তে নরঃ ॥
ত্রিয়া নাভৌ ভ্রমঃ ষড়্ভির্গুদে নব তপোধনঃ।
পাদে পঞ্চ ধনং হন্তি সার্পাদেতৎ ফলং ক্রমাৎ ॥

অথাশ্লেষাবৃক্ষোঽপি তত্রৈব।

ফলং পুষ্পং দলং শাখা ত্বক্ লতা স্কন্ধ এব চ।
সার্পেবল্ল্যাং দশাঙ্কাঙ্কস্মরবিশ্বার্কসাগরাঃ ॥
নাড়িকাস্তদ্ভবে বালে ফলং জ্ঞেয়ং যথাক্রমং।
শ্রীঃ শ্রীরাজভয়ং হানির্ম্মাতৃপিত্রাত্মসংক্ষয় ইতি ॥

অথ মূলনিবাসং সফলমাহ মুহূর্ত্তচিন্তামণৌ।

জ্যোতিষার্ণবে চ ॥

স্বর্গে শুচি প্রোষ্ঠপদেষ মাঘে
ভূমৌ নভঃ কার্ত্তিক চৈত্র পৌষে।
মূলং হ্যধস্তাত্তু তপস্যমার্গে
বৈশাখশুক্রেষ্বশুভঞ্চ তত্র ॥
ভূমিস্থং দোষবহুলং স্বল্পমন্যত্র সংস্থিতং ॥

জ্যোতির্নিবন্ধে।

মূলাশ্বি পিত্র্যচরণে প্রথমে চ নূনং
পৌষ্ণেন্দ্রয়োশ্চ ফণিনশ্চ তুরীয়পাদে।
মাতুঃ পিতুঃ স্ব বপুষোঽপি করোতি নাশং
জাতো যদা নিশিদিনেঽপ্যথ সন্ধয়োর্ব্বা ॥

নারদঃ।

মূলজা শ্বশুরং হন্তি ব্যালজা চ তদঙ্গনা।
ঐন্দ্রী পত্যগ্রজং হন্তি দেবরন্তু দ্বিদৈবজা ॥
শান্তির্ব্বা পুষ্কলা চেৎ স্যাত্তর্হি দোষো ন কশ্চন ॥

প্রমিতাক্ষরায়াং ॥

উত্তরাতিষ্য চিত্রাসু পূর্ব্বাষাঢ়োদ্ভবস্য চ।
কুর্য্যাচ্ছান্তিং প্রযত্নেন নক্ষত্রাকারজাং বুধৈঃ ॥
চিত্রাদ্যর্দ্ধে পুষ্যপাদে দ্বিতীয়ে
পূর্ব্বাষাঢ়াধিষ্যপাদে দ্বিতীয়ে।
জাতঃ পুত্রশ্চোত্তরাদ্যে বিঘাতী
মাতাপিত্রোর্ভ্রাতুরপ্যাত্মনশ্চ ॥
দ্বিমাসস্যোত্তরাদোষঃ পুষ্যশ্চৈব ত্রিমাসিকঃ।
পূর্ব্বাষাঢ়াষ্টমে মাসি চিত্রা ষাণ্মাসিকং ফলং ॥
নবমাসং তথাশ্লেষা মূলঞ্চাষ্টৌ সমাঃ স্মৃতাঃ।
জ্যেষ্ঠা মাসে পঞ্চদশে পুত্রদর্শনবর্জ্জিতাঃ ॥
উত্তরে তিলপাত্রং স্যাত্তিষ্যে গোদানমিষ্যতে।
অজাং চিত্রাসু বৈ দেয়া পূর্ব্বাষাঢ়ে তু কাঞ্চনং।
যবাংশ্চ ব্রীহিমাষাংশ্চ তিলমুদ্গাংশ্চ দাপয়েৎ ॥
যথাবিত্তানুসারেণ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনং।

ভরদ্বাজঃ।

জ্যেষ্ঠাদৌ মাতৃজননীং মাতামহং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে মাতুলং হন্তি চতুর্থে জননীস্তথা ॥
আত্মানং পঞ্চমে হন্তি ষষ্ঠে গোত্রক্ষয়ো ভবেৎ।
সপ্তমে কুলনাশঃ স্যাদষ্টমে জ্যেষ্ঠসোদরং ॥
নবমে শ্বশুরং হন্তি সর্ব্বস্বং দশমে তথা ॥

জ্যেষ্ঠান্ত্যপাদস্তু পিতুঃ স্বস্য চাপি বিনাশকঃ।
জ্যেষ্ঠর্ক্ষে কন্যকা জাতা হন্তি শীঘ্রং ধবাগ্রজং ॥

সারাবল্যাং।

কুলীরমীনালিগৃহাদি সন্ধিং
বদন্তি গণ্ডান্তমিতি প্রসিদ্ধাঃ ॥
জাতো ন জীবতি নরো মাতু-
রপথ্যো ভবেৎ স্বকুলহন্তা।
যদি জীবতি গণ্ডান্তে বহু-
গজতুরগো ভবেন্নৃপতিঃ ॥

দন্তজন্মনি বালকস্য শুভাশুভফলমাহ
তন্ত্রান্তরে।

জাতঃ সদন্তঃ পিতৃমাতৃহন্তা
তাতং নিহন্যাৎ প্রথমে তু মাসে।
অম্বাং দ্বিতীয়ে সহজং তৃতীয়ে
মাসে চতুর্থে শুভকারকঃ স্যাৎ ॥
মিষ্টান্নভোগী সুভগঃ সুতাখ্যে
ষষ্ঠে সুখী পণ্ডিতকল্পবুদ্ধিঃ।
ততোঽধিকঃ স্যাদ্বলবান্নগাখ্যে
মাসেঽষ্টমে বিত্তসুখৈর্ব্বিহীনঃ ॥
শূরঃ প্রতাপী নবমে বিভুঃ স্যাৎ
প্রাপ্নোতি মৃত্যুং দশমে চ মাসে।
একাদশে দ্বাদশকে চ মাসে
প্রজাতদন্তঃ সুভগঃ সুখী স্যাৎ ॥
অষ্টৌপুত্তলিকান্ কৃত্বা সুগন্ধৈর্গন্ধকৈস্তথা।
স্রোতঃসু সংক্রমে চাপি স্নাপয়েৎশুক্লপুষ্পকৈঃ ॥
স্নানং সংক্রমণস্যাধঃ শস্তোর্দ্দর্শনমন্ততঃ।
হোমং বিপ্রার্চ্চনঞ্চৈবমশুভে দন্তদর্শনে ॥

যুদ্ধজয়ার্ণবোক্ত মূলবৃক্ষ বিচার।

অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সর্ব্বদা রাশিচক্রে অবস্থিতি করিতেছে এই সমুদায় নক্ষত্র প্রায় ষাট দণ্ড পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াথাকে। পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যগণ এই নক্ষত্র মধ্যে মূলানক্ষত্রে মূলবৃক্ষ নামে একটি বৃক্ষ কল্পনা করিয়াছেন যেরূপে সেইবৃক্ষের মূলাদি বিভক্ত করিতে হয় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

মূলা নক্ষত্রের সাতদণ্ড মূল, আট দণ্ড স্তম্ভ, দশদণ্ড ত্বক্, এগার দণ্ড শাখা, বারদণ্ড পত্র, পাঁচদণ্ড পুষ্প, চারদণ্ড ফল এবং তিনদণ্ড শিখা রূপে কল্পিত হইয়াথাকে। মূলবৃক্ষের এইরূপ দণ্ড পরিমাণ ৬০ ষাটিদণ্ড অনুসারে হয়, কদাচিৎ এই পরিমাণের ন্যূনাধিক হইলে মূলাদি ভাগের ন্যূনাধিক হইয়া থাকে।

মূলবৃক্ষের মূল ভাগে কোন বালকের জন্ম হইলে সেই বালক পিতা মাতার সহিত সমূলে বিনষ্ট হয়, স্তম্ভে জন্ম হইলে বংশ বিনাশ, ত্বক্ ভাগে মাতার ক্লেশ, শাখা ভাগে মাতুলের কষ্ট হয়, পত্রে জন্ম হইলে রাজ্য প্রাপ্তি, পুষ্পে জন্ম হইলে মন্ত্রিপদ লাভ এবং ফলভাগে বিপুল লক্ষ্মী লাভ ঘটিয়াথাকে। যদি শিখাভাগে জন্ম হয় তবে বালক স্বল্পায়ু হয়।

মূল পুরুষের শরীরে যে প্রকারে দণ্ডবিন্যাস করিতে হয় তাহার বিধিও যুদ্ধ জয়ার্ণবে প্রকাশিত আছে অধুনা সেই দণ্ডবিন্যাস-ক্রম প্রকাশিত হইতেছে।

মূল পুরুষের মস্তকে পাঁচদণ্ড, মুখে সাতদণ্ড, স্কন্ধে চারদণ্ড, বাহুতে আটদণ্ড, হস্তে তিনদণ্ড, হৃদয়ে নয়দণ্ড নাভিদেশে দুইদণ্ড, গুহ্যে দশদণ্ড, জানুযুগলে ছয়দণ্ড এবং পদযুগলে ছয়দণ্ড বিন্যাস করিবে মস্তকে যে পাঁচদণ্ড কল্পিত হইয়াছে, যদি ঐ দণ্ডমধ্যে কোন বালকের জন্ম হয় তবে সেই বালক ভূপতি হইবে এবং মুখে জন্ম হইলে বালকের পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটিবে। স্কন্ধভাগে মহাবল এবং বাহুযুগলে বলী হস্তযুগলে হত্যা যুক্ত, হৃদয়ে রাজমন্ত্রী, নাভিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানী, গুহ্যে কামী, জানুযুগলে মহামতি ও পাদযুগলে মৃত্যু কর হয়। ভগবান্ কমলাসন মূল পুরুষের এইরূপ ফল কহিয়াছেন।

অধুনা অশ্লেষা নক্ষত্র প্রসূত বালক বালিকার অঙ্গ-বিভাগ কথিত হইতেছে।

যদি অশ্লেষা নক্ষত্রে কোন বালক কি বালিকার জন্ম হয়, তবে অশ্লেষা নক্ষত্রের প্রথম পাঁচদণ্ড মস্তকরূপে কল্পিত হয় ঐ সময়ের ফল রাজ্য প্রাপ্তি, মুখে সাতদণ্ড তাহার ফল পিতৃ বিনাশ, নেত্রে দুইদণ্ড জননী বিনাশ গ্রীবায় তিনদণ্ড লম্পট, স্কন্ধে চারদণ্ড গুরুভক্তি, হস্তে আট্ দণ্ড বলবান্, হৃদয়ে একাদশদণ্ড আত্মঘাতী, নাভিদেশে ছয়দণ্ড স্ত্রীলাভ ও ভ্রম, গুহ্যে নয় দণ্ড তপস্বী, পদে পাঁচ দণ্ড ধন নাশ হইয়াথাকে। এই সমুদায় ফল ষাট্ দণ্ড পরিমাণে কথিত আছে। যদি নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ডের তারতম্য হয় তবে মস্তকাদি স্থানের দণ্ডমানের তারতম্য হইবে।

অশ্লেষা বৃক্ষ বিচার।

অশ্লেষা বৃক্ষের ফল দশ দণ্ড, পুষ্প পাঁচ দণ্ড, পত্র নয় দণ্ড, শাখা সাত দণ্ড, ত্বক্ তেরদণ্ড, লতা বার দণ্ড এবং স্কন্ধ চার দণ্ড হইয়া থাকে।

এই নক্ষত্রের ফলভাগ দণ্ডে জন্ম হইলে শ্রীলাভ, পুষ্প ভাগেও ঐরূপ, দলে রাজ ভয়, শাখায় হানি, ত্বক্ ভাগে মাতার বিনাশ, লতায় পিতার ও স্কন্ধে আত্ম বিনাশ হয়।

মুহূর্ত্ত চিন্তামণি ও জ্যোতির্বার্ণবমতে মূলার নিবাস নির্ণয়।

আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও মাঘ মাসে স্বর্গলোকে, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, চৈত্র ও পৌষমাসে ভূতলে এবং ফাল্গুন, অগ্রহায়ণ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পাতাল ভবনে মূলা নক্ষত্র অবস্থিতি করে। যৎকালে ভূমণ্ডলে মূলানক্ষত্রের অধিষ্ঠান থাকে তখন কোন বালকের জন্ম হইলে ঐবালক অনেক দোষ যুক্ত হয়। অন্যত্র থাকিলে যৎকিঞ্চিৎ দোষ কর হইয়া থাকে।

জ্যোতির্নিবন্ধে।

মূলা, অশ্বিনী ও মঘা নক্ষত্রের প্রথম পাদে, এবং রেবতী, জ্যেষ্ঠা ও অশ্লেষার চতুর্থ পাদে কোন বালকের জন্ম হইলে সেই বালক মাতা পিতার ও স্বীয় দেহের বিনাশ কর হয় এইযোগে দিবা, নিশা কিম্বা সন্ধ্যা জন্মের কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ সর্ব্বদাই এইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে।

নারদ বলেন যে মূলা ও অশ্লেষা নক্ষত্রে কোন বালিকার জন্ম হইলে সেই বালিকা শ্বশুরঘাতিনী হয়, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে পতির অগ্রজ ভ্রাতা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবর অর্থাৎ পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। এই সমুদায় নক্ষত্রের যে সমস্ত শান্তি উল্লেখ আছে তাহা করিলে এই দোষ বিনষ্ট হয়।

প্রমিতাক্ষরা।

উত্তর ফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদ পুষ্যা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে কোন বালকের জন্ম হইলে ঐ নক্ষত্র সকলের আকার জাত যে সমস্ত শান্তি বিহিত আছে যত্নপূর্ব্বক তাহা করা কর্ত্তব্য।

চিত্রা নক্ষত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে, পুষ্যা নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে এবং পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় চরণে ও উত্তরার আদ্য পাদে কোন বালকের জন্ম হইলে সেই বালক মাতা পিতা ভ্রাতা ও আপনার মৃত্যুকর হইয়া থাকে।

উত্তারত্রয়ে জন্ম হইলে উত্তরাসংক্রান্ত দোষ দুই মাস কাল ব্যবহৃত হয়, এবং পুষ্যা নক্ষত্রে তিন মাস, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আট মাস, চিত্রা নক্ষত্রে ছয় মাস, অশ্লেষা নক্ষত্রে নয় মাস, মূলা নক্ষত্রে আট বৎসর এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পোনের মাস দোষ থাকে। এই নক্ষত্রে যদি কোন বালক জন্ম গ্রহণ করে তবে এই নক্ষত্রের দোষ কাল পরিমিত সময়ে কদাচ বালককে দেখিবে না। দোষ কাল অতীত হইলে শান্তি করিয়া বালককে দেখিবে।

উত্তরাত্রয়ে তিল পূর্ণ পাত্র, পুষ্যায় গো, চিত্রায় অজা এবং পূর্ব্বাষাঢ়ায় কাঞ্চন প্রদান করিবে। যব ব্রীহি মাষ কলায় তিল ও মুগ ইহার প্রত্যেক নক্ষত্রেই দিতে হইবে। এই সমস্ত দান আপনার বিত্ত অনুসারে করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

ভরদ্বাজ কহিয়াছেন।—যে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথম দণ্ডে বালকের জন্ম হইলে মাতার জননী নাশ হয়, দ্বিতীয় দণ্ডে মাতামহ, তৃতীয় দণ্ডে মাতুল, চতুর্থে জননী,

পঞ্চমে বালকের হানি, ষষ্ঠে গোত্র ক্ষয়, সপ্তমে কুলনাশ অষ্টমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নবমে শ্বশুর এবং দশমে সর্ব্বস্ব বিনাশ হইয়া থাকে।

যদি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষপাদে জন্ম হয় তবে সেই বালক স্বয়ং আপনার ও পিতার বিনাশকর হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে কন্যার জন্ম হইলে সেই কন্যা স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুকর হইবে।

কল্যাণবর্ম্মকৃত সারাবলী মতে।—কর্কট মীন বৃশ্চিক লগ্নের সন্ধি, গণ্ডান্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যদি কোন বালকের গণ্ড সময়ে জন্ম হয়, তবে সেই বালক নিজ জননীর অতৃপ্তিকর ও স্বীয় কুলঘাতক হয় এবং আপনিও জীবিত থাকে না। গণ্ডান্ত জাত বালক যদি দৈবাৎ জীবিত থাকে তবে অনেক হস্তী ঘোটক বিশিষ্ট ভূপতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ বালক সৌভাগ্যশালী হয়।

অধুনা দন্তবিশিষ্ট জাতবালকের
শুভাশুভ কথিত হইতেছে।

যদি দন্তবিশিষ্ট কোন বালক মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তবে ঐ শিশু মাতা পিতার মৃত্যুদায়ক হয় এবং যদি জাত বালকের এক মাস মধ্যে দন্ত উৎপন্ন হয় তবে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, দুই মাসে দন্ত হইলে মাতার ও তিনমাসে দন্ত হইলে ভ্রাতার বিনাশকর হইয়া থাকে। চতুর্থ মাসে দন্ত হইলে সকল শুভকর হয় কেহ কেহ এই স্থলে এরূপ পাঠান্তর করিয়া থাকেন যে "মাসে চতুর্থে বহুদুঃখ ভাক্ স্যাৎ" তাঁহাদের মতে চতুর্থ মাসে দন্তহইলে দুঃখভাগী হইবে। যদি পঞ্চম মাসে দন্ত হয় তবে বালক শুভগামী ও প্রায় মিষ্টান্ন উপভোগ করে, ছয় মাসে দন্ত হইলে সুখী ও পণ্ডিত কম্প বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়। সপ্তম মাসে দন্ত হইলে বালক বলবান্ হয় এবং অষ্টম মাসে দন্ত হইলে ধন ও সুখ বিহীন হইয়া থাকে। নবম মাসে দন্ত হইলে শূর প্রতাপশালী প্রভু হইবে। দশম মাসে দন্ত হইলে বালকের মৃত্যু হয়, একাদশ ও দ্বাদশ মাসে দন্ত হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় ও সুখী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে দন্ত নির্গমনের শুভাশুভ ফল যাহা কথিত হইয়াছে, যদি ঐ অশুভ সময়ে কোন বালকের দন্ত প্রকাশ হয় তবে তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত সুগন্ধ গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা আটটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া যথায় জল স্রোত সংক্রম হয়, শুক্ল পুষ্প ও ঐ পুত্তলিকার সহিত বালককে তথায় স্নান করাইবে। পরে স্রোতঃ সংক্রমণ হইলে বালককে শিবলিঙ্গ দর্শন করাইয়া হোম ও বিপ্র পূজা করিলে ঐ দোষ বিনষ্ট হইবে।

পঞ্চস্বরায়াং।

বালস্য জন্মমাত্রেণ জন্মরিষ্টং বিচিন্তয়েৎ।
চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি যাবদ্গচ্ছন্তি জন্মতঃ॥
তাবদ্রিষ্টং বিধাতব্যমায়ুর্দ্দায়ং ন চিন্তয়েৎ।
ঊর্দ্ধরেখাত্রয়ং লেখ্যং তির্য্যগ্রেখাত্রয়ং তথা॥
বেধস্তির্য্যক্ ক্রমাদ্দেয়ো দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাংপরস্পরং।
ষড়ে খাস্তু সমালিখ্য পতাকীবেধনির্ণয়ে॥
রব্যাদিগ্রহরিষ্টেন জন্মরিষ্টির্ব্বিধীয়তে।
গ্রহদানে বিচারে তু অন্তে মেষং সুনিশ্চিতং।
বেদাদিশ্বঙ্কদানে তু মধ্যে মেষং বিনির্দ্দিশেৎ॥
বেদ পঞ্চ নখং দত্বা বহ্ন্যষ্ট সময়স্তথা।
ভুবনং যুগলঞ্চৈব দশ দেয়া অতঃপরং॥
কলসাদ্দন্দ্বপর্য্যন্তমঙ্কদানং সুনিশ্চিতং।
উচ্চস্থানং গ্রহাণাঞ্চ রব্যাদীনাং যথা ক্রমাৎ॥

অঙ্কদানমাহ।

মীনকর্কিতুলাকুম্ভসিংহকীটমৃগাঙ্গনাঃ।
ধন্বী বাথ তুলা কীট ধন্বীবদ্দন্দ্ব গো ক্রিয়ঃ॥

মেষাদিক্রমেণাঙ্কপিণ্ডমাহ।

দিক্কাল নখ বাণেভ দৃঙ্খং কাল দিগ্মনুঃ।
রামো বেদাশ্চ মেষাদি শতমষ্টোত্তরং স্মৃতং॥

চতুষ্প্রকার বেধমাহ।

লগ্নে বা দক্ষিণে বামে সম্মুখে গ্রহসংস্থিতে।

দণ্ডে জ্ঞেয়ং শিশো রিষ্টং দিনং মাসঞ্চ হায়নং ।
যথাঙ্কো দৃশ্যতে মাসং দিনং বর্ষং তথৈব চ ॥
গ্রহাণাঞ্চ বলং বুদ্ধা পূর্ব্বোক্তন্তু বিনির্দ্দিশেৎ ।
সবলে চ গ্রহে পাপে দিনমাত্রং বিধীয়তে ।
তথা মধ্যবলে মাসং বর্ষঞ্চৈব তথাঽবলে ॥
বলান্বিতে শুভে বাপি বর্ষং বিদ্যাদ্যথা তথা ।
মধ্যে বলে তথা মাসং ক্ষীণে মৃত্যুস্তথা দিনে ॥
পাপগ্রহযুতে লগ্নে দৃষ্টে বা শত্রুরাশিগে ।
তদা দিনং ভবেত্তস্য মরণঞ্চ সুনিশ্চিতং ॥
তুল্যদৃষ্টির্দ্বয়োর্ব্বাপি ভবেদেকত্র ভে যদি ।
তদা মাসং বিধাতব্যং গ্রহাণাঞ্চ বলাবলে ॥
শুভদৃষ্টে শুভযুতে শুভস্থানস্থিতেঽপি বা ।
তদা বর্ষং বিজানীয়াৎ স্বামিনা দৃশ্যতে যদি ॥
চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি সর্ব্বেষাং রিষ্টিসম্মতং ।
জ্যোতির্ব্বিদঃ সদা সর্ব্বে চাহয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥
নবনেত্রাণি বর্ষাণি যাবদ্গাচ্ছন্তি জন্মতঃ ।
তাবদ্রিষ্টং মমমতং গুপ্তরূপং ন চান্যথা ॥
অশুভে দণ্ডসংযোগে ক্ষীণে পাপযুতে যদি ।
শুভগ্রহা ন পশ্যন্তি তত্র বর্ষং নিযোজয়েৎ ॥
বর্গোত্তমে স্বতুঙ্গে বা কেন্দ্রে বা গুরুশুক্রয়োঃ ॥
তথাপি প্রবলে পাপে বর্ষভাগো ন লুপ্যতে ॥

বেধমাহ ।

কর্কে ধনুষি মীনে চ হরিকীটঘটেষু চ ।
কন্যামকরযূকেষু তুলামীনাঙ্গনাসু চ ॥
বৃশ্চিকে চ ঘটে সিংহে ধনুর্ম্মকরকর্কিষু ।
মকরে কার্ম্মুকে নার্য্যাং কুম্ভে সিংহে চ বৃশ্চিকে ।
মীনে তুলায়াং কর্কে চ মেষে কন্যা ধনুর্ঝষে ।
বৃষে চ বৃশ্চিকে সিংহে তথা কুম্ভধরেঽপি চ ।
দ্বন্দ্বে চ মকরে কর্কি তুলায়াং বেধনির্ণয়ঃ ॥

পিণ্ডস্থানানাং রিষ্টকালপিণ্ডমাহ ।

একোনবিংশতিঃ কর্কে সিংহে সপ্তদশস্মৃতং ।
ষট্ত্রিংশচ্চৈব কন্যায়াং যুকে ষড়্বিংশতিস্তথা ।
বৃশ্চিকে সিংহবজ্জ্ঞেয়ং নবযুগ্মে ধনুর্দ্ধরে ॥
ষড়্বিংশতিস্তু মকরে কুম্ভে সপ্তদশৈব চ ।
যথা ধনুস্তথা মীনে মেষে ষোড়শ উচ্যতে ॥
বৃষভে সিংহবজ্জ্ঞেয়ং মিথুনে নবনেত্রয়োঃ ।
পতাকীবেধসংজ্ঞোয়মায়ুর্দ্দায়ং যথাক্রমং ॥
ত্রিতয়ে ত্রিতয়ে ঋক্ষে দিনং মাসো বিধীয়তে ।
যথান্যায়ং যথাযোগ্যং বর্ষভাগং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
শুভে চ দণ্ডসংযোগে সর্ব্বত্র পাপবর্জ্জিতে ।
বালস্য কুশলং সর্ব্বং শুভৈর্যদি সমন্বিতং ॥
অশুভে দণ্ডসংযোগে সর্ব্বত্র সৌম্যবর্জ্জিতে ।
বালস্য মরণং শীঘ্রং যদি পাপৈঃ সমন্বিতং ॥
এতদুক্তং মমমতং শিশোরিষ্টঞ্চ সর্ব্বদা ।
অপরো রিষ্টযোগশ্চ অন্যেষান্তু মতে স্থিতঃ ॥
পূর্ব্বং বেদাদয়ো যেঽঙ্কাস্ত্রিষু স্থানেষু কীর্ত্তিতাঃ ।
তেষাং সম্মীলনাদ্বেধ একীকৃত্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
পতাকী বেধসংজ্ঞেঽস্মিন্নায়ুর্দ্দায়ং সুনিশ্চিতং ।
চক্রপাতং গ্রহাণাঞ্চ বীক্ষ্যায়ুঃ স্ফুটমাদিশেৎ ॥

অথ বস্ত্রজ্ঞানে দণ্ডাধিপজ্ঞানমাহ ।

কোষ্ঠীসারাবল্যাং ।

দগ্ধবস্ত্রং রবের্দ্দণ্ডে শ্বেতঞ্চ শশিনস্তথা ।
ভৌমে সরক্তহারিদ্রং বুধে ছিদ্রং নবাংশুকং ।
গুরোশ্চিত্রং ভৃগোশ্ছিন্নং ছিন্নভিন্নং শনৈশ্চরে ।
রাহোর্জীর্ণঞ্চ শীর্ণঞ্চ কৃষ্ণং বেত্তি সুনিশ্চিতং ॥

অথ পতাকীবেধঃ । যথা জ্যোতিস্তত্ত্বে ।

তীর্য্যগূর্দ্ধগতারেখাস্তিস্ত্রো দেয়াঃ পতাকয়া ।
যুতাঃ কার্য্যা বেদবিদা সর্ব্বসঙ্গত রেখয়া ॥
দক্ষস্থোদগতরেখাতো বামং মেষাদ্যয়াশয়ঃ ।
পঞ্চাষ্টযুগ্মবিংশাংশ্চ ষড় দশেন্দ্রাগ্নিসাগরাঃ ॥

কর্কটান্মীনপর্য্যন্তমঙ্কাদেয়া যথাক্রমং।
বালস্থ জন্মকালীন গ্রহলগ্নমজাদিষু ॥
বিন্যস্য চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শুভাশুভং যথাক্রমং।
শুভদণ্ডযোগবেধৈর্লগ্নাদ্বালস্য শোভনং ॥
পাপদণ্ডযোগবেধাদ্রাশ্যঙ্কাদ্রিষ্টিকালবিৎ।
বলাধিকে দিনং মধ্যে মাসো হীনে চ হায়নং ॥
কর্কি মীনধনুর্ভ্যাঞ্চ হরিঃ কীট ঘটেন চ।
স্ত্রিয়া স্তৌলিমৃগাভ্যাঞ্চ ধটো মীনে চ কন্যয়া ॥
ধনুষো মৃগকর্কিভ্যাং মকরে ধনুষাস্ত্রিয়া।
মীনে কর্কিতুলাভৃদ্ভ্যাং মীন স্ত্রী ধনুষা স্মজে ॥
তুলাকর্কিমৃগৈর্দ্ধন্দ্বে কীটকুম্ভবৃষেষু চ।
সিংহবদ্বেধমেতেষু বামদক্ষিণ সম্মুখে ॥
রাহুকেত্বর্কসৌরারৈঃ পাপৈর্বিদ্ধো যুতোঽশুভঃ।
তদন্যৈর্যুতবিদ্ধস্তু লগ্নরাশিঃ শুভপ্রদঃ ॥
একোনবিংশতিঃ কর্কে সিংহে সপ্তদশৈব তু।
ষট্ত্রিংশদবলায়াঞ্চ ষড়্বিংশতিস্তুলাধরে ॥
বৃশ্চিকে সিংহবজ্‌জ্ঞেয়মূনত্রিংশচ্ছরাসনে।
ষড়্বিংশং মকরে জ্ঞেয়ং কুম্ভে সপ্তদশস্মৃতাঃ ॥
নবযুগ্মস্তথামীনে মেষে ষড়্দশভিস্তথা।
বৃষভে চ যথা সিংহে যুগ্মেঽঙ্কহরলোচনে ॥
ত্রিতয়াঙ্কাদিয়ং সংখ্যা দিনমাসাব্দনির্ণয়ে।
একাঙ্কাদ্বিগ্রহাঙ্কাদ্বা কচিদ্রিষ্টেশ্চ সম্ভবঃ ॥
বারেশাদর্দ্ধযামেষু রাত্র্যহ্নোঃ পঞ্চ ষট্ক্রমাৎ।
অধিপাঃ স্যুর্গ্রহাস্তত্র যথার্কাহে ভবন্তি তে॥
রবীজ্যেন্দুভৃগুক্ষ্মাজশনিজ্ঞরবয়ো নিশি।
রবিশুক্রজ্ঞ রাত্রীশশনীজ্যকুজভাস্করাঃ ॥
দিনে তূহ্যাঃ পরেষ্বেবং তত্রাধ্যক্ষাশ্চতুর্গ্রহাঃ।
পাপদণ্ডে ভবেদ্রিষ্টিঃ শুভদণ্ডে শুভং ভবেৎ ॥
শুভগ্রহস্য দণ্ডে তু কর্ম্মারম্ভাচ্ছুভং ভবেৎ।
আরম্ভাৎ পাপদণ্ডে তু কর্ম্মনিষ্ফলতাং ব্রজেৎ ॥

যস্যার্দ্ধযামস্তস্যৈব প্রাগ্দণ্ডঃ সমুদাহৃতঃ।
ষট ষট্পরীত্য দণ্ডাশ্চ ত্রয়ো রাত্রৌ মতা যথা ॥
আদিত্যে ভৃগুজো বুধোঽপি চ
শশী সোমে শনীজ্যৌ কুজৌ
ভৌমেঽর্কঃ সিতসোমজৌ চ
শশিজে সোমঃ শনির্বাক্পতিঃ ॥
জীবেঽঙ্গাররবী ভৃগুর্ভৃগুসুতে
সৌম্যেন্দুমার্ত্তণ্ডজাঃ
কালে জীবমহীজতিগ্ম-
কিরণা রাত্রৌ চ দণ্ডাধিপাঃ ॥
যামার্দ্ধাধিপসংখ্যাতো দ্বিতীয়স্তু তদর্দ্ধতঃ।
তদর্দ্ধাত্তু তৃতীয়ঃ স্যাত্তদর্দ্ধত্তু তুরীয়কঃ ॥
অঙ্কাভাবে তু রাহুঃ স্যাত্তদঙ্কো বসুসংখ্যকঃ।
ভগ্নাঙ্কস্য পরিত্যাগাদ্দিবাদণ্ডাধিপা যথা ॥
রবিদনুজবুধগ্নৌ চন্দ্রসূরাসুরজ্ঞাঃ
কুজরবিদনুজজ্ঞা জ্ঞেন্দুসূরাসুরাশ্চ।
গুরুশশিরবিদৈত্যাঃ শুক্রভৌমার্কদৈত্যাঃ।
শনিকুজরবিদৈত্যা দণ্ডপাস্ত্বর্দ্ধযামে ॥

শুভদণ্ডমাহ।

শেষাবর্কস্য দণ্ডৌ সতত-
শুভকরাবাদিশেষৌ তথেন্দোঃ
শেষো দণ্ডঃ কুজস্যাপথ
গুরুবুধয়োরাদ্যমর্দ্ধং প্রশস্তং ॥
আদির্দণ্ডস্তথৈকো ভৃগুকুল-
নৃপতেঃ সর্ব্বকার্য্যে হি শস্তো
দণ্ডাশ্চত্বার এতে কচিদপি
সময়ে নৈব সৌরেঃ প্রশস্তাঃ ॥
প্রতিদণ্ডফলান্যেবাং জ্ঞাত্বা বাচ্যং কচিচ্ছুভং।
রবৌ চ বেদা বসবঃ সুধাংশৌ
কুজে চ বাণাঃ শশিজে তথাঙ্কাঃ

শনাবৃতুর্দ্দিক চ বৃহস্পতৌ স্যা-
দ্রাহৌ তুরঙ্গা ভৃগুজে চ রুদ্রাঃ।
অশুভে দণ্ডসংযোগে সর্ব্বত্র পুণ্যবর্জ্জিতে।
বালস্য মরণং শীঘ্রং যদি পাপৈঃ সমন্বিতং॥
অশুভগ্রহদণ্ডে তু সর্ব্বত্র পাপবর্জ্জিতে।
বালস্য কুশলং সর্ব্বং শুভৈর্যদি সমন্বিতং॥
অশুভো দণ্ডনাথো হি বেধশ্চেত্তেন লভ্যতে।
মরণং তত্র বক্তব্যং বালস্য নান্যথা ভবেৎ॥
পাপস্য দণ্ডমাত্রে তু তদেবাগবেধ বর্জ্জিতে।
বালস্য কুশলং সর্ব্বং শুভৈর্যদি সমন্বিতং॥

পঞ্চস্বরা মতে পতাকী চক্র।

বালকের জন্মনাত্র অগ্রে যোগজ রিষ্টি সমুদায় বিচার করিয়া দেখিবে, জন্মকাল হইতে যতদিন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ অতীত না হয়, ততদিন বালকের আয়ু নির্ণয় করিবে না, যেহেতু শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত রিষ্ট ব্যবহার হইয়াথাকে।

পতাকী চক্র নিরূপণ করিতে হইলে ঊর্দ্ধভাবে তিনটি রেখা এবং তির্য্যক্ ভাবে তিনটি রেখা কল্পনা করিবে। তদনন্তর পরস্পর রেখা সকলের বেধের নিমিত্ত তির্য্যক ভাবে ছয়টি রেখা উভয় দিকে লিখিবে, তাহা দ্বারা পতাকী চক্রের বেধ জানা যাইবে। এবং জন্মকালে রব্যাদি গ্রহগণের দ্বারা জন্ম কালে রিষ্ট বিধান হইবে।

যখন পতাকী চক্রে গ্রহ সংস্থাপন করিবে তখন ঊর্দ্ধভাগস্থ সর্ব্ব শেষ রেখাটিকে মেষ রাশি কল্পনা করিয়া তাহার বামদিক্ স্থিত রেখা সকলকে ক্রমে বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ ও মীনরূপে কল্পনা করিতে হইবে। আর পতাকী চক্রে অঙ্কদান কালে মধ্যভাগে মেষ হইবে।

পতাকীচক্রে যেসকল অঙ্ক প্রদান করা যায় তাহা এই যথা—চার, পাঁচ, কুড়ি, তিন, আট, ছয়, চদ্দ, দুই ও দশ এই সমস্ত অঙ্ক পতাকী চক্রে বিন্যস্ত থাকে। কোনমতে কুম্ভরাশি হইতে মিথুনরাশি পর্য্যন্ত অঙ্কদান হয় এবং যথাক্রমে রব্যাদি গ্রহগণের উচ্চস্থান নিরূপিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে পতাকীচক্রের অঙ্ক নিরূপিত করা হইয়াছে, ঐ অঙ্ক সমুদায় যে যে রাশিতে স্থাপিত হইবে অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।

মীন কর্কট তুলা কুম্ভ সিংহ বৃশ্চিক মকর কন্যা ও ধনুরাশিতে ক্রমে চার, পাঁচ, কুড়ি, তিন, আট, ছয়, চদ্দ, দুই ও দশ অঙ্ক ক্রমে ক্রমে বসিবে। তুলা বৃশ্চিক ও ধনুরাশির ন্যায় মিথুন বৃষ ও মেষরাশিতে অঙ্ক হইবে। অর্থাৎ তুলারাশিতে যে কুড়ি সংখ্যক অঙ্ক আছে ঐ কুড়ি সংখ্যক অঙ্ক মিথুনরাশিতে, বৃশ্চিকের ছয় পরিমিত অঙ্ক বৃষরাশিতে এবং ধনুর দশ পরিমিত অঙ্ক মেষরাশিতে হইবে। এইরূপে সমুদায় অঙ্ক পতাকী চক্রে বসাইবে।

মেষাদি রাশি ক্রমে যেরূপে অঙ্কপাত হইবে। তাহা এই যথা—দশ ছয় কুড়ি পাঁচ আট দশ ছয় কুড়ি চদ্দ তিন ও চার এই অঙ্ক সমুদায় মেষ হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত ক্রমে ব্যবহৃত হইবে কোন মতে মেষাদি দ্বাদশরাশির এই অঙ্ক সমস্ত একত্র করিলে একশত আট সমষ্টি হয়।

চারপ্রকার পতাকীবেধ কথিত হইতেছে।

মেষাদি দ্বাদশ রাশির যে রাশি লগ্ন হইবে ঐ রাশির সম্মুখ রাশি দক্ষিণ ও বামদিক্ স্থিত রাশি উহা দ্বারা বিদ্ধ হইয়াথাকে এই বেধও দণ্ডাধিপতি গ্রহ দ্বারা হয় এবং বিদ্ধরাশির অঙ্ক সংখ্যা অনুসারে বর্ষ মাস ও দিন পরিমিত কালে বালকের রিষ্ট ব্যবহার করিবে।

বেধস্থলে যে অঙ্ক দৃশ্যহয় তদ্দ্বারা দিন মাস বৎসর বিচারও গ্রহের বল অনুসারে হইয়াথাকে।

যদি সবল পাপগ্রহ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে বিদ্ধরাশির অঙ্ক সংখ্যা দিন রূপে এবং বিদ্ধ গ্রহের

মধ্যবল হইলে মাসরূপে ও হীনবল হইলে বর্ষ রূপে ব্যবহৃত হইয়াথাকে। যেরূপ পাপগ্রহের বলাবল বিবেচনায় দিন মাস ও বৎসরের ব্যবহার হয়, সেইরূপ শুভগ্রহ বলবান্ হইলে বৎসর, মধ্যবল হইলে মাস এবং হীন বল হইলে দিন ব্যবহার হইয়াথাকে এবংবিদ্ধ শুভগ্রহের বলঅনুসারে দিনাদি পরিমিত কালে বালকের মৃত্যু হয়।

যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে কিম্বা শত্রুক্ষেত্রগত পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয় তবে বিদ্ধরাশির পরিমিত অঙ্কের দিনসংখ্যায় নিশ্চয় বালকের মৃত্যু হইবে। যদি উভয় পাপগ্রহের পরস্পর তুল্য দৃষ্টি হয় অথবা একরাশিতে অবস্থিতি করে তবে গ্রহগণের বল থাকুক বা না থাকুক রিষ্টকাল অঙ্ক পরিমিত মাস মধ্যে হইবে। আর যদি শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট কিম্বা শুভগ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা শুভগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিত অথবা স্বামীগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইলে বর্ষপরিমিত রিষ্টকাল হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত পতাকীচক্র রিষ্ট ইহা সকলেরই সম্মত এবং জ্যোতির্বেত্তাগণ সর্ব্বদাই এই কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু মদীয় মতে যতদিন ঊনচত্বারিংশ বর্ষ অতীত না হয় ততদিন পতাকী রিষ্টকাল জানিবে এই রিষ্টও অতি গুপ্ত রিষ্ট কদাপি ইহার অন্যথা হয় না।

যদি পাপগ্রহের দণ্ডে জন্ম হয়, আর ঐ দণ্ডাধিপতিগ্রহ দুর্ব্বল কিম্বা পাপগ্রহের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং শুভ গ্রহগণ দ্বারা দৃষ্ট না হয় তবে রিষ্ট কাল বর্ষমানে পরিণত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা কেন্দ্রে বা বর্গোত্তমে কিম্বা স্বতুঙ্গ স্থলবর্ত্তী হইলেও যদি পাপগ্রহ বলবান্ হয় তবে রিষ্টবর্ষের কখন অন্যথা হয় না।

পতাকীচক্রে কোন্ রাশির কোন্ রাশির সহিত বেধ হয় তাহা নিরূপিত হইতেছে।

ধনু ও মীনরাশির সহিত কর্কট রাশির বেধ, সিংহের বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি, কন্যার মকর ও তুলারাশি, তুলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহরাশি ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও কন্যা রাশি, কুম্ভের সিংহ ও ধনু ও মীনরাশির সহিত বেধ, সিংহের বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি, কন্যার মকর ও তুলারাশি, তুলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহরাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও কন্যারাশি, কুম্ভের সিংহ ও বৃশ্চিকরাশির সহিত বেধ নিরূপিত আছে, এবং মীনের তুলা ও কর্কটরাশি, মেষের কন্যা ধনু ও মীনরাশি, বৃষের বৃশ্চিক সিংহ ও কুম্ভরাশি, মিথুনের মকর কর্কট তুলা রাশির সহিত বেধ বিখ্যাত হইয়া থাকে।

অধুনা পিণ্ডস্থান সকলের রিষ্টকাল পিণ্ড কথিত হইতেছে।

কর্কটরাশির উনিশ, সিংহের সতর, কন্যার ছত্রিশ, তুলার ছাব্বিশ, বৃশ্চিকরাশির সতের, ধনুর ঊনত্রিশ, মকরের ছাব্বিশ, কুম্ভের সতর, মীনের ঊনত্রিশ, মেষের ষোল, বৃষের সতর এবং মিথুনের ঊনচল্লিশ এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। ইহাকে পতাকী বেধ কহা যায় এবং যথাক্রমে ইহা দ্বারা আয়ুর্দ্দায় নির্ণয় হয়। যথাযোগ্য ন্যায়ানুসারে তিনটি তিনটি রাশিতে ক্রমে বর্ষ মাস ও দিনভাগ বিধান করিবে।

যদি শুভদণ্ডাধিপের সংযোগ হয় এবং সর্ব্বত্র স্থল পাপগ্রহ শূন্য থাকিয়া যদি শুভগ্রহের সহিত মিলিত থাকে তবে সর্ব্বদা বালকের কুশল হয়।

যদি অশুভ দণ্ডাধিপের সংযোগ হয় আর সর্ব্বত্রই শুভগ্রহ বিহীন থাকিয়া পাপের সহিত মিলিত হয়, তবে শীঘ্র বালকের মৃত্যু হইবে।

মদীয় মতানুযায়ী এই সমস্ত শিশু রিষ্ট কথিত হইল, অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে অপর রিষ্টযোগ আছে, তাহা লিখিবার আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বে তিনটি তিনটি রাশিতে বেধাদি যে সমুদায় অঙ্কের উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমুদায় অঙ্কও তাহাদের সম্মিলন দ্বারা বেধ কথিত হয়। এই পতাকী বেধ সংজ্ঞায় আয়ুর্দ্দায় নিশ্চয় করিবে এবং গ্রহগণের চক্রপাত হইবে কি না তাহা দেখিয়া আয়ু কহিবে।

প্রসূতির বস্ত্রপরিজ্ঞান দ্বারা দণ্ডাধিপ নিরূপিত হইয়া থাকে যথা কোষ্ঠীসারাবলী।—

যদি জন্মকালে সূর্য্য দণ্ডাধিপতি হয়, তবে প্রসূতির দগ্ধবস্ত্র, চন্দ্র হইলে শুক্রবর্ণ, মঙ্গল হইলে সরক্তহরিদ্রা-বর্ণ, বুধে সচ্ছিদ্র নূতন বস্ত্র, বৃহস্পতিতে চিত্রিত, শুক্রে ছিন্ন শনিতে ছিন্নভিন্ন এবং রাহুতে জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র হইবে।

জ্যোতিস্তত্ত্বমতে পতাকীনির্ণয়।

পতাকীচক্রে যেপ্রকারে অঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে। পাঁচ আট দুই কুড়ি ছয় দশ চন্দ্র তিন চার এই অঙ্ক কর্কট হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিন্যাস করিবে।

এই পতাকী চক্রে কখন কখন একরাশিস্থ অঙ্ক দ্বারা বা দুই রাশিস্থ অঙ্ক দ্বারা রিষ্ট সম্ভব হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে দিবারাত্র ভেদে যামার্দ্ধাধিপতি ও দণ্ডাধিপতি নিরূপণের রীতি লিখিত হইয়াছে একারণ এখানে আর উহা লিখিত হইল না।

পাপগ্রহের দণ্ডে রিষ্ট হয় আর শুভগ্রহের দণ্ড হইলে রিষ্ট হয় না। কোন কর্ম্ম আরব্ধ করিবার সময়ে তাৎ-কালিক দণ্ডাধিপ নিরূপণ করিবে। যদি শুভগ্রহ দণ্ডাধিপ হয় তবে ঐ সময় কর্ম্মারম্ভ করিলে শুভ হয় আর পাপ-গ্রহ দণ্ডাধিপ হইলে কর্ম্মারম্ভে কোন ফল হইবে না।

যামার্দ্ধাধিপতি গ্রহের শুভদণ্ড কথিত হইতেছে।

রবিগ্রহের শেষ দুইদণ্ড সর্ব্বদা শুভকর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে, এই সময়ে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিলে শুভ হইবে। চন্দ্রের আদি ও শেষ দণ্ড মঙ্গলের শেষ দণ্ড, বুধ ও বৃহস্পতির প্রথম দুই দণ্ড প্রশস্ত হয়, আর ভৃগুকুল-চূড়ামণি শুক্রের প্রথম দণ্ড সর্ব্বকার্য্যেই শুভজনক হইয়া থাকে, কিন্তু শনির চারদণ্ডই কোন সময় প্রশস্তকর হয় না।

রব্যাদি গ্রহগণের প্রত্যেক দণ্ড বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া কখন কখন শুভফল কহিবে।

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দিবা রাত্রির মধ্যে রবির চারদণ্ড, চন্দ্রের আট দণ্ড, মঙ্গলের পাঁচদণ্ড, বুধের নয়দণ্ড, শনির ছয়দণ্ড, বৃহস্পতির দশদণ্ড, রাহুর সাতদণ্ড ও শুক্রের এগারদণ্ড অবধারিত আছে।

যদি জন্মদণ্ডের অধিপতি পাপগ্রহ হয় এবং বেধস্থলে শুভগ্রহ না থাকে আর পাপগ্রহের সহিত দণ্ডাধিপতি মিলিত হয় তবেশীঘ্র বালকের মৃত্যু ঘটে।

যদি দণ্ডাধিপতি পাপগ্রহ হয় এবং বেধস্থলে পাপগ্রহ না থাকিয়া কেবল শুভগ্রহ যুক্ত থাকে তবে জাতবালকের সর্ব্বদা কুশল হয়।

দণ্ডাধিপতি পাপগ্রহ হইয়া লগ্নের সহিত বেধ করে তবে বালকের মৃত্যু হইবে ইহা কহিবে, কখন ইহার অন্যথা হইবে না।

যদি দণ্ডাধিপতি পাপগ্রহ হইয়া লগ্নে যুক্ত বা বেধ-বর্জ্জিত থাকে আর বেধস্থল শুভগ্রহের সহিত মিলিত হয় তবে বালকের মঙ্গল ঘটিবে।

জ্যোতিস্তত্ত্বোক্ত পতাকী চক্রের অনেক স্থান পরি-ত্যাগ করিয়া উহার অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, যেসকল স্থল পরিত্যক্ত করা হইয়াছে তাহা পঞ্চস্বরা উক্ত পতাকী চক্রের অর্থে প্রকাশিত আছে একারণ এখানে পুনরায় তাহা আর লিখিত হয় নাই, তবে যেসকল স্থল তদপেক্ষা অতিরিক্ত আছে তাহার অর্থমাত্র লেখা হইয়াছে।

পতাকীচক্রে শিশুরিষ্ট নিরূপণের উদাহরণ।

পূর্ব্বে পঞ্চস্বরা ও জ্যোতিস্তত্ত্ব হইতে যে পতাকীচক্র লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কি প্রকারে ঐ পতাকী চক্রে রিষ্ট বিচার করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। অধুনা একটী বালকের জন্ম সময় কল্পনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছি। শকাব্দাঃ ১৭৯৯।০।০।৬।৩০ আগামী সতর শত নিরানব্বই শকের ১লা বৈশাখ বৃহস্পতি-

বার দিবা ছয় দণ্ড ত্রিশ পল সময়ে একটী বালকের জন্ম হইলে ঐ সময় উদয় লগ্ন মেষ অতীত হইয়া বৃষলগ্নের উদয় নির্দ্ধারিত আছে অতএব ঐ বালকের জন্মলগ্ন বৃষ তাহার সন্দেহ নাই।

ঐ দিবস দিবামান ৩১।১২ একত্রিশ দণ্ড বার পল অবধারিত আছে। দিবা ছয় দণ্ড ত্রিশ পলে কোন বালকের জন্ম হইলে দিবা দ্বিতীয় যামার্দ্ধের তৃতীয় দণ্ড সময়ে জন্ম হইয়াছে এবং তৎকালে ঐ দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি মঙ্গল ও তৃতীয় দণ্ডের অধিপতি রাহু হইবে। এই যামার্দ্ধাধিপতি ও দণ্ডাধিপতি যেরূপ প্রকারে নিরূপিত হয় তাহা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে, এক্কারণ পুনরায় লিখিলাম না।

এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে যে কয়েকটী চক্রের প্রতিকৃতি লিখিত আছে, তন্মধ্যে "১এক অঙ্কিত চিহ্নিত চক্রে" এই কল্পিত জন্ম সময়ের গ্রহ সংস্থান হইবে এবং ঐ চক্রে যে সকল গ্রহ সংস্থাপিত আছে লগ্নাদি ভাব বিবেচনায় তাহাদের শুভাশুভ ফল ক্রমে কথিত হইবে। এক্ষণে কেবলমাত্র পতাকীবেধ বর্ণিত হইতেছে।

পতাকীচক্রে লগ্ন সম্মুখ বাম ও দক্ষিণ এই চার প্রকার বেধ অবধারিত আছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন কোন রাশির বাম বেধ, কোন কোন রাশির দক্ষিণ বেধ ও কোন কোন রাশির সম্মুখ বেধ নাই এবং কোন কোন রাশির বাম দক্ষিণ ও সম্মুখ এই সমুদায় বেধই হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত রাশির লগ্নবেধ আছে। তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্কট সিংহ ও কন্যা এই তিন রাশির বামবেধ নাই কেবল মাত্র দক্ষিণ সম্মুখ ও লগ্নবেধ আছে। মকর কুম্ভ মীন ইহাদের দক্ষিণ বেধ ভিন্ন অন্য তিন বেধ আছে এবং তুলা বৃশ্চিক ধনু এই কয় রাশির সম্মুখ বেধ নাই, কেবল মাত্র অন্য তিন বেধ আছে, মেষ বৃষ মিথুন এই কয় রাশির বাম দক্ষিণ সম্মুখ ও লগ্ন এই চার প্রকার বেধই হইয়া থাকে।

অধুনা বৃষলগ্নজাত বালকের কয় প্রকার বেধ হইয়াছে তাহা কথিত হইতেছে। ১লা বৈশাখ দিবা ছয় দণ্ড ত্রিশ পল সময়ে যে বালকটীর জন্ম কল্পনা করা হইয়াছে ঐ বালকের জন্মলগ্ন বৃষ এবং দণ্ডাধিপতি রাহুগ্রহ তৎকালে কুম্ভ রাশিতে থাকায় বামবেধ হইয়াছে। এ কারণ বালকের পতাকী রিষ্ট আছে।

এই রিষ্টফল কোন্ কোন্ সময়ে সূচনা হইতে পারে এক্ষণে তাহার নিরূপণ করা যাইতেছে।

বৃষ, কুম্ভ, সিংহ ও বৃশ্চিক এই কয় স্থান বৃষলগ্নের বেধ স্থান বলিয়া অবধারিত আছে এবং ঐ সকল রাশির আট ছয় তিন পরিমিত অঙ্ক এবং ঐ সমুদায় অঙ্ক পরস্পর সংযুক্ত করিয়া নয় এগার চব্দ ও শতর ৮।৬।৩।৯।১১।১৪। ১৭ এই সমুদায় অঙ্ক পরিমিত দিন বা মাস কিম্বা বর্ষে বালকের পতাকী রিষ্ট ঘটনা হইবে। অর্থাৎ এই অঙ্ক পরিমিত দিনাদি সময়ে বালকের মৃত্যু হইবে।

যদি দণ্ডাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান্ থাকে তবে ঐ আট ছয় ইত্যাদি দিনের কোন এক দিনে বালকের বিনাশ হইবে। যদি দণ্ডাধিপতি মধ্য বলবান্ হয় তবে ঐ সংখ্যক মাসে এবং দুর্ব্বল হইলে ঐ সংখ্যক বর্ষে বালকের নিধন ঘটিবে।

কোন কোন মতে বিদ্ধস্থলে পাপগ্রহ থাকিলে পতাকী রিষ্ট হয়, কিন্তু ঐরূপ রিষ্ট, প্রাণনাশকর না হইয়া পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। যে প্রকারে ঐরূপ রিষ্ট বিচার করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যেমন বৃষ কুম্ভ সিংহ ও বৃশ্চিক এই চার রাশি বৃষের বেধ স্থান হয়, এই চার রাশির কোন এক রাশিতে যদি কোন পাপগ্রহ থাকে তবে মত ভেদে পতাকী রিষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে বৃষরাশি জন্মলগ্ন হওয়ায় তাহার রিষ্ট বিচার করিলাম, কিন্তু মেষ বৃষ মিথুন এই তিন রাশি চার প্রকার বেধযুক্ত অতএব ইহাদের রিষ্ট বিচার স্থলে চার প্রকার বেধস্থান দৃষ্টি করিয়া রিষ্ট নিরূপণ করিবে। এবং যে যে রাশির বাম বা দক্ষিণ বা সম্মুখবেধ নাই, তাহাদের রিষ্ট নিরূপণ করিবার উপায় কথিত হইতেছে।

সিংহ, কন্যা, তুলা, এই কয় রাশির বামবেধ ভিন্ন অন্য

তিন বেধ আছে এবং ইহাদের কোন এক রাশি লগ্ন হইলে এইরূপ প্রকারে বেধ নিরূপণ করিবে।

কর্কট ধনু মীন এই তিন রাশিই কর্কট রাশির বেধ স্থান ইহার কোন এক রাশিতে যদি দণ্ডাধিপতি পাপগ্রহ অবস্থিতি করে তবে পাঁচ দশ চার নয় চদ্দ পনর ও উনিশ ৫।১০।১৪।১৫।১৯ পরিমিত দিন মাস বৎসর মধ্যে বালকের রিষ্ট কাল কহিবে। যেরূপ কর্কট রাশির রিষ্ট স্থির করা হইল, এইরূপ সিংহ ও কন্যা রাশির দক্ষ সম্মুখ রাশির সহিত ইহাদের রিষ্ট স্থির করিতে হইবে।

মকর কুম্ভ মীন রাশির দক্ষিণ বেধ নাই এবং তুলা বৃশ্চিক ধনু রাশির সম্মুখ বেধ ব্যতীত অপরাপর সকল বেধ আছে, অতএব ইহাদের রিষ্ট বিচার বেধস্থান লইয়া করিবে।

যে প্রকারে পতাকীরিষ্ট দেখিতে হয় তাহার সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিলাম। এই রিষ্ট অতিশয় সংশয়-কর, যদি কোন বালক পতাকীরিষ্টে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন, কিন্তু যে প্রকার যোগে জন্ম হইলে এই শঙ্কট রিষ্ট ভোগ করিতে হয় না, তাহা পূর্ব্বে পতাকীচক্র প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের তৃতীয় সংখ্যায় "১এক অঙ্কিত চিহ্নিত চক্রে" যে সমুদায় গ্রহ সংস্থাপিত আছে এই পতাকী চক্রে মেষাদি রাশিক্রমে এই সমস্ত গ্রহ স্থাপিত করিয়া রিষ্ট বিচার করিলে পতাকীবেধ বিদিত হইবে।

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় বিরচিতে
ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে শিশুরিষ্ট্যাদি
নির্ণয় নাম প্রকরণ সমাপ্ত।

সারাবল্যাং।

জন্মবিলগ্নাজ্জাতে প্রশ্নোঽথ বিলগ্নতো ভবেৎ স্পষ্টঃ।
জন্মসময়ো নরাণামতঃ প্রযত্নেন সংচিন্ত্যঃ॥
দশভেদভিন্নচিহ্নৈর্জ্ঞাত্বা পুরুষং প্রসাধয়েল্লগ্নং।
অতএব প্রথমতো বিস্তরতস্তানহং বক্ষ্যে॥

মেষবিলগ্নে জাতঃ প্রচণ্ডকোপো বিদেশগমনরতঃ।
লুব্ধঃ কৃশোঽল্পসৌখ্যঃ শৌর্য্যঃ স্খলিতাভিধায়ী চ॥
পিত্তানিলোত্থরোগৈরতিতপ্ততনুঃ ক্রিয়াপটুর্ভীরুঃ।
রেখাঙ্কো ধর্ম্মরতশ্চপলোঽল্পমেধাঃ পরার্থনাশকরঃ॥
ভোক্তা খ্যাতঃ কুনখো ভ্রাতৃবিহীনস্তথা পিতৃভক্তঃ।
শীঘ্রগতির্মন্দসুতো বিবিধার্থযুতঃ সুশীলশ্চ॥
কুলোদ্যতাং বিশীলাং ব্যঙ্গাং
স্বজনৈষিণীং স্ত্রিয়ং লভতে।
অপকৃষ্টোদয়াসৌখ্যঃ ধর্ম্মসংবর্দ্ধিতার্থশ্চ॥
ইতি মেষলগ্নং।

বৃষভবিলগ্নে শূরঃ ক্লেশসহিষ্ণুঃ সুখী চ রিপুহন্তা।
বাল্যে সঞ্চয়সংযুক্তোঽতিপীনললাটঘোণগণ্ডৌষ্ঠঃ॥
উদ্যুক্তকর্ম্মসুভগঃ পিতুর্জনন্যা রোষরুদ্ধাতা।
বিবিধব্যয়োঽতিরৌদ্রঃ কফানিলাত্মা পিতা কুমারীণাং॥
স্বজনবিমর্দ্দনপরোঽধর্ম্মনিযুক্তো বনপ্রিয়োঽতিচপলঃ।
ভোজনপাননিযুক্তঃ মাল্যাম্বরভূষণৈকরতঃ॥
ইতি বৃষলগ্নং।

মিথুন বিলগ্নে জাতঃ প্রিয়াদরতোষণপ্রবীনরতঃ।
পূজ্যতমঃ সুবচাঃ স্বমাতৃপিতৃবিনীতঃ স্যাৎ॥
গান্ধর্ব্বগীতিশিল্পশ্রুতি শাস্ত্রার্থপ্রহাস্যকো বররুচিঃ।
সৌম্যোঽথমগুনরুচির্মদবশ্যঃ স্যাৎ সতামাদ্যঃ॥
অসহিষ্ণুরনিষ্টযুতঃ শঠোঽল্প-
বন্ধুস্বসংস্থিতো ভবতি।
হীনাধিকাঙ্গ যুক্তঃ পাপো বিনীতবৃত্তাক্ষিযুগ্মশ্চ॥
ষণ্ডাকারোঽবশ্য দারুণো-
রিপুপক্ষসংহরণশীলঃ।
প্রভূতরত্নকাঞ্চনলৌহকর্ণিকা-
র্থভাগী ভবেৎ সৎপুরুষশ্চ॥
ইতি মিথুনলগ্নং।

কর্কটলগ্নে ভীরুর্নৈক-
স্থাননিবাসরতশ্চপলঃ।

মেধান্বিতো ন ধৈর্য্যো গুহ্য-
রোগার্ত্তো নিহন্তি রিপূন ॥
অন্তর্বিষমঃ কামী দ্বিজদেবার্চ্চনপ্রদানরতঃ।
কফবহুলো যুবতিতনুঃ সন্তপ্তঃ স্বৈগু´ণৈর্নিত্যং ॥
নানাত্মজো বিবন্ধুহৃ´ষ্টাল্পপ্রসূতো বিগর্হিতকুটুম্বঃ।
বহুবাক্ কুৎসিতযুবতিঃ পরান্নভোগী দৃঢ়গ্রাহী ॥
পরদেশগঃ সুধীরঃ সাহসকর্ম্মা জনাধিগতবিত্তঃ।
স্ত্রীভূষণাম্বরসুখৈর্ভোগৈশ্চ সমন্বিতো ভবতি ॥
ইতি কর্কটলগ্নং।

সিংহোদয়ে প্রসূতো মাংসরুচির্নৃপতিলব্ধমানধনঃ।
ধর্ম্মযুতোঽর্থসংস্থঃ কুটুম্বকার্য্যেযু রতধামা ॥
সিংহাস্যসমানমুখঃ স্থিতি-
মান্ গাম্ভীর্য্যসত্ত্বসমাযুতঃ।
ধৃষ্টোঽল্পবচা লুব্ধঃ পরদাররতো বুভুক্ষাবান্ ॥
পর্বতবনানুসারী সুবোধনো দৃঢ়সুহৃৎ প্রেমাদী চ ॥
দুঃখসহো হতশত্রুঃ প্রখ্যাতযুতঃ প্রণতসাধুঃ।
কৃষ্যাদিকর্ম্ম ধনবান্ ব্যাপাররতো বহুব্যয়ো ভবতি।
বেশ্যানটীযু নিরতো ভার্য্যা তস্য সরোগা চ ॥
ইতি সিংহলগ্নং।

ষষ্ঠে মাধুর্য্যযুতঃ শিক্ষাগান্ধর্ব্বশিল্পকার্য্যপটুঃ।
লুব্ধঃ কর্ণকথাভাষী প্রণয়ী দারোপচাররতঃ ॥
কন্যাবিলাসসত্ত্ব স্থিতিদাক্ষিণ্যৈর্যুতো দয়াবাংশ্চ।
ভোক্তা দেশভ্রমণঃ স্ত্রীপ্রকৃতির্বিনয়বান্ সবিভবঃ ॥
মণ্ডলবান্ ধনবান্ সুভগঃ কামী সুবাল্পযুতোঽপি ভবেৎ
ঋজুধর্ম্মবান্ সুরূপঃ শুচিরপি কান্তো গুণানাঞ্চ ॥
পাপৈরনার্য্যবৃত্তৈঃ সহজৈঃ সন্ত্যক্তোঽতিবিরুদ্ধশ্চ।
কন্যাপ্রজোঽনিলরুজার্দ্দিত বিবর্জ্জিতকফঃ ॥
ইতি কন্যালগ্নং।

সপ্তমলগ্নে জাতো বিষমাঙ্গঃ শীলবর্জ্জিতশ্চপলঃ।
উপচিতহীনদ্রবিণঃ সুকৃশো দেশান্তরচারী স্যাৎ ॥

কফবাতিকশ্চ কলিরুচির্দীর্ঘ-
মুখশরীরো ধর্ম্মমতিবেত্তা।
বহুদুঃখভাক্ সুমেধাঃ পর্ব্ববরদীর্ঘকরকর্ণাক্ষঃ ॥
অতিথিদেবদ্বিজরতঃ পটুঃক্রিয়াবান্ তথা গুরুভক্তঃ।
পূজ্যঃ পিতাত্মজানাং বিদুষাং সভ্যশ্চ মৃদুশত্রুঃ ॥
ভ্রাতৃপ্রিয়ো বিসত্যঃ শুচিশ্চ পাপাচার সুবন্ধুশ্চ।
পরার্থকুৎসিতবেত্তা ধর্ম্মব্যবসায়ী নীচমতিঃ ॥
ইতি তুলালগ্নং।

বৃশ্চিকলগ্নে পুরুষঃ পীনপৃথুর্ব্ব্যয়ভাগঙ্গদীর্ঘশ্চ।
অন্তর্ব্বিষমঃ শূরো মাতুরনিষ্টঃ পিতুশ্চাপি ॥
গম্ভীরপিঙ্গলোচ্চদৃক্ সুমহাদ্রুস্বনিম্নজঠরশ্চ।
অন্তর্ব্বিলগ্নঘোণঃ সাহসনিরতঃ স্থিরশ্চণ্ডঃ ॥
বিশ্বাস হাস্য পণ্যবেত্তা
পিত্তরুগার্ত্তঃ কুটুম্বসম্পন্নঃ।
গুরুসুহৃদাং দ্রোহরতঃ
পরাঙ্গনাকর্ষণানুমতিঃ ॥
দুঃস্থো লবণবক্রশ্চ স্যাদ্ভূপতিসেবী চ শত্রুপরিতাপী।
পরতোঽর্থদঃ স্বযুবতি ধর্ম্মপ্রতিবৎসলঃ ক্ষুদ্রঃ ॥
ইতি বৃশ্চিকলগ্নং।

কার্ম্মুকলগ্নে জাতঃ স্থূলবদনস্তুঙ্গ পৃথুমূর্দ্ধা চ।
প্রণতানাং প্রিয়কারী ধৃতিসত্ত্বসমন্বিতঃ সুতনয়শ্চ ॥
হ্রস্বনাসৌষ্ঠঃ কুনখী শ্রীমানতিপীবরোরুজঠরঃ।
বিজ্ঞানশাস্ত্রকুশলঃ প্রত্যগ্রমতিঃ প্রকোপশ্চ ॥
বলিনামমর্ষণপরঃ কুলমুখ্যো নাশিতরিপুপক্ষঃ।
সংগ্রামভটঃ শ্রেষ্ঠশ্চপলোঽপ্যচ্ছিদ্রবন্ধুগণঃ ॥
শিল্পাদিকর্ম্মনিরতঃ স্ববংশহা বন্ধুবর্গশুভদশ্চ।
কান্তাবদনাক্ষিগদো নৃপকৃতোঽর্থঃ স্বধর্ম্মনিরতশ্চ ॥
ইতি ধনুর্লগ্নং।

মকরলগ্নে জাতঃ কৃশগাত্রো ভীরুর্বক্রশ্চ।
বাতব্যাধিভিরার্ত্তঃ সুদীর্ঘতুঙ্গাগ্রনাসঃ স্যাৎ ॥

লঘুসত্বোঽতিনয়নো মারুতপাণিপাদবিস্তীর্ণঃ।
আচারগুণৈর্হীনস্তু ধত্তে বামাভিরামগতিঃ॥
গিরিবনচারী শূরঃ শাস্ত্রশ্রুতিশিল্পাগমবাদ্যজ্ঞঃ।
ক্ষুদ্রবলঃস্বকুটুম্বদ্বিজভূষশ্চ বন্ধুশঠঃ॥
কুৎসিতশীলঃ কান্তঃ কুৎসিতদারোঽসূয়কো ধনভাক্।
ধর্ম্মরতো ভূপসেবী ন চাতিদাতা সুখী সুভগঃ॥
ইতি মকরলগ্নং।

কুম্ভবিলগ্নে পুরুষঃ সুনীচকর্ম্মা কুলাধমো মূর্খঃ।
স্ফুরিতাগ্রনাসিকৌষ্ঠো নীচো হ্রস্বোঽলসাত্মা চ॥
বৈরপ্রিয়ঃ প্রদুষ্টঃ পারুষ্যদ্যূতনীচদাসীপ্রিয়শ্চ।
উপকৃতবন্ধুঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষমোদয়ী প্রাপ্তবিত্তশ্চ॥
পিশুনঃ শঠো দরিদ্রো বিনষ্টবন্ধুর্বহিষ্কৃতো লোকে।
ন সম্মতঃ পরেষাং প্রণষ্টসম্বন্ধোগুরুর্বিনীতশ্চ॥
কুম্ভোদয়ো ন শস্তো জন্মবিধৌ সত্যভাষিতে দৃষ্টঃ।
যবনৈর্বর্গোঽপি তথাসৌ চাণক্যো বদতি নো বর্গঃ॥
ইতি কুম্ভলগ্নং।

মীনবিলগ্নে জাতো ধন্যঃ স্ফুটনাসিকৌষ্ঠপুটবক্ষাঃ।
বিজ্ঞানকাব্যবুদ্ধির্মদনাতুরলব্ধকীর্ত্তিশ্চ॥
বিবৃতৌষ্ঠরদঃ কুষ্ঠী বিদারিতাস্যামিষাদিসংলুব্ধঃ।
দাক্ষিণ্যপ্রত্যয়বান্ মেষছাগাদিসম্পন্নঃ॥
শৌচাচারঃ শ্রুতবান্ দ্যুতিমান্ কন্যাপ্রজো বিনীতশ্চ।
মেধাধৃতিসত্বযুতো গান্ধর্ব্বস্ত্রীরতিজ্ঞশ্চ॥
ইতি মীনলগ্নং।

বহুশিল্পোদারমতির্ভ্রাতৃধনোঽমর্ষণঃ সুসঙ্গশ্চ।
বলবতি রাশাবেবং তদধিপতৌ বা ফলং সর্ব্বং॥
ইতি সারাবল্যাং লগ্নগুণাঃ।

কল্যাণবর্ম্মকৃত সারাবলী মতে—মেষাদি দ্বাদশ-লগ্নের ফল কথিত হইতেছে।

এই মেষাদি দ্বাদশ লগ্ন ফল দ্বারা জাতবালকের জন্ম লগ্ন ও প্রশ্নকালীন লগ্ন নিরূপিত হইয়া থাকে, অতএব যত্নপূর্ব্বক বালকের জন্ম লগ্ন স্থির করা কর্ত্তব্য কিন্তু লগ্নের তিনটি দ্রেক্কাণের দ্বারা চিহ্ন জ্ঞান হইলেই লগ্ন নিরূপিত হয়। এবং ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রশ্ন বলা যাইতে পারে। এই লগ্নই বালকের দেহ অতএব সর্ব্বাগ্রে এই লগ্ন ফল বর্ণিত হইতেছে।

দিবা ও রাত্রির মধ্যে যে কোন সময়ে বালকের জন্ম হইবে সেই সময় কোন্ রাশি লগ্নরূপে উদিত আছে তাহা স্থির করিয়া যে রাশির উদয় পাওয়া যাইবে তাহাকে জাতবালকের লগ্ন কহিবে। এই লগ্ন রবি-ভুক্তাদি দ্বারা যে প্রকারে স্থির করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এ কারন পুনরায় কথিত হইল না। মেষাদি দ্বাদশ রাশির যে কোন রাশি লগ্ন হউক সেই রাশির কল্যফল দ্বারা বালকের স্বভাব জানা যাইবে। এক্ষণে মেষাদি ক্রমে সেই সমস্ত ফল লিখিত হইতেছে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের আকৃতি ও চরিত্রাদি বোধ হইবে। ইহা দ্বারা নষ্ট জাতকেও লগ্ন নিরূপণ করিবে।

মেষলগ্নের ফল।

যে বালকের মেষলগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক অতি-শয় কোপন স্বভাব, বিদেশ গমনে অনুরক্ত, লুব্ধ, কৃশ, অল্পসৌখ্য, শূর ও স্খলিত বাক্য হইয়া থাকে এবং বায়ু পিত্ত রোগে সর্ব্বদা তাপিত শরীর, কার্য্যকুশল ও ভীরুস্বভাব হয়। সেই বালকের সর্ব্বদা ক্রোধিত চক্ষু, (এ স্থলে 'মেষাক্ষ' এই পাঠ আছে) ধর্ম্মরত, চপল, অল্প-মেধা সম্পন্ন, পরার্থ বিনষ্ট কর, ভোক্তা কুৎসিত নখবিশিষ্ট, ভ্রাতৃবিহীন ও পিতৃভক্ত, শীঘ্রগতি সুশীল বিবিধার্থ সংযুক্ত ও মন্দ সন্তান হইবে। এবং সে সংকুল জাতা সুশীলা স্বজনহিতকারিণী বিগতাঙ্গী পত্নী লাভ করিবে। এবং নীচকর্ম্মে অভ্যুদয়, বন্ধুহীন, ধর্ম্ম ও অর্থবৃদ্ধি কর হইবে।

বৃষলগ্নের ফল।

যদি বৃষরাশি কোন বালকের জন্ম লগ্ন হয়, তবে সেই বালক অতিশয় শূর, ক্লেশসহনশীল, সুখী, শত্রুহন্তা,

বাল্যকাল হইতে সঞ্চয়সংযুক্ত ও তাহার নাসিকা ওষ্ঠ গণ্ড ও ললাট অতিশয় স্থূল হয় এবং সে উদ্যতকর্ম্মে কুশল, দাতা, বিবিধ ব্যয়ী, উগ্র স্বভাব, পিতা ও মাতার রোষকর, কুমারীর পিতা, আত্মীয় বিমর্দ্দন পরায়ণ, সর্ব্বদা অধর্ম্ম নিবৃত্ত, বনপ্রিয় (শ্রীকর মিশ্র কৃত জ্যোতিঃসারে 'রণপ্রিয়' এই পাঠ আছে) অতিশয় চপল, ভোজন পান নিস্পৃহ ও মাল্যাম্বর ভূষণে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে।

মিথুনলগ্নের ফল।

যে বালকের মিথুনলগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক সর্ব্বদা আত্মপ্রিয়ার আদর ও তুষ্টি সাধনে রত ও প্রাচীনের অনুগত থাকে, সকলের পূজ্যতম, মধুরভাষী, স্বীয় পিতা মাতার নিকট বিনয়ী, মধুর হাস্যযুক্ত উচ্চ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, গান্ধর্ব্ব বিদ্যা সংগীত শিল্প বেদ ও শাস্ত্রার্থবেত্তা, সুন্দর ভূষণ প্রিয়, অহঙ্কার বশ্য, সাধুগণের আদি, অনিষ্টযুত, শঠ ও অসহিষ্ণু, অল্পবন্ধু, হীনাধিক শরীরযুক্ত, পাপময়, বিনীত, চক্ষুযুগল গোল হইয়া থাকে।

কর্কটলগ্নের ফল।

যদি কর্কট লগ্নে জন্ম হয়, তবে সেই বালক ভীরু-স্বভাব, প্রাজ্ঞ, মেধাযুক্ত, অধৈর্য্য হয় ও এক স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে না। সর্ব্বদা গুহ্যরোগে পীড়িত, রিপু ঘাতক, কামী, কুটিলান্তঃকরণ, দেব দ্বিজ সেবা পরায়ণ, দাতা, অনেক কফযুক্ত দেহ, আত্মগুণে সন্তুষ্ট, বন্ধুহীন, অনেক আত্মজ বিশিষ্ট, দুষ্ট, নিন্দিত কুটুম্ব, অল্পপ্রসূত, বহুবাক্, কুৎসিত যুবতীর স্বামী, পরান্নভোগী, পরদেশগামী, বীর, সাহসকর্ম্মা, মহাধনবান, স্ত্রীভূষণ ও বস্ত্র ভোগ যুক্ত হইবে।

সিংহলগ্নের ফল।

যদি কোন বালক সিংহলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই বালক মাংসপ্রিয়, ধন ধর্ম্মযুক্ত, কুটুম্বকার্য্যরত, ভূপতি লব্ধ ধনমান, সিংহ তুল্য মুখ বিশিষ্ট, স্থিতিমান্, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, অল্পভাষী, নির্লজ্জ, লোভী, পরদাররত, ক্রোধী (এ স্থলে 'বুভুক্ষাবান্' এই পাঠ আছে) পর্ব্বত বনানুসরণ-প্রিয়, সুবোধ (এই স্থলে 'সরোষণো' এই পাঠ দৃষ্ট হয়) দৃঢ় সুহৃৎ সম্পন্ন, আমোদী, দুঃখসহনশীল, হতশত্রু, খ্যাতাপন্ন, প্রণত সাধু, কৃষ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা ধনবান্, নানা ব্যাপাররত, অধিকব্যয়শীল, বেশ্যা ও নটীপ্রিয় হইবে এবং তাহার ভার্য্যাও রোগযুতা থাকিবে।

কন্যালগ্নের ফল।

যে বালকের কন্যা লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক মাধুর্য্যযুক্ত দেহ, শিক্ষা গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা ও শিল্পকার্য্যপটু, লোভী, কর্ণকথাভাষী, প্রণয়ী, দারোপচারযুক্ত, কন্যাবিলাস-স্বভাব, স্থিতি দাক্ষিণ্যবিশিষ্ট, দয়াবান্, ভোক্তা, দেশভ্রমণরত, স্ত্রীপ্রকৃতি, বিনয়বান্, বিভবসম্পন্ন, মণ্ডলবান্, সৌভাগ্যশালী, অল্পমিথ্যাব্যবহারী হয় এবং সুগঠন, পবিত্র, সরলধার্ম্মিক, গুণাকর, পাপী ও অনার্য্যবৃত্ত সম্পন্ন সহোদর সংত্যক্ত, অতি বিরুদ্ধ, কন্যাপ্রজ, বায়ুরোগাক্রান্ত ও কফবিহীন হইয়া থাকে।

তুলালগ্নের ফল।

এই সপ্তম তুলালগ্নে যে বালকের জন্ম হয়, সেই বালক বিষমাঙ্গসংযুক্ত, শীলতাহীন, চপল, উত্তমকৃশ, সঞ্চিতার্থ নাশক, দেশান্তরবিহারী, বিবাদপ্রিয়, দীর্ঘমুখ ও দীর্ঘ শরীর বিশিষ্ট, অতিশয় ধর্ম্মবেত্তা, বহুদুঃখভাগী, উত্তমমেধা সম্পন্ন, দীর্ঘ হস্ত দীর্ঘ পর্ব্ব দীর্ঘ চক্ষু ও দীর্ঘকর্ণ-বিশিষ্ট, দেব দ্বিজ অতিথিরত, কার্য্যপটু, ক্রিয়াবান্, গুরুভক্ত পিতা ও সন্তানের পূজ্য, পণ্ডিতাগ্রণী, মৃদুশত্রু, ভ্রাতৃপ্রিয়, সত্য হীন, পবিত্র, পাপাচারী, উত্তম বন্ধুযুক্ত, পরার্থের কুৎসিত বেত্তা, ধর্ম্মব্যবসায়ী, নীচ প্রকৃতি, কফ ও বায়ু ধাতু হইবে।

বৃশ্চিকলগ্নের ফল।

যে বালকের বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক অতিশয় স্থূল ও দীর্ঘদেহ সম্পন্ন, শূর, ব্যয়ভাক্, কুটিলান্তঃকরণ, পিতা মাতার অনিষ্টকর, গম্ভীর স্বভাব, পিঙ্গলবর্ণ

উচ্চ চক্ষু, সুন্দর, হ্রস্বনিম্নজঠর, মধ্যভাগনিম্ননাসা, স্থির প্রকৃতি, উগ্র স্বভাব, বিশ্বাসী, হাস্য ও ব্যবসায়বেত্তা, সাহসী, কুটুম্ব সম্পন্ন, গুরু সুহৃদের দ্রোহরত, পরস্ত্রী আকর্ষণে অভিমত দাতা, দুঃখী, লাবণ্যবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণ, রাজসেবী, শত্রু পরিতাপী, পরার্থ দাতা, নীচপ্রকৃতি, স্বীয় যুবতির ধর্ম্ম প্রতিবংসন ও পিত্তরোগী হইয়া থাকে।

ধনুলগ্নের ফল।

যদি ধনুলগ্নে বালকের জন্ম হয়, তবে সেই বালক স্থূল বদন, দীর্ঘ ও অতিশয় স্থূল মস্তক বিশিষ্ট, প্রণত-দিগের প্রিয়কর, ধৃতিমান্, সত্ত্ব সমন্বিত, সুতনয়যুক্ত, খর্ব্ব নাসিকা, হ্রস্ব ওষ্ঠ, কুনখী, লজ্জাশীল, বিজ্ঞান শাস্ত্রনিপুণ উরু ও জঠর অতিশয় গুরু, প্রত্যগ্রমতি, কোপন, বলবান্‌দিগের অমর্ষপর, কুলপ্রধান, অরাতিশূন্য, সংগ্রামে দৌত্য কর্ম্মকর, অতি শ্রেষ্ঠ, বন্ধুহীন, চপল, শিল্পাদি কর্ম্মে নিযুক্ত, বন্ধুবর্গের শুভদাতা, আত্মবংশবিনাশক, রাজলব্ধ ধন, স্বধর্ম্ম নিরত থাকে এবং সর্ব্বদা চক্ষু ও মুখ রোগযুক্তা পত্নী লাভ করে।

মকরলগ্নের ফল।

যে বালকের মকর লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক কৃশ গাত্র, বক্র, ভীরু-স্বভাব, বাতব্যাধিপীড়িত, ক্ষুদ্র প্রকৃতি, প্রশস্ত নয়ন, বিস্তীর্ণ হস্ত পদযুক্ত, নাসাগ্রস্থূল ও দীর্ঘ, বায়ু প্রকৃতি, আচার গুণ বিহীন, তৃষ্ণার্ত্ত, বামাভিরামগতি সম্পন্ন (এ স্থলে 'ত্বরাগতিঃ স্যাৎ' এই পাঠ আছে) গিরি বন বিচরণশীল, শূর, বেদশাস্ত্র শিল্প আগম ও বাদ্য-বেত্তা, ক্ষুদ্রবলবিশিষ্ট, স্বীয় কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণের ভূষণ, বন্ধু-শঠ, কমনীয়, কুৎসিতদার ও কুৎসিত চরিত্র, নিন্দুক, ধন-ভাক্, ধর্ম্মরত, রাজসেবী, অল্পদানশক্তি, সুখী ও সৌভাগ্য-বান্ হইবে।

কুম্ভলগ্নের ফল।

যদি কোন বালক কুম্ভলগ্নে জন্মগ্রহণ করে, সেই বালক নীচকর্ম্মকারী, কুলাধম, মূর্খ, প্রফুল্ল নাসিকা ওষ্ঠ নীচপ্রকৃতি, খর্ব্ব, অলসস্বভাব, বৈরপ্রিয়, দুষ্ট, নিন্দাবান্, দ্যূতপ্রিয়, বন্ধুকর্ত্তৃক উপকৃত, ক্ষুদ্র, নীচদাসীপ্রিয়, ক্ষমাশীল, লব্ধ ধনবান্, খল, ধূর্ত্ত, দরিদ্র, বিনষ্ট বন্ধু, লোকবহিষ্কৃত, শত্রুর অসম্মত, নষ্ট সম্বন্ধ, গৌরবান্বিত ও বিনীত হয়।

সত্যাচার্য্য জন্ম বিষয়ে কুম্ভলগ্নকে কখন প্রশস্ত বলেন না এবং যবনাচার্য্যও কুম্ভ লগ্ন ও তাহার ষড়্‌বর্গকেও নিন্দা করেন কিন্তু চাণক্য কুম্ভ লগ্নের বর্গকে নিন্দা না করিয়া কেবল মাত্র কুম্ভ লগ্নেরই নিন্দা করিয়া থাকেন।

মীনলগ্নের ফল।

যে বালকের মীনলগ্নে জন্ম হয়, সেই বালকের নাসিকা ওষ্ঠপুট ও বক্ষস্থল প্রফুল্ল হয় এবং সে বিজ্ঞান কাব্য শাস্ত্রে বুদ্ধিমান্, বিখ্যাত, মদনাতুর, লব্ধকীর্ত্তি, আমিষলোভী, বিস্তারিত বদন, লম্ব দন্ত ওষ্ঠ, পূজ্য, বিশ্বাসী, ছাগ মেষাদি সম্পন্ন, শৌচাচারযুক্ত, বেদবিশিষ্ট, সুন্দর, বিনীত, কন্যাপ্রজ, মেধা ধৃতিসত্ত্বযুক্ত, গন্ধর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন, স্ত্রীরতিজ্ঞ হইয়া থাকে।

যদি রাশি বলবান্ হয় তবে জাতবালক বহুশিল্পজ্ঞ উদারস্বভাব, সৎসঙ্গী, ভ্রাতৃধন ক্রোধী হয়। এবং রাশি-পতি বলবান্ থাকিলেও এইরূপ ফল হইয়া থাকে।

ইতি সারাবলী মতে লগ্নগুণ সমাপ্ত।

অথ মেষাদি দ্বাদশ লগ্নজাত ফলং
শ্রীনাথভট্টকৃত কোষ্ঠীপ্রদীপে।

প্রচণ্ডকোপঃ কৃপণোঽতিলুব্ধো
বিদেশযাত্রান্বিতলোকপূজ্যঃ।
ভৃত্যোঽনৃশংসঃ স্খলিতপ্রতিজ্ঞো
বিত্তান্বিতো মেষবিলগ্নজাতঃ॥
শূরঃ সুখী ক্লেশসহোঽরিহন্তা
কৃতী গৃহী সঞ্চয়বিত্তযুক্তঃ।
সুদীর্ঘজীবী স্থিরমিত্রসম্পৎ
সুপুষ্পমূর্ত্তির্বৃষলগ্নজাতঃ॥

মৃদুর্বিনীতঃ প্রিয়মঞ্জুহাসী
বিমাতৃকো গীতমনা বদান্যঃ।
সমস্তপূজ্যো নরদেবমন্ত্রী
সুখান্বিতো যুগ্মনরপ্রজাতঃ॥
মেধান্বিতঃ ক্ষিপ্রগতিঃ সুকর্ম্মা
সুগুপ্তবিদ্যা ধনভোগসম্পৎ।
বিপক্ষহন্তা তুরগপ্রতীক-
স্ত্রৈণেয়কঃ কর্কিবিলগ্নজাতঃ॥
ভার্য্যাসুতার্থোজ্ঝিত পামরাধী-
র্নরেশমানী প্রশসম্ভবিত্তঃ।
ধর্ম্মচ্যুতো মাংসরুচিঃ কদর্য্যঃ
স্বল্পেক্ষণঃ সিংহগৃহে প্রসূতঃ॥
গন্ধর্ব্ববিদ্যানিপুণোঽতিদক্ষো
যথার্থভাষী বহুকাব্যবেত্তা।
ভোক্তাতিদাতা সুতবিত্তযুক্তো
ধীরঃ সুশীলো যুবতিপ্রযাতঃ॥
সুতার্থদেহানুগতঃ কদর্য্যো-
বিলোলুপঃ শীলবিবর্জ্জিতশ্চ।
ক্রূরোঽসমাঙ্গঃ সুতবিত্তহীনো
মেধান্বিতস্তৌলিবিলগ্নজাতঃ॥
দীনোঽতিজীর্ণঃ পৃথুনত্রগাত্রঃ
পরান্নভোজী সুখবর্জ্জিতশ্চ।
শূরোঽসহিষ্ণুঃ সুতবিত্তপূর্ণঃ
কুচেলধারী শুভকীট জন্মা॥
চাপোদ্ভবঃ সর্ব্বগুণাকরঃ স্যাৎ
সমস্তবিদ্যানিপুণোঽতিদাতা।
নরেশপূজ্যঃ সকলার্থযুক্তঃ
পরোপকারী সুতনুঃ সুশীলঃ॥
দক্ষোঽতিধৈর্য্যঃ প্রণতোপকারী
স্বেচ্ছাবিহারী মুখরো বদান্যঃ।
সুপুষ্টদন্তৌষ্ঠমুখোঽতিগর্ব্বী
বিশুদ্ধচেতা মকরোদ্ভবঃ স্যাৎ॥
কুম্ভোদ্ভবো মূর্খতরঃ কুকর্ম্মা
কুলাধমঃ ক্রূরতমোঽলসাত্মা।
শূচ্যগ্রঘোণো মলিনো বিবেকী
নীচান্বিতো নীচগতিঃ কদর্য্যঃ॥
বিজ্ঞানবুদ্ধিঃ স্ফুটনাসিকাক্ষো
ধন্যঃ স্বকান্তোদ্ভবরৃত্তিযুক্তঃ।
কন্দর্পবিদ্যানিপুণোঽতিধীরো
ভোগান্বিতো মীনবিলগ্নজাতঃ॥
নরশ্চিরায়ুর্নৃপপূজিতঃ সুখী লগ্নং
ভবেৎ সৌম্যগৃহং যদা কচিৎ।
লগ্নে গৃহস্বামিনিরীক্ষিতে ধনী
কুশাগ্রবুদ্ধিঃ কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥

ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপে দ্বাদশলগ্নজাতফলং।

লগ্ন ফল নিরূপণ।

মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের কোন্ কোন্ লগ্নে জন্ম হইলে কি প্রকার ফলাফল হয় তাহা শ্রীনাথ ভট্ট কৃত কোষ্ঠী-প্রদীপে যেরূপ উক্ত আছে অধুনা তাহাই লিখিত হই-তেছে।

মেষলগ্নের ফল।

যে বালকের মেষলগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক তীব্র কোপ বিশিষ্ট, কৃপণ, অতিশয় লুব্ধ, লোকের পূজ্য, সর্ব্বদা বিদেশ যাত্রাযুক্ত এবং ভৃত্যকার্য্যকর, অনৃশংস স্খলিত প্রতিজ্ঞ ও ধনযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃষলগ্নের ফল।

যে বালকের বৃষ লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক শূর, ক্লেশসহন শীল, সুখী, শত্রুঘাতক, কৃতকর্ম্মা, গৃহবাসী, সঞ্চিত ধনসংযুক্ত, সুদীর্ঘ জীবী, স্থির বন্ধু ও সুমধুর মূর্ত্তি-ধর হয়।

মিথুনলগ্নের ফল।

যদি কোন শিশুর জন্ম লগ্ন মিথুন হয়, তবে সেই শিশু বিনীত, মৃদু স্বভাব সম্পন্ন, মনোহর, প্রিয় হাস্যযুক্ত, সংগীত মনা, বদান্য ও বিমাতৃ পালিত, সর্ব্বত্র আদরণীয়, রাজমন্ত্রী ও সুখান্বিত হইবে।

কর্কটলগ্নের ফল।

যে বালকের কর্কট লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক অতিশয় মেধাবী, শীঘ্রগতি সম্পন্ন, সৎকর্ম্মান্বিত ও গুপ্ত বিদ্যা সম্পন্ন, ধনভোগী ও সম্পদ যুক্ত, সর্ব্বদা বিপক্ষঘাতী, তুরগ সদৃশ দৃঢ়কায় ও স্ত্রৈণের হইয়া থাকে।

সিংহলগ্নের ফল।

যে বালক সিংহ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বালক ভার্য্যা পুত্র ও ধনত্যাগী, নীচ বুদ্ধি সম্পন্ন ও আপনাকে প্রভুজ্ঞান করে এবং স্বধর্ম্মচ্যুত, মাংসপ্রিয়, সন্তববিত্ত, কদর্য্য ও অল্পদৃষ্টি হইবে।

কন্যালগ্নের ফল।

যে বালকের জন্মলগ্ন কন্যা, সেই বালক গন্ধর্ব্ববিদ্যায় পটু, অতিশয় কার্য্যকুশল, যথার্থ ভাষী ও বহুতর কাব্য শাস্ত্র বেত্তা, দাতা, ভোক্তা, সুশীল ও ধীর প্রকৃতি এবং ধন পুত্র সংযুক্ত হয়।

তুলালগ্নের ফল।

তুলালগ্নে জন্ম হইলে সেই বালকের গঠন অতিশয় কদর্য্য হয় আর সেই বালক সর্ব্বদা লোলুপ ও শীলতা হীন, ক্রূর ও ধন পুত্র বিহীন থাকে এবং তাহার শরীর সমভাবে সম্পন্ন ও মেধাবী হইবে।

বৃশ্চিকলগ্নের ফল।

যদি কোন বালকের বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হয়, তবে সেই বালকের জীর্ণ ও পৃথু নম্র দেহ হইবে এবং সেই শিশু দীন, পরান্নভোজী সুখবর্জ্জিত ও শূর, অসহিষ্ণু এবং পুত্র বিত্ত সম্পন্ন ও কুৎসিত বস্ত্র-পরিধায়ী থাকিবে।

ধনুলগ্নের ফল।

যদি ধনু লগ্নে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করে, তবে সেই বালক সমস্ত গুণের আকর, সমস্ত বিদ্যা নিপুণ অতিশয় দাতা ও রাজপূজ্য, সকলার্থ সংযুক্ত, পরোপকারী ও সুশীল এবং অতিশয় সুন্দর গঠন হইবে।

মকরলগ্নের ফল।

যে বালকের মকর লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক সমুদায় কর্ম্মে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্য্যশীল, প্রণত উপকারী এবং আপন ইচ্ছানুসারে বিহার কর্ত্তা, অতিশয় মুখর ও দাতা অহঙ্কারী ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়। এবং তাহার দন্ত ওষ্ঠ ও মুখ অতিশয় পুষ্ট থাকে।

কুম্ভলগ্নের ফল।

যদি কোন বালক কুম্ভলগ্নে জন্ম গ্রহণ করে, তবে সেই বালক মূর্খতর, কুকর্ম্মকারী, ক্রূরতম, অলস শরীর সম্পন্ন, শূচ্যগ্রের ন্যায় নাসিকা বিশিষ্ট, মলিন, বিবেকী, নীচ সংযুক্ত, নীচগতি ও কদর্য্য হইয়া থাকে।

মীনলগ্নের ফল।

যে বালকের মীন লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক বিজ্ঞান বেত্তা, বুদ্ধি সম্পন্ন, মনোহর বৃত্তিযুক্ত, প্রশস্ত নাসিকা ও প্রশস্ত চক্ষু বিশিষ্ট, কন্দর্প বিদ্যাপটু, অতিশয় ধীর ও ভোগযুক্ত হইবে।

গ্রন্থকার মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের ফল প্রকাশ করিয়া একণে শুভ লগ্নের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

যথা—যদি কখন শুভ গ্রহের লগ্নে কোন বালকের জন্ম হয়, তবে সেই বালক দীর্ঘজীবী, রাজমান্য ও সুখী হইয়া থাকে।

যদি জন্ম লগ্ন স্বীয় অধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে বালক ধনবান, কুশাগ্র সদৃশ বুদ্ধি সম্পন্ন ও আত্মকুল ও কীর্ত্তি বর্দ্ধক হইবে।

ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপে দ্বাদশ লগ্ন ফল ॥

অথ ক্ষেত্রফলং কোষ্ঠীপ্রদীপে।

দক্ষস্ত্যাগী শুচিঃ শূরো মেধাবী গুণমন্মথঃ।
নানাশাস্ত্রৈঃ সমাযুক্তো রবিক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥ রবেঃ
নানাবিভবসৌখ্যানি যানছত্রমনুত্তমং।
বান্ধবৈর্ব্বেষ্টিতো নিত্যং চন্দ্রক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥
চন্দ্রস্য।
ভৌমক্ষেত্রে নরো জাতঃ ক্রোধনো মন্দচেষ্টকঃ।
মিথ্যাবাদী প্রবাদী চ স ভবেদ্ভূমিমণ্ডলঃ ॥ কুজস্য।
নিত্যোৎসাহী হৃষ্টপুষ্টো গুণবান্ বলদর্পকঃ।
দাতা ভোক্তা ভবেদ্ধীরো বুধক্ষেত্রে ভবেন্নরঃ ॥ বুধস্য
বাগ্মী খ্যাতো জনানন্দী ধনবাংশ্চ মহাগুণী।
লক্ষ্মীপ্রমুদিতো নিত্যং গুরুক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥
বৃহস্পতেঃ।
বরস্ত্রীবিভবঃ শূরঃ সেব্যতে চ সদা বুধৈঃ।
নৃপপাত্রং ভবেদ্ধীরো যো জাতো ভৃগুক্ষেত্রকে ॥
শুক্রস্য।
খড়্গপ্রতাপরুচিরঃ ক্রূরকর্ম্মা মদোদ্ধতঃ।
কুটিলঃ কুনখী চ স্যাচ্ছনীক্ষেত্রে প্রজায়তে ॥ শনেঃ।

অন্যচ্চ। জ্যোতিষে।

তীক্ষ্ণঃ পাপরতো নিত্যং প্রকামী চপলস্তথা।
তস্করো ধূর্ত্তরূপশ্চ সূর্য্যক্ষেত্রে ভবেন্নরঃ ॥ রবেঃ।
শান্তো বিনোদী বহুপোষকশ্চ
শাস্ত্রার্থবিৎ সর্ব্বজনপ্রিয়শ্চ।
দাতা ভবেৎ সর্ব্বজনানুরক্ত-
শ্চন্দ্রস্য ক্ষেত্রেঽপি নরঃ সদৈব ॥ চন্দ্রস্য।
কলুষাত্মা চ শক্রশ্চ কোপাঢ্যো বহুভাষণঃ।
ভূমিজীবী প্রসন্নঃ স্যাদ্ভৌমক্ষেত্রে ভবেন্নরঃ ॥ কুজস্য
গৌরাঙ্গো মতিমান্ ভোক্তা বিনোদী ভাগ্যভাজনঃ।
চতুরো হাস্যযুক্তশ্চ বুধক্ষেত্রে চ জায়তে ॥ বুধস্য।
সুতনুঃ সুভগো ধীরো দেবকার্য্যেষু তৎপরঃ।
নানাশাস্ত্রবিনোদী চ গুরুক্ষেত্রে ভবেন্নরঃ ॥ বৃহস্পতেঃ
বাণিজ্যকুশলো ধীরো বিষয়ী প্রিয়দর্শনঃ।
নৃত্যগীতানুরক্তশ্চ ভৃগুক্ষেত্রে ভবেন্নরঃ ॥ শুক্রস্য।
রুক্ষাঙ্গো বিরূপঃ ক্রোধী পরদেশে সুখান্বিতঃ।
গুহ্যরোগী সুবক্তা চ শনিক্ষেত্রে সদা শুচিঃ ॥

কোষ্ঠীপ্রদীপোক্ত ক্ষেত্রফল।

মেষাদি দ্বাদশরাশি, রব্যাদি শনিপর্য্যন্ত সাতগ্রহের ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ আছে। সেই রব্যাদি সাত গ্রহের কোন্ গ্রহের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে কি রূপ ফল হয় তাহা কথিত হইতেছে।

রবির ক্ষেত্রফল।

যদি কোন বালকের রবির ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে সেই বালক কর্ম্মকুশল, ত্যাগশীল, পবিত্র, শূর, মেধাবী, মন্মথ-সদৃশ গুণসম্পন্ন এবং নানা শাস্ত্র সমাযুক্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রের ক্ষেত্রফল।

যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে সেই বালক নানা-বিধ বিভব সুখসম্পন্ন, অত্যুত্তম যান ও ছত্রব্যবহারী ও নিয়ত বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত থাকে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রফল।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে, সেই বালক ক্রোধী, মন্দ-চেষ্টাকারী, মিথ্যাবাদী, অখ্যাতিদাতা ও ভূম্যধিকারী হইবে।

বুধের ক্ষেত্রফল।

যদি বুধের ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে সেই বালক সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত, হৃষ্টপুষ্ট, গুণবান্, বলদর্পকারী, দাতা, ভোক্তা, ও ধীর প্রকৃতি হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রফল।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে, সেই বালক বাক্পটু, লোকানন্দকর, ধনবান্, মহৎ গুণসম্পন্ন এবং নিত্য লক্ষ্মী প্রমুদিত হইবে।

শুক্রের ক্ষেত্রফল।

যদি শুক্রের ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে সেই বালক উত্তম-

স্ত্রী ও বিভব সম্পন্ন, শূর, রাজমন্ত্রী, ধীর, সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকে।

শনির ক্ষেত্রফল।

যদি কোন বালকের শনির ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে সেই বালক গণ্ডারের ন্যায় মহা প্রতাপশালী, মনোজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা অহঙ্কারান্বিত, কুটিল ও কুনখী হয়।

অন্য প্রকার জ্যোতিষে।

রবির ক্ষেত্রফল।

কোন বালকের রবির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে, সেই বালক কোপনস্বভাব, নিয়ত পাপরত, অতিশয় কামী, চপল, ধূর্ত্ত এবং তস্কর হয়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রফল।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে শান্ত প্রকৃতি, বিনোদী, বহু-ব্যক্তির পোষণকর্ত্তা শাস্ত্রার্থ বেত্তা, সর্ব্বজনপ্রিয়, দাতা ও সর্ব্বজনানুরাগী হইবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রফল।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে পাপাত্মা, শত্রুবিশিষ্ট, কোপ-যুক্ত, বহুভাষী, প্রশান্তাত্মা ও ভূমিজীবী হইয়া থাকে।

বুধের ক্ষেত্রফল।

যদি বুধের ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে গৌরবর্ণ দেহ, বুদ্ধিমান্, ভোক্তা, আমোদী, ভাগ্যভাজন, চতুর ও হাস্যযুক্ত হইবে।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রফল।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে উত্তম শরীর, সৌভাগ্য বিশিষ্ট, ধীর প্রকৃতি, দেবকার্য্য তৎপর এবং নানাবিধ শাস্ত্রার্থ বিনোদী হইবে।

শুক্রের ক্ষেত্রফল।

যদি শুক্রের ক্ষেত্রে জন্ম হয়, তবে বাণিজ্যকুশল, ধীর বিষয়ী, প্রিয়দর্শন ও নৃত্যগীতানুরক্ত হইয়া থাকে।

শনির ক্ষেত্রফল।

শনির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে, বৃষের ন্যায় দৃঢ় শরীর সম্পন্ন, সৌন্দর্য্যহীন, ক্রোধী, বিদেশে সুখযুক্ত, সুবক্তা ও গুহ্য রোগী হয়।

অথ হোরাফলং সারাবল্যাং।

রক্তোৎকটদৃক্ শূরো ধনবান্
শুক্লবাসিকোগ্রদাররতঃ।
পীনোন্নতঃ প্রচণ্ডস্তস্করনাথঃ
ক্রিয়াদিহোরায়াং॥

চৌরঃ প্রমদাবহুলঃ খরাশ্বপাদাঙ্গুলির্দ্বিতীয়ায়াং।
স্নিগ্ধমিতাক্ষশ্চতুরঃ পৃথুপীনতনুঃ সুমেধাশ্চ॥
ইতি মেষস্য।

প্যানো বিশালচক্ষুর্ললাটবক্ষাঃ প্রগল্ভরতিবশ্যঃ।
স্থূলাস্থিতনু বৃষভপ্রথমার্দ্ধে স্যাদ্বপুষ্মাংশ্চ॥
পৃথ্বায়তপীনতনুরুদারসত্বং স্বমনুজং জনয়েৎ।
কান্তকটিং বৃষভস্য হোরা দ্বিতীয়া চ॥
ইতি বৃষস্য।

মধ্বায়তাক্ষমধ্যতনুঃ সুমূর্ত্তির্মৃদুশিরোরুহাঙ্ঘ্রিশ্চ।
মিথুনাদ্যর্দ্ধে শূরঃ সুরতেপ্সুঃ স্যাদ্ধনী প্রাজ্ঞঃ॥
মধুরায়তাক্ষঃ কামী শূরো মৃদুবস্তুরতো বচস্বী চ।
লম্বৌষ্ঠদন্তদেহো ভবেন্মিথুনদ্বিতীয়হোরায়াং॥
ইতি মিথুনস্য।

উন্নতমূর্ত্তিঃ সুশিরাঃ প্রসন্নসত্বঃ সুবচাশ্চলাঙ্গশ্চ শঠঃ।
শ্যামতনুঃ কৃতঘ্নো ভগ্নাগ্রদঃ কুলীরহোরায়াং॥
দ্যূতরতাধ্বনিরতঃ পৃথুবক্ষাঃ সৎপ্রমাণসংবদ্ধঃ।
কঠিনশরীরঃ ক্রোধী জায়েত নরো দ্বিতীয়ায়াং॥
ইতি কর্কটস্য।

রক্তান্তদৃক্ প্রগল্ভো গুরুরায়তদৃষ্টিদেহ ইনভাদ্যে।
জিহ্মস্বভাব মুখভাগস্থে স্থিরসত্বকর্ম্মা চ॥
স্ত্রীমিষ্টপানভোজনবস্ত্রেপ্সুর্ব্বহুচেষ্টঃ কঠিনাঙ্গঃ।
দাতাধ্বরতোঽল্পসুতো ভোগী স্থিরসৌহৃদো-
ঽস্ত্যেঽর্দ্ধে॥ ইতি সিংহস্য।

সুকুমারমূর্ত্তিঃ কান্তঃ সুবাক্যগীতাঙ্গনারতির্মধুরদৃক্
গান্ধর্ব্ববিদ্বিনীতঃ সুভগঃ পূর্ব্বার্দ্ধজে ষষ্ঠে॥

ভ্রুস্বোঽটনঃ শ্রুতার্থঃ স্থূলশিরাঃ সম্মতো বিষাদী চ।
সেবালেখ্যলিপিজ্ঞঃ ক্ষয়বৃদ্ধিযুতঃ সুখী দ্বিতীয়ার্দ্ধে ॥
ইতি কন্যায়াঃ।

বৃত্তানন উচ্চনসশ্চারুসিতান্বিতনয়নবিলাসঃ স্যাৎ।
পীনায়তাস্থি সারো ধনবান্ স্বজনপ্রিয়স্তুলাদ্যর্দ্ধে ॥
বহ্বন্নভাক্ স্থিরার্থঃ শ্যামঃ কুঞ্চিৎ শিরোরুহঃ শঠঃ।
বৃত্তাক্ষস্ত্বপরার্দ্ধে স্বসন্ধিভিন্নাগ্রপাদশ্চ ॥ইতি তুলায়াঃ।
রক্তান্তপিঙ্গলদৃষ্টিঃ সাহসকর্ম্মান্বিতো রণে শূরঃ।
দুষ্টস্বভাব রামাপ্রিয়োঽথবা বৃশ্চিকাদ্যার্দ্ধে ॥
বিস্তীর্ণোপচিতায়তপীনাঙ্গাঃ ক্ষ্মাধিপোপসেবী স্যাৎ।
বহুলমিত্রসমেতোঽস্ফুটিতাক্ষো বৃশ্চিকাপরভাগে ॥
ইতি বৃশ্চিকস্য।

দারিতপৃষ্ঠঃ সুবক্ষাঃ করিকুঞ্চিতনেত্রপীনগণ্ডঃ স্যাৎ।
বাল্যে ত্যক্তার্থ গুরুশ্চাপাদ্যার্দ্ধে স্যাত্তপস্বী চ ॥
পদ্মাক্ষো দীর্ঘবাহুঃ সদ্বহুশাস্ত্রার্থবিৎ সুমূর্ত্তিঃ স্যাৎ।
বাক্সুভগো ধর্ম্মধনী ত্বপর নৃভৃতো যশস্বী চ ॥
ইতি ধনুষঃ।

শ্যামো মৃগাক্ষো ধন্যঃ স্ত্রীবিজিতঃ
সৌম্যমূর্ত্তিঃ শঠো আঢ্যঃ।
মিষ্টাশনঃ সুবেশো মৃগাদ্যভাগে তদুচ্চঘোণঃ স্যাৎ।
রক্তান্তদৃষ্টিরলসো গুরুর্দীর্ঘাঙ্গোঽপরে ভবতি মূর্খঃ।
শ্যামো রোমচিতাঙ্গঃ সাহসিকো রৌদ্রকর্ম্মা চ ॥
ইতি মকরস্য।

স্ত্রীমিত্রভাগলসতৃষ্ণ হ্রস্বোঽল্পশ্রুতঃ সদগুণঃ শূরঃ।
তাম্রপ্রকাশবর্ণঃ পাপমতিঃ প্রথমকুম্ভার্দ্ধে ॥
আতাম্রদারিতাক্ষঃ কৃশাসিতাঙ্গমূর্ত্তিরলসঃ স্যাৎ।
বৈকৃতিকঃ স বিষাদী কৃপণঃ কুম্ভাপরেষু শঠঃ ॥
ইতি কুম্ভস্য।

ভ্রূস্বঃ পৃথুচারুতনুর্মহাললাটো বৃহবদনবক্ষাঃ।
স্ত্রীনির্জ্জিতো মীনে প্রথমে সুযশাঃ ক্রিয়াপটঃ শূরঃ ॥

দাতা সুভুঙ্গনসো নিপুণো মেধান্বিতঃ সুনেত্রঃ।
নৃপদয়িতঃ স্ত্রীসুভগশ্চারুর্মীনাপরে সুবাক্যঃ স্যাৎ ॥
ইতি মীনস্য।

চন্দ্রার্কয়োরেকতরে বলস্থে
হোরাপতৌ পশ্যতি কেন্দ্রগে বা।
হোরা যথোদ্দিষ্টফলপ্রদা স্যা-
দগর্ভস্থিতানাঞ্চ সমুদ্ভবেষু ॥
ইতি সারাবল্যাং হোরাগুণচিন্তাকথনং ॥

অথ হোরাফলং কোষ্ঠীপ্রদীপে।

হোরায়াং সবিতুঃ কুকর্ম্মনিরতো ধূর্ত্তো বিরূপঃ খলঃ
পাপাত্মা মলিনঃ সুতার্থরহিতঃ ক্রূরো গুণৈর্ব্বর্জ্জিতঃ।
প্রেষ্যঃ শীঘ্রগতির্গভীরহৃদয়ঃ কামী পরস্ত্রীরতো
দেবব্রাহ্মণনিন্দকোঽতিমুখরঃ স স্যাদসূয়ী নরঃ।
ইতি রবেঃ।

শান্তঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ স্থিরমতির্নিত্যং সুহৃৎপূজিতো
নানারত্নবরাঙ্গনাত্মজধনৈর্যুক্তঃ সুবেশঃ শুচিঃ।
ত্যাগী দেবগুরুদ্বিজার্চ্চনরতঃ পাত্রং ধরিত্রীপতে-
র্হোরায়াং রজনীকরস্য সুতনুর্ভৃত্যপ্রিয়ো মানবঃ ॥
ইতি চন্দ্রস্য।

সারাবলীমতে হোরাফল।

মেষাদি দ্বাদশ রাশির উদয়ের নাম লগ্ন এবং এই রাশির অর্দ্ধাংশ হোরা নামে বিখ্যাত হয়। ঐ হোরাও প্রত্যেক রাশিতে প্রথম হোরা ও দ্বিতীয় হোরা এই দুই প্রকারে নিরূপিত আছে, এক্ষণে সেই সমুদায় হোরাফল সারাবলী গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

মেষের প্রথম হোরাফল।

মেষের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, সেই বালক অতি উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট, শূর, ধনবান্, শুক্লবস্ত্র পরিধায়ী, ক্রূর স্ত্রীরত, পীনোন্নত দেহ সম্পন্ন, ক্রোধী এবং তস্কর পতি হইবে।

মেষের দ্বিতীয় হোরাফল।

মেষের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে গর্দ্দভ ও অশ্বের ন্যায় দৃঢ় পাদাঙ্গুলি সম্পন্ন, বহুল প্রমদাপ্রিয়, তস্কর, চতুর, স্নিগ্ধ চক্ষু সম্পন্ন, পৃথুপীনদেহ ও মেধাবী হয়।

বৃষের প্রথম হোরাফল।

বৃষের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, উন্নত শরীর, চক্ষু ললাট ও বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, দাম্ভিক, রতিবশ্য স্থূলশরীরাস্থি ও বপুষ্মান্ হইবে।

বৃষের দ্বিতীয় হোরাফল।

বৃষের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, স্থূলতর দীর্ঘ শরীর ও উদার প্রকৃতি ও মনোহর কটিদেশযুক্ত হইয়া থাকে।

মিথুনের প্রথম হোরাফল।

মিথুনের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, মনোহর আয়তাক্ষ, মধ্যশরীর, সুন্দর গঠন, কোমল কুন্তল, মৃদু পদ, শূর, সুরত প্রিয়, ধনী ও প্রাজ্ঞ হইবে।

মিথুনের দ্বিতীয় হোরা ফল।

মিথুনের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, মধুরায়তাক্ষ, কামী, শূর, মৃদুবস্তুরত, বচস্বী, ওষ্ঠ ও দন্ত এবং দেহ অতিশয় দীর্ঘ, হয়।

কর্কটের প্রথম হোরাফল।

কর্কটের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, উন্নতমূর্ত্তি, উত্তম মস্তক বিশিষ্ট, প্রসন্নাত্মা, সুবাক্যভাষী, চঞ্চলাঙ্গ, শঠ, শ্যামবর্ণ দেহ, কৃতঘ্ন ও দন্তাগ্র ভগ্ন হইবে।

কর্কটের দ্বিতীয় হোরাফল।

কর্কটের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, পথ পর্য্যটন ও দ্যূতক্রীড়া রত, পৃথুবক্ষঃস্থল, সৎ প্রমাণ সংবদ্ধ, কঠিন শরীর ও ক্রোধী হয়।

সিংহের প্রথম হোরাফল।

সিংহের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, রক্তান্ত চক্ষু, প্রগল্ভ, গুরু প্রকৃতি, আয়তদৃষ্টি, ক্রূর স্বভাব ও স্থিরসত্ব কর্ম্মা হইয়া থাকে।

সিংহের দ্বিতীয় হোরাফল।

সিংহের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, স্ত্রী ও মিষ্ট পান ভোজনেচ্ছু, বহু চেষ্টান্বিত, কঠিনাঙ্গ, দাতা, পথরত, অল্পসন্ততি সম্পন্ন, ভোগী ও স্থিরমিত্র হইবে।

কন্যার প্রথম হোরাফল।

কন্যার প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, সুকুমার মূর্ত্তি, কান্ত, সুবাক্য সম্পন্ন গীত ও অঙ্গনারতি বিশিষ্ট, মধুর চক্ষু, গন্ধর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, বিনয়ী ও সৌভাগ্যশালী হয়।

কন্যার দ্বিতীয় হোরাফল।

কন্যার দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, হ্রস্বশরীর, গমনশীল, শ্রুতার্থ বিশিষ্ট, স্থূলশিরা, সাধুমতাবলম্বী, বিবাদী, সেবা লেখ্য ও লিপিজ্ঞ, ক্ষয়বৃদ্ধিযুত ও সুখী হইবে।

তুলার প্রথম হোরাফল।

তুলার প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, বৃত্তানন ও উচ্চ নাসিকা সম্পন্ন, মনোহর মূর্ত্তি, শ্বেত বর্ণ, ও বিস্তৃত নয়ন, বিলাসী, পীনায়ত দেহ, দৃঢ়াস্থি বিশিষ্ট, ধনবান্, ও আত্মীয় প্রিয় হইয়া থাকে।

তুলার দ্বিতীয় হোরাফল।

তুলার দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, বহু অন্নভাক্, স্থিরার্থ সম্পন্ন, শ্যামবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, শঠ, গোলাকার চক্ষু বিশিষ্ট ও পাদাগ্র সন্ধি শূন্য হয়।

বৃশ্চিকের প্রথম হোরাফল।

বৃশ্চিকের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, রক্তান্তপিঙ্গল দৃষ্টি সম্পন্ন, সাহসিক কর্ম্মযুক্ত, যুদ্ধশূর, দুষ্ট স্বভাব ও রমণী প্রিয় হইবে।

বৃশ্চিকের দ্বিতীয় হোরাফল।

বৃশ্চিকের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন, পীনায়ত শরীর, ভূপালসেবী, অনেক মিত্রসংযুক্ত ও অস্ফুটিত চক্ষু বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ধনুর প্রথম হোরাফল।

ধনুর প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, বিদারিত পৃষ্ঠ,

মনোহর বক্ষঃস্থল, হস্তীর-ন্যায় কুঞ্চিত নেত্র, পীনগণ্ড স্থূল, শৈশবে অর্থত্যক্ত, গুরুভাবাপন্ন ও তপস্বী হয়।

ধনুর দ্বিতীয় হোরাফল।

ধনুর দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, পদ্মের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট, দীর্ঘবাহু, সাধু, অনেক শাস্ত্রার্থ বেত্তা, সুন্দরমূর্ত্তি, বাকুসুভগ, ধর্ম্মপরায়ণ, ধনবান্, মনুষ্য পোষণকর ও যশস্বী হইবে।

মকরের প্রথম হোরাফল।

মকরের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, হরিণের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট, খ্যাতাপন্ন, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমূর্ত্তি, শঠ, ধনী, মিষ্টভোজী, উচ্চ নাসিকা যুক্ত ও উত্তম বেশকর হইয়া থাকে।

মকরের দ্বিতীয় হোরাফল।

মকরের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, রক্তাক্ত দৃষ্টি সম্পন্ন, অলস, গুরুভাবযুক্ত, দীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, শ্যামবর্ণ, রোমাবৃত শরীর, সাহসী ও রৌদ্র কর্ম্মকারী হয়।

কুম্ভের প্রথম হোরাফল।

কুম্ভের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, স্ত্রী ও মিত্রের ভজনাকারী, অলস, তৃষান্বিত, মৃদুগুণাবলম্বী, অল্পশ্রুত, সদ্‌গুণভূষিত, শূর, তাম্রবর্ণ ও পাপমতি হইবে।

কুম্ভের দ্বিতীয় হোরাফল।

কুম্ভের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, তাম্রবর্ণ বিদারিত চক্ষু, কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ, অলস, কদাকার, সর্ব্বদা বিঘ্ন, কৃপণ ও শঠ হয়।

মীনের প্রথম হোরাফল।

মীনের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে, হ্রস্ব, মনোহর স্থূলতনু, বিশালললাট, বিস্তৃত মুখ ও বক্ষঃস্থল, স্ত্রীনির্জ্জিত, সুযশস্বী, ক্রিয়াপটু ও শূর হইবে।

মীনের দ্বিতীয় হোরাফল।

মীনের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে, দাতা, উত্তম উন্নত নাসিকা, কর্ম্মনিপুণ, মেধাবী, সুন্দর নয়ন, রাজপ্রিয়, স্ত্রীসুভগ, মনোহরমূর্ত্তি ও সুবাক্য সম্পন্ন হয়।

যদি রবি কিম্বা চন্দ্র বলবান্ হইয়া লগ্নাধিপতিকে অবলোকন করে, অথবা কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতবালক যথোদ্দিষ্ট হোরাফল প্রাপ্ত হইবে।

ইতি সারাবলী মতে হোরাগুণচিন্তা কথন।

সারাবলী মতে মেষাদি দ্বাদশরাশিতে চতুর্ব্বিংশতি হোরাফল কথিত হইয়াছে, কিন্তু মেষাদি দ্বাদশরাশি মধ্যে রবি ও চন্দ্র ক্রমে ক্রমে হোরাপতি হইয়া থাকেন, অতএব কোষ্ঠীপ্রদীপে রবি ও চন্দ্রের যেরূপ হোরাফল লিখিত আছে অধুনা তাহা কথিত হইতেছে।

রবির হোরাফল।

রবির হোরায় জন্ম হইলে, কুকর্ম্মনিরত, ধূর্ত্ত, বিরূপ, খল, পাপাত্মা, মলিন, পুত্রার্থরহিত, ক্রূর, গুণহীন, ভৃত্য, শীঘ্রগতি সম্পন্ন, গম্ভীরহৃদয়, কামী, পরস্ত্রীরত, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দক, অতিশয় মুখর ও অহঙ্কারান্বিত হইবে।

চন্দ্রের হোরাফল।

চন্দ্রের হোরায় জন্ম হইলে, শান্তমূর্ত্তি, সর্ব্বগুণভূষিত, স্থিরবুদ্ধি, নিয়ত সুহৃৎপূজিত, বিবিধ রত্ন উত্তম স্ত্রী পুত্র ও ধনযুক্ত, সুন্দর বেশকারী, পবিত্র, ত্যাগশীল, দেবতা গুরু ও দ্বিজার্চ্চনে রত, রাজপাত্র, সুন্দর শরীর সম্পন্ন ও ভৃত্যপ্রিয় হইবে।

অথ দ্রেক্কাণগুণা যথা সারাবল্যাং।

দাতা ভোক্তা দীপ্তঃ ক্ষয়োদয়ঃ সঙ্গরপ্রচণ্ডঃ স্যাৎ।
প্রিয়বিগ্রহস্ত্রিভাগে মেষাদ্যে বন্ধুষু প্রচণ্ডশ্চ॥
স্ত্রীচঞ্চলো বিহারী রতিমান্ গীতপ্রিয়ো মনস্বী স্যাৎ।
মিত্রার্থভাক্ সুরূপঃ স্ত্রীভিন্নরুচির্দ্বিতীয়ে বা॥

গুণবান্ পরদোষকরঃ সত্ত্বযুতো নরেন্দ্রসেবী স্যাৎ।
স্বজনপ্রিয়োঽতিধর্ম্মা তৃতীয়ভাগে প্রিয়োঽথ
রাজ্ঞশ্চ॥ ইতি মেষস্য।

প্রিয়পানভোজ্যনারীবিয়োগ-
তপ্তো বৃষভস্য পূর্ব্বেঽংশে।
বস্ত্রালঙ্কারযুতো যুবতি প্রকৃতানুসারী স্যাৎ॥
সুধনঃ সুসৌখ্যবন্ধুঃ সুরূপো ভোক্তা বিভূষণেষু রতিঃ।
বলবান্ স্থিরো মনস্বী লুব্ধঃ
স্ত্রীণাংপ্রিয়ো দ্বিতীয়ে স্যাৎ॥
চতুরোঽল্পভাগ্যধরো মলীমসঃ স্যাৎ।
কুলান্যুপাদায় সন্তপ্যতে তু
পশ্চাৎ বৃষস্যভাগে তৃতীয়ে চ॥
ইতি বৃষস্য॥

মিথুনাদ্যে দ্রেক্কাণে পৃথূত্তমাঙ্গো বলান্বিতঃ প্রাজ্ঞঃ।
কিতবো গুণী বিলাসী নৃপাপ্তমানো বচস্বী চ॥
সুভ্রাননঃ সুরূপঃ সৌম্যবপুঃ সূক্ষ্মমূর্দ্ধজঃ সোঽপি।
ধন্যো মৃদুর্মহাধীর্দ্বিতীয়ভাগে প্রতাপবলে সুযশাঃ॥
স্নিগ্ধেক্ষণো বপুষ্মান্মহাশিরাঃ শত্রুসংযুতঃ স্ত্রীপ্রভুঃ।
বক্ষঃ স্থনখাস্ত্রিশ্চলার্থনিভৃতোঽটনস্তৃতীয়ে স্যাৎ॥
ইতি মিথুনস্য।

কর্কটাদিমভাগে দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চপলো গৌরঃ।
কীর্ত্তিকরশ্চ পরেবাং সুধীরমূর্ত্তিঃ সুতাঙ্গনাসুভগঃ॥
লুব্ধঃ সুদারপরঃ স্বল্পরুচিঃ স্ত্রীজিতোঽভিমানী স্যাৎ।
সহজার্জ্জিতো বিলাসী চপলো বহুভুক্ দ্বিতীয়ে চ॥
স্ত্রীচঞ্চলঃ সুভাগী বিদেশনিরতঃ প্রিয়বৎসসাধুঃ।
কাননতোয়ার্থরতঃ স্ত্রীমান্ধবাংস্তৃতীয়ে স্যাৎ॥
ইতি কর্কটস্য।

সিংহাদিমদ্রেক্কাণে দাতা হন্তা বিজীগীষুঃ স্যাৎ।
বহুধনো যোষিৎসুসুহৃদ্বহুগুরুভূপসেবকঃ সুসহশ্চ॥

সুকবিঃ কামী দাতা স্থিরো
বপুষ্মান্ বিভূষণেপ্সুঃ স্যাৎ।
সুখভাক্ শুভকর্ম্মরুচির্ব্বি-
স্তীর্ণমতির্দ্বিতীয়েঽপি॥
লুব্ধঃ পরস্বহরণে কল্যস্তক্তো মহামতিঃ কিতবঃ।
আয়ততনুমূর্ত্তিঃ স্যাৎ নৈকাপত্যঃ প্রগল্ভোঽন্তে॥
ইতি সিংহস্য।

শ্যামঃ সুবাক্ বিনীতঃ প্রাজ্ঞঃ
সুকুমারমূর্ত্তিরবলাদ্যে।
স্ত্রীভ্যোঽর্থভোক্তা পৃষ্ঠো
দীর্ঘশিরোধরমধুরসমাক্ষশ্চ॥
ধীরো বিদেশগামী শিল্প-
কথাপণ্ডিতঃ সমরশৌণ্ডঃ।
বাচাটঃ শ্রুতবাক্যো বনৌ-
কসাং সমমতির্দ্বিতীয়ে স্যাৎ॥
রোগী পরান্নভোগী রতি গীতি-
যুতো নরেন্দ্রদয়িতঃ স্যাৎ।
হ্রস্বঃ সুরূপবেশো ভান্তে
পৃথুদৃক্ শিরস্কশ্চ॥ ইতি কন্যায়াঃ।

কন্দর্পরূপঃ নিপুণস্তুলাদিভাগেঽথ মন্ত্রসেবাজ্ঞঃ।
শ্যামঃ ফলপণ্যরতো নিয়োগধীরঃ সুমেধাধীঃ॥
পঙ্কজবিশালনেত্রঃ সুরূপবান্
হাসবিৎ প্রলাপী স্যাৎ।
খ্যাতঃ স্ববংশবর্দ্ধী বৃত্ত্যর্থপটুর্দ্বিতীয়ে চ॥
চপলঃ শঠঃ কৃতঘ্নো বিরূপো জিহ্মাচারতনুমূর্ত্তিঃ।
নষ্টসুহৃদ্বিগতযশাঃ স্বল্পমতিঃ পতিতস্তৃতীয়ে স্যাৎ॥
ইতি তুলায়াঃ।

গৌরঃ স্থিরঃ প্রচণ্ডো নোৎকটঃ স্যান্নরো বিশালাক্ষঃ।
স্থূলবিশালশরীরঃ কলিপ্রিয়ো বৃশ্চিকাদ্যংশে॥

মিষ্টান্নপানভুক্ বলবান্ প্রিয়ো-
রতিহিমগৌরমূর্ত্তিঃ স্যাৎ।
কান্তঃ পরাজিতশত্রুঃ ঋজুঃ
ক্রিয়াবান্ দ্বিতীয়েঽংশে॥
নিঃশ্মশ্রুরোমো হিংস্রঃ পিঙ্গাক্ষো
মহোদরঃ প্রবক্তা চ।
ধর্ম্মচ্যুতস্তৃতীয়ে স্যাৎ পীবর-
বাহুহৃদয়ঃ সতৃষ্ণশ্চ॥ ইতি বৃশ্চিকস্য।

পরিমণ্ডলাক্ষো বক্তা গণেষু মুখ্যো ধনুর্দ্ধরকাদ্যে।
সেবিত সাধ্বাচারস্তথা মৃদুর্ভবতি ধর্ম্মসঞ্জাতঃ॥
শাস্ত্রার্থবিৎ প্রবক্তা ক্রতুশতকর্ত্তা বিভুর্দ্বিতীয়ে স্যাৎ।
মন্ত্রভৃতাংশ্রেষ্ঠতমস্তনেক তন্ত্রায়তনচারী চ॥
বন্ধুপ্রধানচতুরঃ সতাঙ্গতির্ধর্ম্মভাক্ তৃতীয়েঽপি।
মানী পরাঙ্গনাভাক্ রূপযশোভাজনঃ প্রভবিষ্ণুঃ॥
ইতি ধনুষঃ।

ব্যালম্বিভুজঃ শ্যামঃ পৃথুনয়নোরু শঠঃ সুকান্তঃ স্যাৎ।
মিতভাষী মকরাদ্যে স্ত্রীবিজিতো মধ্যমেধাযুক্তঃ॥
শ্যামঃ শঠোঽল্পবচনঃ পরস্ত্রীধনাপহর্ত্তা স্যাৎ।
উদ্বদ্ধজঙ্ঘঃ পিশুনঃ সুবর্ণবাদপ্রবাদী স্যাৎ॥
দীর্ঘললাটঃ কলুষী কৃশদীর্ঘাঙ্গঃ
প্রিয়বিয়োগঞ্চা লভতে।
বিদেশগমনাদ্ব্যাসনানি চাপ্নোতি॥ ইতি মকরস্য

স্ত্রিয়ালস্যঃ সুলুব্ধঃ প্রিয়াপ্রসূতিপ্রিয়ো ঘটস্যাদ্যে।
প্রাংশুঃ কর্ম্মসু নিষ্ঠো ধনবান্ সুবচাঃ সুজাতঃ স্যাৎ॥
লুব্ধঃ সমর্থো ধৃতিমান্ গৌরঃ
পিণ্ডোৎকটাস্য হাস্যধনঃ।
উদ্বদ্ধবচা মেধাবান্ বহু-
মিত্রঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ে চ॥
দীর্ঘঃ শঠঃ প্রলাপী কৃশোঽল্পবাহুঃ
সুতার্থবান্ধবভাক্ স্তব্ধঃ।
বহুমিত্রোঽস্তর্ব্বিষমো বিদারি-
তাক্ষো রতিবিদন্তে॥ ইতি কুম্ভস্য।

মধুপিঙ্গলাক্ষঃ প্রাজ্ঞো
গৌরো মেধান্বিতঃ কৃতজ্ঞঃ স্যাৎ।
খ্যাতঃ ক্রিয়ারতিজ্ঞঃ সুখ-
ভাক্ মীনাদিমে বিনীতশ্চ॥
বাহ্যুপচারপ্রভবো মিষ্টান্নরুচিঃ পরান্নভুক্ কামী।
স্মৃতসজ্জনাদি দয়িতো বিত্তবাং দ্বিতীয়ে স্যাৎ॥
শ্যামঃ কলাসু নিপুণঃ পৃথুক-
রচরণঃ শুচির্দ্বিজানুরতঃ।
ক্রীড়াহাস্যানুরতো মীন-
যুগান্তে ভবেৎ পুরুষঃ॥
ইতি মীনস্য।

ইতীরিতো জন্মগুণৈঃ স্বভাবৈ-
র্দ্রেক্কাণজানাং গুণচিহ্নকল্পঃ।
দ্রেক্কাণতো বীর্য্য পতীক্ষ্টদৃষ্টে
দৃষ্ট্বা ফলং নির্ব্বিকলং বিদধ্যাৎ॥
ইতি সারাবল্যাং দ্রেক্কাণগুণাঃ।
অথ কোষ্ঠীপ্রদীপে দ্রেক্কাণ ফলং।

দ্রেক্কাণে দিবসেশ্বরস্য মলিনঃ শূরোঽঙ্গনাবল্লভঃ
ক্রূরঃ সাহসিকঃ কুকর্ম্মকুশলো মূর্খো বিরূপঃ ক্ষতঃ।
বহ্বাশী গুরুতল্পগোঽল্পতনয়ো দ্যূতক্রিয়ায়াং রতঃ
পাপাত্মা মুখরঃ খলোঽতিকৃপণঃ স স্যাদসূয়ী নরঃ॥
ইতি রবেঃ।

দ্রেক্কাণে রজনীকরস্য সুতনুঃ সম্পূর্ণলক্ষ্মীঃ সদা
শীলাঢ্যো বহুভাষণো বিধিরতস্তীর্থাগমঃ স্নেহবান্।
শাস্ত্রজ্ঞঃ কুলভূষণঃ সুরগণে ভক্তো গুরৌ বন্ধুষু
নিত্যং ধর্ম্মরতো বিদেশকুশলো দাতা ভবেন্মানবঃ॥
ইতি চন্দ্রস্য।

দ্রেক্কাণে ক্ষিতিনন্দনস্য মলিনঃ ক্রুরো বিহীনো ধনৈঃ
পাপাত্মা পিশুনঃ সুতার্থরহিতঃ স্যান্নিষ্ঠুরো নির্দ্দয়ঃ।
দুঃশীলো বহুভাষণঃ ক্ষততনুশ্চাত্মম্ভরিঃ ক্রোধনো
রোগার্ত্তঃ পরসেবকো গুণগণৈঃ সংত্যাজিতো
মানবঃ। ইতি মঙ্গলস্য।

দ্রেক্কাণে শশিজস্য বুদ্ধিকুশলঃ ক্ষ্মাপালপূজ্যঃ সদা
দীর্ঘায়ুর্ব্বলবানপত্যবহুলঃ শান্তো যশস্বী শুচিঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানপরঃ প্রমাদরহিতো নিত্যং সতাং বল্লভঃ
শাস্ত্রজ্ঞঃ কুলভূষণো বহুধনো মানী সুরূপো নরঃ।।
ইতি বুধস্য।

দ্রেক্কাণে বচসাম্পতেন্নতিগুণো দীর্ঘায়ুরত্নান্বিতঃ
সদ্বুদ্ধিঃ প্রিয়ভাষণো গুণনিধির্যুক্তাশ্রয়ো ধার্ম্মিকঃ।
মোক্ষজ্ঞানপরঃ কৃপাময়তনুঃ শান্তঃ সুশীলঃ শুচিঃ
পত্ন্যাং ভাবরতোঽন্যদারবিরতঃ খ্যাতো যশস্বী নরঃ॥
ইতি বৃহস্পতেঃ।

দ্রেক্কাণে ভৃগুনন্দনস্য সুতনুর্মন্ত্রী ধরিত্রীপতেঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ স্বজনানুরাগকুশলো দাতা সতাং পালকঃ।
মুক্তারত্নবরাঙ্গনাত্মজধনৈর্যুক্তঃ কৃপালুঃ শুচিঃ
শান্তঃ সত্যরতোঽতিমুক্তহৃদয়ো ধর্ম্মানুরক্তো নরঃ॥
ইতি শুক্রস্য।

দ্রেক্কাণে রবিনন্দনস্য মলিনঃ ক্রুরো মৃদুস্তস্করঃ
দুঃশীলঃ কৃপণঃ সুতার্থরহিতঃ প্রেষ্যো গুণৈর্ব্বর্জ্জিতঃ।
পাপাত্মা গুরুতল্পগোঽতিপিশুনঃ স্যাৎ ক্রোধনো
নির্দ্দয়ো রোগার্ত্তো মুখরশ্চ রূপরহিতঃ কামাতুরো
মানবঃ॥ ইতি শনেঃ।

ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপে দ্রেক্কাণ ফলং।

সারাবলীমতে দ্রেক্কাণ ফল।

মেষরাশির দ্রেক্কাণ ফল।

মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, দাতা, ভোক্তা, তেজস্বী, যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ, উগ্র, উন্নতিহীন, বন্ধুপ্রিয় ও কোপন হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, স্ত্রীচঞ্চল, বিহারী, রতিমান্, গীতপ্রিয়, প্রশস্তমনা, মিত্র ধনভোগী, স্বরূপ ও স্ত্রী ভিন্ন রুচি হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, গুণবান্, পরদোষকর, স্বত্বযুক্ত, নরেন্দ্রসেবী, স্বজনপ্রিয়, অতিশয় ধার্ম্মিক ও রাজপ্রিয় হইয়া থাকে।

বৃষরাশির দ্রেক্কাণফল।

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, পানভোজন প্রিয় ও নারী বিয়োগ সন্তাপযুক্ত, স্ত্রীকর্ম্মানুসারী বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, উত্তম ধনসম্পন্ন, সুন্দর মিত্রতাযুক্ত, সুরূপসম্পন্ন, ভোক্তা, ভূষণরত, বলবান্, স্থির প্রকৃতি, মনস্বী, লোভী, ও স্ত্রীপ্রিয় হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, চতুর, অল্পভাগ্যধর, মলিন, এবং স্বজাতিগণকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিতাপ করে।

মিথুন রাশির দ্রেক্কাণফল।

মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, স্থূল মস্তক সম্পন্ন, বলযুক্ত, প্রাজ্ঞ, গুণবান্, ধূর্ত্ত, বিলাসী, রাজলব্ধ মানী ও বচস্বী হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, সুরূপ ও সুন্দর গঠন সুশ্রীবদন সম্পন্ন, সূক্ষ্ম কেশ যুক্ত, বিখ্যাত, মৃদু, মহাধী সম্পন্ন, প্রতাপ ও বলশালী এবং যশস্বী হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, কোমল নয়ন, উত্তম শরীর সম্পন্ন, বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট, শত্রুসংযুক্ত, স্ত্রীর প্রভু, পদ বক্ষঃস্থল এবং নখ অতি উৎকৃষ্ট, চঞ্চলার্থ, নির্জ্জন প্রিয় (এস্থলে 'নৃভৃত' পাঠদৃষ্ট হয়) ও ভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির দ্রেক্কাণফল।

কর্কট রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, দেবতা ও

ব্রাহ্মণভক্ত, চপল, গৌরবর্ণ, অন্যের কীর্ত্তিকর, সুধীর মূর্ত্তি ও স্ত্রী পুত্র প্রিয় হয়।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, লোভী, সুন্দরস্ত্রীরত, অল্পরুচি, স্ত্রীজিত, অভিমানী, ভ্রাতৃপূজিত, বিলাসী, চপল ও বহুভোজী হইবে।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, স্ত্রীচঞ্চল, ভাগ্যবান্, বিদেশ নিরত, মিত্র ও পুত্রের প্রতি সাধুকীর্ত্তনকর্ম্ম, বন জল ও অর্থরত এবং স্ত্রীমান্যকর হইয়া থাকে।

সিংহরাশির দ্রেক্কাণফল।

সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, দাতা, যাচক ও সর্ব্বদা বিজয়েচ্ছু, বহুধনসম্পন্ন, রমণীর বন্ধু, গুরু ও রাজসেবক, উত্তম সহনশীল হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, সুকবি, কামী, দাতা, স্থির স্বভাব, উত্তম শরীর, এবং ভূষণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্ম রুচি, ও বিশালবুদ্ধি হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, পরধন হরণে লোভী, শুদ্ধ শরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহ সম্পন্ন, অনেক অপত্যযুক্ত প্রগল্ভ হইয়া থাকে।

কন্যারাশির দ্রেক্কাণফল।

কন্যার প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, সুবাক্য সম্পন্ন; বিনীত, প্রাজ্ঞ ও সুন্দরমূর্ত্তি, স্ত্রীহেতুক অর্থভোক্তা (এ স্থলে 'অন্নভোক্তা' পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে) দীর্ঘপৃষ্ঠ ও দীর্ঘমস্তক বিশিষ্ট এবং উত্তম চক্ষু সম্পন্ন হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, ধীর, বিদেশগামী, শিল্প ও কথা পণ্ডিত, সমরশূর, বাচাল, শ্রুতবাক্ ও বনৌকসের সম মতিমান্ হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, রোগী, পরান্ন ভোগী (এ স্থলে 'পরার্থভোগী' পাঠ দৃষ্ট হয়) রতি গীতযুক্ত রাজপ্রিয়, খর্ব্ব, উত্তম রূপ বেশধর, স্থূল দৃষ্টি ও স্থূল মস্তক হইবে।

তুলারাশির দ্রেক্কাণফল।

তুলারাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, কন্দর্প সমান রূপবান্, কর্ম্মনিপুণ মন্ত্র ও সেবাজ্ঞ, শ্যামবর্ণ, ফল ও পণ্যরত, নিয়োগধীর ও উত্তম মেধা সম্পন্ন বুদ্ধি হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, পদ্মের ন্যায় বিস্তৃতচক্ষু, উত্তম রূপবান্, হাসবেত্তা, প্রলাপী, বিখ্যাত, আত্মবংশ বর্দ্ধন কর্ত্তা, বৃত্তি ও অর্থপটু হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, চপল, শঠ, কৃতঘ্ন, রূপহীন, ক্রূরাচারী, কৃশশরীর, ধন, বন্ধু ও যশহীন, অল্প-বুদ্ধি ও পতিত হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকরাশির দ্রেক্কাণফল।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, স্থির প্রকৃতি, ক্রোধী, মদরহিত, বিস্তৃত চক্ষু বিশিষ্ট, স্থূল ও বিশাল শরীর, বিবাদপ্রিয় (এ স্থলে 'কবিপ্রিয়' এই পাঠ আছে,) হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, মিষ্টান্ন পানভোজী, বলবান্, রতিপ্রিয় ও হিম গৌর মূর্ত্তি, কমনীয়, পরাজিত শত্রু, সরল, ক্রিয়াবান্ (এ স্থলে 'যুদ্ধ প্রিয়বান্' পাঠও দৃষ্ট হয়) হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, শ্মশ্রুরোমহীন, হিংস্র, পিঙ্গাক্ষ, মহোদর, প্রবক্তা, ধর্ম্মচ্যুত, বাহু ও হৃদয় স্থূল ও সতৃষ্ণ হইয়া থাকে।

ধনুরাশির দ্রেক্কাণফল।

ধনুরাশির প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, উত্তম মণ্ডলাকার চক্ষু সম্পন্ন, বক্তা গণের প্রধান অর্থাৎ দলপতি শ্রেষ্ঠ, সাধু আচরণ সেবিত, মৃদু ও ধর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, শাস্ত্রার্থবেত্তা, উত্তম কথাপটু, শত যজ্ঞকর্ত্তা, মন্ত্রভৃতের শ্রেষ্ঠতম, অনেক সূক্ষ্মায়তন চারী ও প্রভু হয়।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, বক্তৃতাপটু, সাধুগতি ও ধর্ম্মভাক্, মানী, পরাঙ্গনাশক্ত, রূপ ও যশভাজন ও প্রভু হইয়া থাকে।

মকররাশির দ্রেক্কাণফল।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, আজানুলম্বিত-

বাহু শ্যামবর্ণ, পৃথুলোচন ও উক্ত, শঠ, উত্তম কমনীয়, মিতভাষী, স্ত্রীবিজ্জিত ও মধ্যম মেধাযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, শঠ, অল্পবচন, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী, উদ্বদ্ধজঙ্ঘ, খল ও সুবর্ণবাদে প্রবাদী হইয়া থাকে।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, দীর্ঘললাট, পাপাত্মা, কৃশ ও দীর্ঘাঙ্গ, প্রিয় বিয়োগ লাভী এবং বিদেশ গমন দ্বারা দ্রব্য ও আসন লাভ হয়।

কুম্ভরাশির দ্রেক্কাণফল।

কুম্ভের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, ত্রিয়ালস্যযুক্ত, অতিশয় লুব্ধ, প্রিয়ার প্রভৃতি প্রিয়, উন্নত, কর্ম্মে সুনিপুণ ধনবান্, সুবাক্য সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, লুব্ধ, পটু, ধৃতিমান্, গৌরবর্ণ, পিণ্ডের ন্যায় উচ্চ হাস্য ধনসম্পন্ন, অত্যুচ্চভাষী-মেধাবান্ ও বহুমিত্রসম্পন্ন হইবে।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, দীর্ঘ, শঠ, প্রলাপী, কৃশ, ক্ষুদ্রবাহু, সুত অর্থ ও বান্ধবভাগ্যসম্পন্ন, লুব্ধ, বহু-বন্ধু, কুটিলমনা, বিদারিতচক্ষু ও রতিবেত্তা হইয়া থাকে।

মীনরাশির দ্রেক্কাণফল।

মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, মধুপিঙ্গললোচন, প্রাজ্ঞ, গৌরবর্ণ, মেধান্বিত, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, ক্রিয়া-রতিজ্ঞ, সুখভোগী ও বিনীত হয়।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, বহনশীল, উপচারপ্রভব, মিষ্টান্ন রুচি, পরান্নভোক্তা, কামী, সজ্জনের স্মরণীয় এবং পণ্ডিত প্রিয় হইবে।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, কলা নিপুণ, স্থূলকরপদ, শুচি, দ্বিজানুরক্ত, ক্রীড়া ও হাস্যানুরত হইয়াথাকে।

যে সমস্ত স্বাভাবিক জন্মগুণ কথিত হইল, জাতবালকের এই সমস্ত চিহ্নদ্বারা দ্রেক্কাণ কল্পনা করিবে। যদি কোন বলবান্ গ্রহ এই দ্রেক্কাণের অধিপতি হইয়া মিত্র গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তবে, অবিকল এই সমুদায় দ্রেক্কাণফল হইয়া থাকে।

ইতি সারাবলী মতে দ্রেক্কাণ গুণ সমাপ্ত।

যেবানি দ্বাদশ রাশির দ্রেক্কাণ গুণ বর্ণনায় ষট্‌ত্রিংশৎ দ্রেক্কাণফল কথিত হইয়াছে। পরন্তু কোষ্ঠীপ্রদীপে রব্যাদি গ্রহের দ্রেক্কাণফল যেরূপ উক্ত হইয়াছে অধুনা তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

রবির দ্রেক্কাণফল।

যদি সূর্য্যের দ্রেক্কাণে জন্ম হয়, তবে বালক মলিন, শূর, স্ত্রীবল্লভ, ক্রূর, সাহসিক, কুকর্ম্মকুশল, মূর্খ, রূপহীন, ব্রণান্বিতশরীর, বহু আশাযুক্ত, গুর্ব্বাঙ্গনাগামী, অল্পসন্তান বিশিষ্ট, দ্যূতক্রিয়ারত, পাপাত্মা, মুখর, অতিশয় কৃপণ ও অসূয়ান্বিত হইবে।

চন্দ্রের দ্রেক্কাণফল।

চন্দ্রের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, সুন্দর গঠন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ধনবান্, সর্ব্বদা শীল সম্পন্ন, বহুভাষী, বৈধকর্ম্মরত, তীর্থগামী (এ স্থলে বধিরস্তা কীর্ত্ত্যাশ্রয়ঃ, স্নেহবান্, এই পাঠও দৃষ্ট হয়) শাস্ত্রবেত্তা, কুলভূষণ, দেবতা গুরু ও বন্ধুজনের ভক্ত, নিত্য ধর্ম্মরত, বিদেশ যাত্রা কুশল ও দাতা হয়।

মঙ্গলের দ্রেক্কাণফল।

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, মলিন, ক্রূর, ধনহীন, পাপাত্মা, খল, সুতার্থ রহিত, কঠিন, দয়াহীন, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, ক্ষতশরীর সম্পন্ন, আত্মম্ভরি, ক্রোধন, রোগার্ত্ত পরসেবক ও গুণ বিহীন হইবে।

বুধের দ্রেক্কাণফল।

যদি বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম হয়, তবে বালক বুদ্ধিকুশল, সর্ব্বদা রাজপূজ্য, দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট, বলবান্, বহু সন্তানযুক্ত, শান্ত, যশস্বী, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞান পরায়ণ, প্রমাদশূন্য, নিত্য সাধুগণের বল্লভ, শাস্ত্রবিৎ, কুলভূষণ, বহু ধনসম্পন্ন, মানী ও সুরূপ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণফল।

বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, অতিশয় গুণবান্, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট, রত্নযুক্ত, সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রিয়ভাষী, আশ্রয়-যুক্ত, ধার্ম্মিক, মোক্ষজ্ঞান পরায়ণ, দয়ালু, শান্ত, সুশীল, শুচি, স্বীয় পত্নিতে রত এবং অন্যস্ত্রী-বিরত, বিখ্যাত ও যশস্বী হয়।

শুক্রের দ্রেক্কাণফল।

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে, সুন্দর শরীর সম্পন্ন, রাজমন্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞ, স্বজনানুরাগে কুশল, দাতা ও সাধুগণের প্রতিপালক, মুক্তারত্ন উত্তমস্ত্রী ও পুত্র এবং ধনসংযুক্ত, দয়ালু, শুচি, শান্তপ্রকৃতি, সত্যরত, অতিশয় মুক্তহৃদয় ও ধর্ম্মানুরক্ত হইবে।

শনির দ্রেক্কাণফল।

যদি শনির দ্রেক্কাণে জন্ম হয়, তবে মলিন, ক্রূর, মূঢ়, তস্কর, দুশ্চরিত্র, কৃপণ, সুতার্থ রহিত, ভৃত্যকর্ম্মকর, গুণ-হীন, পাপাত্মা, গুর্ব্বাঙ্গনাগামী, অতিশয় খল, ক্রোধন, নির্দ্দয়, রোগার্ত্ত, মুখর, রূপহীন ও কামাতুর হয়।

সপ্তাংশনির্ণয়ঃ সারাবল্যাং।

মেষালিমিথুনমৃগহরিমীনতুলাবৃষভচাপধরকর্কটাঃ।
ঘটভৃতকন্যাঃ পূর্ব্বাঃ সপ্তাংশানাং ভবন্তীশাঃ॥

রত্নমালায়াং।

সপ্তাংশা বিষমে রাশৌ তত্তদ্রাশি ক্রমেণ তু।
সমে তৎ সপ্তমর্ক্ষাত্তু কার্য্যাঃ সপ্তাংশকা বুধৈঃ॥

অথ সপ্তাংশফলং।

জাতকামোদচন্দ্রিকায়াং।

ক্ষীণো দীনমনা রবেগু'ণময়ঃ শান্তো বিধৌ দুর্জ্জনঃ,
পাপী ভূমিসুতস্য দানকুশলঃ, খ্যাতো বুধস্য প্রিয়ঃ।
জীবস্য প্রগুণাশ্রয়ঃ স্থিরধনঃ শুক্রস্য বিদ্বান্ সুখী,
দাতা সূর্য্যসুতস্য পাপনিরতঃ, স্যাৎ সপ্তমাংশে নরঃ॥

সারাবলী মতে সপ্তাংশ নির্ণয়।

মেষাদি মীন পর্য্যন্ত দ্বাদশ রাশির যেরূপে সপ্তাংশ নিরূপণ হয় তাহা কথিত হইতেছে।

মেষরাশির সপ্তাংশ মেষ রাশি হইতে এবং বৃষ রাশির বৃশ্চিক হইতে, মিথুনের মিথুন, কর্কটের মকর, সিংহের সিংহরাশি, কন্যার মীন, তুলার তুলারাশি, বৃশ্চিকের বৃষ, ধনুর ধনুরাশি, মকরের কর্কট, কুম্ভের কুম্ভরাশি এবং মীনের কন্যা রাশি হইতে সপ্তাংশ বিবেচনা করিবে।

রত্নমালা মতে।

পূর্ব্বে মেষাদি দ্বাদশরাশির বিষম সম এই সং-জ্ঞায় যে সমস্ত রাশি বিষম বলিয়া অবধারিত আছে, সেই বিষম রাশির সপ্তাংশ বিচার করিতে হইলে, প্রথম সপ্তাংশ সেই বিষম রাশি হইতে বসিবে। যদি সমরাশির সপ্তাংশ বিচার করিতে হয়, তবে প্রথম সপ্তাংশ ঐ রাশির সপ্তম রাশি হইতে বসিবে, এবং দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি সপ্তাংশও তাহার পর পর রাশিতে হইবে।

জাতকামোদচন্দ্রিকা মতে সপ্তাংশফল।

যদি রবির সপ্তাংশে জন্ম হয়, তবে বালক ক্ষীণ ও দৈন্যমনা হয়। চন্দ্রের সপ্তাংশে গুণময় ও শান্ত প্রকৃতি, মঙ্গলের সপ্তাংশে দুর্জ্জন ও পাপী হয়, এবং বুধের সপ্তাংশে জন্ম হইলে দানকুশল, খ্যাতাপন্ন ও প্রিয়, বৃহস্পতির সপ্তাংশে প্রকৃষ্ট গুণের আশ্রয় ও স্থির বিত্ত সম্পন্ন, শুক্রের সপ্তাংশে জন্ম হইলে সুখী ও দাতা এবং শনির সপ্তাংশে পাপনিরত হইয়া থাকে।

সপ্তাংশের উদাহরণ।

লগ্নমানকে সাত দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে তাহাই সপ্তাংশের ভাগরূপে কথিত হয়, যদি প্রথম ভাগে বালকের জন্ম হয়, তবে লগ্নের অধিপতি সপ্তাংশের অধিপতি হইবে এইরূপে অন্যান্য সপ্তাংশ ভাগও বিচার করিয়া লইবে।

যেমন মেষরাশি বিষম রাশি বলিয়া বিখ্যাত, যদি এই বিষম মেষরাশির সপ্তাংশ বিচার করিতে হয়, তবে এইরূপে হইবে।

যথা——অয়নাংশ সম্মত মেষলগ্নের পরিমাণ দণ্ডকে সাত ভাগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই মেষলগ্নের সপ্তাংশ ভাগ হয়। যদি ঐ সময়ে কোন বালকের জন্ম হয়, তবে সেই বালক মেষলগ্নের প্রথম সপ্তাংশে জন্মিয়াছে, এবং তাহার অধিপতি মেষাধিপতি মঙ্গল হইবে যেহেতু বিষম রাশির সপ্তাংশ স্বগৃহ হইতে হইয়া থাকে। যদি বালকের জন্ম ঐ সময়ে না হয়, তবে কয়টি সপ্তাংশের ভাগ একত্র করিলে তাহার জন্ম সময় স্থির হইবে, অগ্রে তাহা করিবে। যদি সপ্তাংশ ভাগ দুই বার লইলে ঐ জন্মকাল পাওয়া যায়, তবে বালকের মেষের দ্বিতীয় সপ্তাংশে জন্ম জানিবে এবং ঐ সপ্তাংশের অধিপতি বৃষরাশির অধিপতি শুক্র হইবে। এবং তৃতীয় সপ্তাংশ হইলে তৃতীয় গৃহ মিথুনের অধিপতি বুধ, চতুর্থ সপ্তাংশ হইলে চতুর্থ গৃহ কর্কটের অধীশ্বর চন্দ্র, পঞ্চম সপ্তাংশ হইলে পঞ্চম গৃহ সিংহের অধিপতি রবি, ষষ্ঠ সপ্তাংশ হইলে ষষ্ঠগৃহ কন্যার অধিপতি বুধ এবং সপ্তম সপ্তাংশ হইলে সপ্তমগৃহ তুলার অধিপতি শুক্র বালকের সপ্তাংশের অধিপতি হইবে। যেরূপ বিষম মেষরাশির সপ্তাংশ করিবার রীতি প্রদর্শিত হইল ঐরূপ বিষম মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই কয়রাশির সপ্তাংশ আপন আপন গৃহ হইতে হইবে।

সম রাশির সপ্তাংশ বিচার কথিত হইতেছে।

বৃষরাশি সম নামে বিখ্যাত আছে। এই সম বৃষরাশির সপ্তাংশ বিচার করিতে হইলে এইরূপে করিবে যথা।

বৃষলগ্নের পরিমাণ দণ্ডকে সাতদিয়া ভাগ করিয়া যেলব্ধ পাওয়া যাইবে, সেই লব্ধাঙ্ক প্রথম সপ্তাংশ হয়, যদি ঐ সময়ে সপ্তাংশবিচার স্থির করিতে হয়, তবে সমবৃষরাশির সপ্তম বৃশ্চিক রাশির অধিপতি মঙ্গল প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি হইবে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি সপ্তাংশও বৃশ্চিকের দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি গৃহ হইতে অর্থাৎ ধনু মকর ইত্যাদি ক্রমে হইবে।

যেরূপ বৃষরাশির সপ্তাংশ কথিত হইল, এইরূপ কর্কট কন্যা বৃশ্চিক মকর ও মীন এই কয় সমরাশির সপ্তাংশ তাহার সপ্তম রাশি হইতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ষড়বর্গ মধ্যে সপ্তাংশ কল্পনা করিয়া সপ্তবর্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অথ নবাংশগুণাঃ সারাবল্যাং।

অথাংশকে লগ্নগতে প্রবক্ষ্যে-
বর্ণঃ স্বভাবাকৃতিলক্ষণানি।
প্রধানবীর্য্যোঽংশপতৌ শশী চ
যত্তৎস্বামিরাশিক্রমজং বিধত্তে॥

গ্রহসংস্থানমুখঃ স্যাৎ মেষাদ্যংশেঽল্পনাসিকাঙ্গবাহুঃ।
চণ্ডধ্বনির্বিরূপঃ কৃশশ্চ সঙ্কুচিতাক্ষিবাহুশ্চ ॥১॥

শ্যামোরুস্কন্ধভুজো হ্রস্বললাটঃ
সঋজুকরঃ স্ফুটদৃক্ স্যাৎ।
দীর্ঘাস্যনসোঽস্ফুটবাক্
দ্বিতীয়ভাগে কৃশাঙ্গসন্ধিশ্চ ॥২॥

ব্যালুপ্তকেশগৌরো ব্যস্তভুজোরুনয়নো নরো ধৃষ্টঃ।
বাক্পতিশ্চ তৃতীয়ভাগে কৃশজানুজঙ্ঘশ্চ ॥৩॥

বিভ্রান্তদৃক্ প্রণতো হ্রস্বন-
সোঽটনঃ খরাঙ্ঘ্রিরোমা চ।
শ্রান্তাননঃ কৃশঃ স্যাচ্চ-
তুর্থনবভাগজঃ পুরুষঃ ॥৪॥

দৃপ্তো গজেন্দ্রনয়নঃ পৃথুনসো হ্রূললাটকো মধ্যে।
পীনোপচিতাগ্রতনুর্বজ্রবন্নখাঙ্ঘ্রিতনুকেশঃ ॥৫॥

শ্যামো মৃদুমৃগদৃক্ তনুগুরুঃ-
কৃশঃ স্ফীতচারুচরণঃ স্যাৎ।
ব্যস্তোদরো ভুজাংশঃ
ষষ্ঠে ভীরুশ্চ বহুভাষী ॥৬॥

দুর্ব্বাঙ্কুরাভশ্চপলোঽসিত-
নেত্রঃ সপ্তমেঽর্থবান্ সুনসঃ।
কুলটারতির্ন শান্তো বিশাল
বিস্তীর্ণমূর্ত্তিঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥
বানরমুখঃ প্রবক্তা হ্রস্বাঙ্গ খরত্বক্ তনুগুহ্যগদঃ।
হিংসানৃতপাপরতঃ সুহৃৎপ্রিয়োগ্রঃ সদাষ্টমজঃ ॥৮
দীর্ঘঃ কৃশো বিহারী ব্যস্তললাটস্বরোঽশ্ববদনঃ।
বহ্বভিধানরতস্তনৃজুর্নবমাংশজোনী চঃ ॥৯
ইতি মেষস্য।

সারাবলীমতে নবাংশফল।

মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের নবাংশ দ্বারা যেরূপে জাত বালকের চরিত্র, আকৃতি ও চিহ্ন বিচার করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে, যদি নবাংশের অধিপতি গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তবে বালকের নবাংশ কথিত চিহ্নাদি হইয়া থাকে। যদি তৎকালে চন্দ্রমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ হয়, তবে বালকের নবাংশোক্ত স্বভাবাদি না হইয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির যেরূপ লক্ষণ বিহিত আছে, সেই সমস্ত হইবে।

অধুনা মেষাদি ক্রমে নবাংশ ফল কথিত হইতেছে।

মেষরাশির নবাংশ ফল।

মেষের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, সেই গ্রহের যেরূপ আকৃতি স্থিরীকৃত আছে, জাতবালকও সেইরূপ আকার ও মুখ বিশিষ্ট হইবে ও অল্প উজ্জল নাসিকা ও অঙ্গ সম্পন্ন, ভয়ঙ্কর শব্দকারী, রূপহীন, কৃশ ও সঙ্কুচিত চক্ষু ও বাহু বিশিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, উরু স্কন্ধ ও ভুজ শ্যাম-বর্ণ, হ্রস্বললাট, সরল হস্ত বিশিষ্ট, প্রফুল্ল নয়ন, দীর্ঘ-নাসিকা ও দীর্ঘমুখ সম্পন্ন, অস্ফুট বাক্য এবং অঙ্গসন্ধি কৃশ হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, কেশবিহীন মস্তক, গৌর-বর্ণ, বক্ষঃস্থল হস্ত ও চক্ষু বিস্তৃত, লজ্জাহীন, বিদ্বান্, জানু ও জঙ্ঘা অতিশয় কৃশ হইবে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, বিভ্রান্ত দৃষ্টি সম্পন্ন, নম্র, ক্ষুদ্র নাসিকাবিশিষ্ট, ভ্রমণপ্রিয়, কঠোর পদ ও খর রোমবিশিষ্ট, ম্লানবদন ও কৃশ হয়।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, গর্ব্বিত, গজেন্দ্রতুল্য লোচন বিশিষ্ট, নাসা, ভ্রূ ও ললাট মধ্যম স্থূল, অতিশয় দীর্ঘশরীর, নখ, পদ, দেহ বজ্র সদৃশ ও কেশ বিশিষ্ট দেহ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, মৃদু, হরিণের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট, গুরুভাবাপন্ন, কৃশ, মনোহর, স্ফীত চরণ অর্থাৎ গোদা, উদর ও স্কন্ধস্থল সুবিস্তৃত, ভীরুস্বভাব ও বহুভাষী হইবে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, দূর্ব্বাঙ্কুরের ন্যায় রূপবান্, চপল, শুভ্রবর্ণ চক্ষু, অর্থবান্, সুন্দর নাসিকাসম্পন্ন, কুলটা-রতিপ্রিয়, দুর্জ্জন, বিশাল ও বিস্তীর্ণ মূর্ত্তি হয়।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, বানরের সদৃশ মুখ বিশিষ্ট, অতিশয় বক্তা, খর্ব্বাঙ্গ, কর্কশ চর্ম্ম সম্পন্ন, দেহ ও গুহ্য সর্ব্বদা রোগযুক্ত, হিংসা, অনৃত ও পাপরত, বন্ধুপ্রিয় ও উগ্র প্রকৃতি হইবে।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, দীর্ঘ, কৃশ, বিহারী, অশ্বের তুল্য মুখ বিশিষ্ট, বাক্য ও ললাট বিস্তৃত, বহুভাষী, কুটিল ও নীচ প্রকৃতি হইয়া থাকে। *

সমঃ কৃশঃ কুতনুর্লুব্ধঃ পূর্ব্বার্দ্ধা-
নতস্ততোঽন্যকর্ম্মা স্যাৎ।

---

* এই পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় যেরূপ নবাংশ বিচার লিখিত আছে, তদনুরূপ নবাংশপতি নির্ণয় করিয়া জাতবালকের অঙ্গাদির চিহ্ন ও স্বভাব দেখিবে, তাহা হইলে বালক কোন্ লগ্নের কোন্ নবাংশ ভাগে জন্মিয়াছে ইহা স্থির হইবে। এই রূপে অপরাপর সমস্ত লগ্নের নবাংশ বিচার করিতে হইবে।

প্রকৃতিবিরুদ্ধো বিষমো
বিষমধিনিরীক্ষিতো বৃষস্যাদ্যে ॥১॥
গাম্ভীর্য্যসত্বহীনো নিস্বঃ সতত বিহীনকুলমেধাঃ।
প্রতিকূলকর্ম্ম মিথ্যাবহুপ্রলাপী বিরুদ্ধদানরতঃ ॥২॥
মিষ্টান্নবান্ বপুষ্মান্ স্ফুটাগ্রনাসাপুটাক্ষিবৃত্তজঙ্ঘঃ।
যজ্ঞাগ্নিকর্ম্মনিরতঃ স্থিরপার্ষ্ণিকরস্তৃতীয়নবভাগে ॥৩॥
সুমহৌজা দীর্ঘভুজোঽতিশয়িতো দুষ্টনাদদুষ্টমনাঃ।
ছাগেক্ষণঃ প্রশান্তোঽল্পধনস্তীক্ষ্ণশ্চতুর্থেঽঙ্গে ॥৪॥
ব্যালম্বিতুঙ্গঘোণো মহর্ষভাকারবক্রঘনকেশঃ।
স্যাৎ পঞ্চমে বিলাসী বৃত্তভুজস্কন্ধকটিগৌরঃ ॥৫॥
দক্ষঃ স্থিরঃ সুকেশঃ স্নিগ্ধতনুর্বহুবাক্ প্রগল্ভঃ স্যাৎ।
মাধুর্য্যহাস্যনিরতঃ কৃশঃ সুনিপুণো ভবেৎ ষষ্ঠে ॥৬॥
ভবতি অনৃতপরঃ পরযুবতিরতঃ সুতবামালক্ষ্যঃ স্যাৎ।
উদ্বৃদ্ধাঙ্গঃ স্বজনদ্বেষী গুরুপাদসূক্ষ্মকেশঃ ॥৭॥
ব্যাঘ্রেক্ষণঃ সুদশনো ললিত-
বপুঃ স্ফুটনসোঽল্পকর্ম্ম স্যাৎ।
উদ্বৃত্তশীলঃ কেশায়তন-
নখমুখরৈস্তথাষ্টমজঃ ॥৮॥
পাপোঽল্পমান্যোসত্বভীরুঃ
হক্রোধসমরুচিরমূর্ত্তি কিতবঃ।
স্যাৎ সঞ্চিতধনঃ প্রসিদ্ধঃ
কৃশস্তুধস্তাৎ প্রলাপ্যান্তে ॥৯॥ ইতি বৃষস্য।

বৃষরাশির নবাংশ ফল।

বৃষের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, কুৎসিত কৃশ ও সমান শরীর সম্পন্ন, লোভী, শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন, নীচ কর্ম্মচারী, বিরুদ্ধ স্বভাব, বিষম প্রকৃতি, বুদ্ধি-বৈষম্য ও অল্পদৃষ্টি বিশিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, গাম্ভীর্য্য প্রকৃতি হীন, ধনহীন, সর্ব্বদা স্বীয় কুলমর্য্যাদা ও মেধাশূন্য, বিরুদ্ধ কর্ম্ম-কর, মিথ্যা ব্যবহারী, অনর্থক অনেক মিথ্যাবাক্য ভাষী, বিরুদ্ধ দানরত, হইয়া থাকে।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, মিষ্টান্ন ভোজী, বপুষ্মান্, চক্ষু ও নাসিকা প্রফুল্ল এবং গোল জঙ্ঘা, যজ্ঞাগ্নি কর্ম্মে রত, গুল্ফ এবং হস্ত অতিশয় দৃঢ় হইবে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, উত্তম মহাতেজস্বী, দীর্ঘহস্ত, প্রবল দুষ্ট শব্দকারী, দুষ্টান্তঃকরণ, ছাগ সম চক্ষুবিশিষ্ট, অল্পবিত্ত সম্পন্ন ও উগ্র প্রকৃতি হয়।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, দীর্ঘ উচ্চনাসিকাবিশিষ্ট, বৃষের ন্যায় আকার সম্পন্ন, বক্র ও নিবিড় কেশযুক্ত, বিলসী, ভুজ স্কন্ধ ও কটিদেশ অতিশয় দৃঢ় এবং গৌরবর্ণ হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, পটু, স্থিরপ্রকৃতি, উত্তম কেশযুক্ত, স্নিগ্ধশরীর, বাচাল, প্রগল্ভ মধুর হাস্য-যুক্ত, কৃশ ও অতিশয় নিপুণ হইয়াথাকে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, কেবলমাত্র মিথ্যারত, পরস্ত্রী আশক্ত, শরীরের ঊর্দ্ধভাগ বর্দ্ধিত, আত্মীয় বিদ্বেষী, স্থূলপদ ও সূক্ষ্মকেশ বিশিষ্ট হইবে এবং তাহার স্ত্রী ও পুত্র কখন তাহার দর্শনে সুখী হইবে না।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, ব্যাঘ্রসদৃশ দৃষ্টি বিশিষ্ট উত্তম দন্ত, কোমল দেহ, প্রফুল্ল নাসিকা, অল্প কর্ম্মকর ও মস্তক মুখ নখ ও কেশ অতিশয় উত্তোলিত হইবে।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, পাপী, অল্পমান্য বিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়শূন্য, ক্রোধী, কুৎসিত দেহ, ধূর্ত্ত, সঞ্চিত ধনসম্পন্ন, বিখ্যাত ও কৃশ হয়।

রোমাচিতাঙ্ঘ্রিস্বভুজোঘণা-
সিতাপাঙ্গদৃক্ তথোগ্রনসঃ।
দূর্ব্বাকাণ্ডশ্যামঃ কৃশাঙ্গ-
পাণিস্তৃতীয়ভবনাদ্যে। ১॥
বিকটশিরোঽতিবিকর্ম্মা পান-
রুচির্ম্মধ্যলগ্নঘোণঃ স্যাৎ।
বহুভাষী বহুচেষ্টো বিগ্রহধায়ী প্রবুদ্ধশ্চ ॥২॥
গৌরাতিরিক্তনয়নঃ সুনা-
সিকঃ সমতনুঃ সুমেধাঃস্যাৎ।

দীর্ঘনসোঽসিতভ্রুর্বাক্-
চতুরঃস্যাত্তৃতীয়াংশে ॥৩॥
সুভ্রুললাটপট্টঃ কাম নীলোৎ-
পলাক্ষশ্চটুলঃ স্যাৎ।
সিতদন্তোম্বুবক্ত্রঃ প্রশস্ত-
রোমোপচিতশ্চতুর্থাংশে ॥৪॥
পৃথ্বীধরো বৃহৎস্ফিক্ পীনবরবক্ত্রে রুভুজাধরঃকালঃ।
স্থূলশিরা মায়াবী বিড়ালমুখনয়নস্তু পঞ্চমজঃ ॥৫॥
মধ্বীক্ষণঃ প্রলাপী ব্যস্তললাটহৃদয়ঃ সমঃ সুতনুঃ।
কিতবঃ স্থূলঃ সুরুচিরোষ্ঠরদঃ ষষ্ঠিগুণঃ সত্যযুতঃ ॥৬॥
তাম্রারুণাভবর্ণঃ সমুন্নতাক্ষো বিশালবক্ষঃ স্যাৎ।
শিক্ষাস্ত্রশিল্পনিপুণো হাস্যরতিঃ সপ্তমে জাতঃ ॥৭॥
শ্যামো গুরুর্ম্মনস্বী ললিতো মধুরাভিধানমূর্ত্তিঃ স্যাৎ।
ব্যস্তবিবৃদ্ধশরীরো দীর্ঘাসিতদৃক্ কলাবিদষ্টমজঃ ॥৮॥
বৃত্তাসিতদৃক্ সুতনুঃ স্নিগ্ধোমেধাবানভিজ্ঞঃ স্যাৎ।
বিজ্ঞানকাব্যনিরতো নবমেঽংশে ধার্ম্মিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৯॥
ইতি মিথুনস্য।

মিথুনরাশির নবাংশ ফল।

মিথুনের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, হস্ত পদ লোমযুক্ত, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, অপাঙ্গ দৃষ্টিসম্পন্ন, উগ্রনাসিকা বিশিষ্ট, দুর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ, অঙ্গ ও হস্ত কৃশ হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, বিকৃতমস্তক, গর্হিত কর্ম্মকর, পানীয়রুচি, নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন, বহুভাষী, বহুচেষ্টান্বিত, যুদ্ধ গমনশীল ও বুদ্ধিমান্ হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, অতিশয়কৃষ্ণবর্ণ লোচন, সুন্দর ও দীর্ঘ নাসিকাযুক্ত, সম শরীর, উত্তমমেধাযুক্ত, অল্পশ্মশ্রুবিশিষ্ট ও বাক্‌চতুর হইবে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, ললাট ও ভ্রূযুগল সুন্দর, কামী, নীলোৎপল লোচন, চঞ্চল, শুভ্রদন্ত, সুমুখ ও প্রশস্ত রোমাবৃত হইয়াথাকে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, বৃহন্নিতম্ববিশিষ্ট, হস্ত মুখ বক্ষঃস্থল ও অধরদেশ পীন, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলমস্তক, মায়াবী, মার্জ্জারের ন্যায় মুখ ও নয়ন হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, উত্তমদৃষ্টি সম্পন্ন, প্রলাপী, ললাট ও হৃদয় বিস্তৃত, সুন্দর, সমান, ধূর্ত্ত, স্থূলদেহ, মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠ এবং সত্যযুক্ত হইবে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, তাম্রারুণ বর্ণ, উন্নত-লোচন, বিশালবক্ষঃস্থল, অস্ত্র শিক্ষা ও শিল্পবিদ্যায় নিপুণ ও হাস্যরতি হইয়াথাকে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে শ্যামবর্ণ, গুরুভাবাপন্ন, মনস্বী, লম্পট, দৃষ্টান্তপ্রদ, সুন্দর শরীর সম্পন্ন, বিবৃদ্ধ দেহ, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ লোচন ও কলাবেত্তা হয়।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, কৃষ্ণবর্ণ গোলচক্ষু, সুন্দর শরীর, চিক্কণবর্ণ, মেধাবী, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানকাব্যরত ও শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক হইবে।

নির্ম্মলবাক্ সুগৌরঃ সুমূর্দ্ধজঃ স্যাৎ বিশালকুক্ষিঃ।
মণ্ডলমুখোন্নতাক্ষঃ স্তব্ধাঙ্গঃ স্যাৎ কুলীরাদ্যে ॥ ১॥
রুচিরচ্ছবিরক্তনসঃ কলিপ্রিয়ঃ স্যাদ্বিতানমুখনেত্রঃ।
কর্কিদ্বিতীয়ভাগে ত্যাগী কৃশজানুজঙ্ঘশ্চ ॥ ২॥
গৌরঃ সুনেত্রো বাগ্মী সুকুমারঃ শূরঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ।
শ্রীমান্ মৃদুকর্ম্মরতস্তৃতীয়ভাগে ভবেদ্দলসঃ ॥৩॥
শ্যামচ্ছবির্ব্বিনতভ্রুর্ব্বিশালনেত্রোচ্চতনুঃ সুবক্ষাশ্চ।
ক্ষীণোগ্ররদো দাতা স্বজাতিকার্য্যশঠশ্চতুর্থেস্যাৎ ॥৪॥
ঘটশিরো নতাস্যঃ সুসংহতভ্রূঃ সুদীর্ঘবাহুঃ স্যাৎ।
সেবারতো বিকর্ম্মা মধ্যে স্বমর্ষণোঽল্পমেধাশ্চ ॥৫॥
দীর্ঘবিশালশরীরঃ প্রশস্তনয়নো বহুপ্রতাপঃ স্যাৎ।
গৌরঃ স্ববংশপোষ্টা বক্তা ষষ্ঠেপৃথুদন্তঃ ॥ ৬ ॥
ভিন্নশিরো বহুরোমা বলবপুঃ স্যাচ্ছিরালজঙ্ঘঃ।
পরগৃহভক্ষণশীলঃ কাকাকারঃ সপ্তমজঃ ॥৭॥
ঘটশিরাঃ সুশিল্পী বিদ্বান্ সুমুখঃ সুজঙ্ঘকঃ কুমতিঃ।
মধ্যবিলগ্ননসঃ স্যাদষ্টমভাগে তু কৃষ্ণশ্চ ॥৮॥

গৌরো ধর্ষিতনেত্রো গুরূদরঃ পৃথুপীনবরবক্ষাঃ স্যাৎ
দীর্ঘতনুর্লম্বোষ্ঠো মহোরুঃ কৃশজানুগুল্ফৌ ॥ ৯ ॥

ইতিকর্কটস্য।

কর্কট রাশির নবাংশ ফল।

কর্কট রাশির প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, নির্ম্মলবাক্য সম্পন্ন, সুন্দর গৌরবর্ণ, উত্তম কেশবিশিষ্ট, বিশাল উদর, গোলাকার মুখ ও উন্নত চক্ষু এবং শুদ্ধাঙ্গ হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, মনোহর দীপ্তিবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ নাসাসম্পন্ন, যুদ্ধপ্রিয়, চক্ষু ও মুখ বিস্তৃতত্যাগী ও কৃশজানু জঙ্ঘা হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, সুন্দর লোচন, বাকপটু, সুকুমারমূর্ত্তি, শূর, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, শ্রীসম্পন্ন, মৃদুকর্ম্মরত ও অলস হইয়া থাকে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, বিনত ভ্রূ, বিশাল নেত্র, উচ্চ তনু, সুন্দর বক্ষঃস্থল, সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ দন্ত, দাতা, ও স্বজাতি কার্য্যশঠ হয়।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, কলসের তুল্য মস্তকবিশিষ্ট নিম্নমুখ, ভ্রূযুগল মিলিত, দীর্ঘবাহুসম্পন্ন, সেবারত, গর্হিত কর্ম্মচারী, অমর্ষ পরায়ণ ও অল্পমেধাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, দীর্ঘ ও বিশাল শরীর, প্রশস্ত নয়ন, বহু প্রতাপ বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ, স্ববংশ পালক, বক্তা ও স্থূলদন্ত হয়।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, বিদারিত মস্তক, বহু রোম-যুক্ত, বলবান্ শরীর, স্থূল শিরাবিশিষ্ট জঙ্ঘা, পরগৃহে ভক্ষণ শীল ও অতিশয় প্রগল্ভ হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, কলসের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট, উত্তম শিল্পকর্ম্মকুশল, বিদ্বান্, সুন্দর মুখ, উত্তম জঙ্ঘাযুক্ত, কুমতিসম্পন্ন, নাসিকার মধ্যস্থল বিলগ্ন ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, ধর্ষিত নেত্র, গুরুতর উদরবিশিষ্ট, বক্ষঃস্থল স্থূল ও উন্নত, দীর্ঘদেহ সম্পন্ন, লম্বোষ্ঠ, মহৎ উরু, জানু ও গুলফ দেশ কৃশ হয়।

মন্দোদরঃ প্রচণ্ডো বক্তালসো বৃহচ্ছিরাঃ শূরঃ।
উন্নতমাংসলবক্ষাঃ সিংহপ্রথমে ভবেদ্ভাগে ॥১॥
উন্নতবিততললাটশ্চতুরঃ সুতনুর্ব্বিশালনেত্রো গুরুঃ।
দীর্ঘভুজোন্নতবক্ষাঃ পৃথুপ্রঘোণো দ্বিতীয়েঽংশে ॥২॥
রোমচিতায়তবাহুশ্চঞ্চলনয়নশ্চলঃ শুভত্যাগী।
উন্নাসিকস্তৃতীয়ে স্নিগ্ধতনুর্বহিব্রতগণঃ ॥৩॥
ঘৃতমণ্ডগৌরগাত্রো দীর্ঘাসিতলোচনো মৃদুশিরোজঃ।
ভিন্নধ্বনিশ্চতুর্থে পৃথুকরচরণশ্চ ভেককুক্ষিঃ স্যাৎ ॥৪॥
ঘটশিরোঽল্পকেশোঽসিতঘোণাক্ষঃ

স্যাদ্রুচিরোর্দ্ধতনুঃ।

লম্বোদরঃ প্রচণ্ডো দংষ্ট্রোৎকটপীনহৃন্মধ্যো ॥ ৫ ॥
নেত্রাঙ্গরোমমূর্ত্তিঃ স্নিগ্ধসমাশ্রুবিলোচনো দীর্ঘঃ।
শ্যামঃ স্ত্রীণাংচতুরো বিকত্থনো বাক্‌পণ্ডিতঃ ষষ্ঠে ॥৬॥
দীর্ঘাননঃ শিরালঃ পীনতনুঃ স্ত্রীদুর্ভগঃ ক্রুদ্ধঃ।
স্যাৎ সপ্তমে সুদন্তো রোমচিতঃ কূটনিষ্ঠুরভাষী ॥৭॥
উদঘৃষ্টবাক্ স্থিরাংসঃ সুহৃদ্ভুগ্রো ভীরুদৃক্ বিকর্ম্মা চ।
নিস্বঃ কালঃ খরঃ স্যাদষ্টমভাগে প্রসূতশ্চ ॥৮॥
রাসভস্বরোঽসিতাক্ষো ব্যালভুজঃ সুপার্শ্বিজঙ্ঘশ্চ।
শ্বাসনিপীড়িতবক্ষা নবমেঽংশে জায়তে ॥ ৯ ॥

ইতি সিংহস্য।

সিংহরাশির নবাংশ ফল।

সিংহের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, অপকৃষ্ট উদর, অত্যুগ্র, বক্তা, অলস স্বভাব, শিরা বৃহৎ, স্থূল শরীর ও স্থূলবক্ষঃস্থল, হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নবাংশের জন্ম হইলে, ললাটদেশ উন্নত ও বিস্তৃত, চতুর, সুন্দর শরীর, বিশাল নেত্র, গুরুভাবাপন্ন, দীর্ঘ ভুজ, উন্নত বক্ষঃ, স্থূল ও উগ্র নাসিকাযুক্ত হয়।

তৃতীয় নবাংশে হইলে, রোমাবৃত দীর্ঘ বাহু নয়ন, চঞ্চল লোচন, চপল, শুভ, ত্যাগশীল, উন্নতনাসাযুক্ত, স্নিগ্ধশরীর ও বাহ্যিক আচার বিশিষ্ট হইবে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, মৃতমণ্ডের ন্যায় গৌরবর্ণ গাত্র, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ লোচন, মৃদু কেশ, স্থূলকর পদ, ভেকের ন্যায় উদর ও অস্ফুট শব্দ সম্পন্ন হয়।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, ঘটের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট, অল্পকেশযুক্ত, চক্ষু নাসা কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্দ্ধ সুরুচির দেহ, লম্বোদর, উৎকট দন্ত এবং হৃদয় ও কটিদেশ স্থূল হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, অল্পরোমযুক্ত নয়নবিশিষ্ট শরীর, চিক্কণ দীর্ঘাকার সজল নয়ন বিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, স্ত্রীচতুর, বৃথা গর্ব্বকর ও বাক্‌পণ্ডিত হইবে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, দীর্ঘবদন, স্থূল শিরা, পীনতনু, স্ত্রী দৌর্ভাগ্য বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, উত্তম সত্ব সম্পন্ন রোমযুক্ত মিথ্যা ও নিষ্ঠুরভাষী হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, উচ্চবাক্যসম্পন্ন স্থিরাংস, বন্ধুবর্গে উগ্র, ভীরু দৃষ্টি, গর্হিত কর্ম্মকারী, ধনহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণ হয়।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গর্দ্দভের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, সরল হস্ত, জঙ্ঘার পশ্চাৎ ভাগ উত্তম ও শ্বাস ও নিপীড়িত বক্ষঃস্থল হইবে।

শারঙ্গাক্ষো বক্তা প্রদানসংভোগবান্ধব সমৃদ্ধঃ।
শ্যামোন্নতহৃদয়ঃ স্যাদেবাসিং প্রথমাংশে জাতঃ ॥১॥
পূর্ণাননঃ সুবক্ষাঃ স্নিগ্ধো মৃদুবচনবাদশীলোজ্ঞঃ।
লুব্ধো গুরূদরঃ স্যাদ্বধূ দ্বিতীয়ে মহোরুশ্চ ॥ ২ ॥
স্ফুটনাসিকাপুটঃ স্যাৎ প্রশস্ত-
গৌরশ্চ ঘনতনুভুজঃ স্পষ্টঃ।
বাগ্মী সুদৃক্ তৃতীয়ে শ্রুত-
বাক্যঃ স্ত্রীসুরমতে চ ॥ ৩ ॥
সুকুমারমূর্ত্তির্মধুরো দীর্ঘঃ স্যাদল্পরোমকচদেহঃ।
বক্রোঽতিগৌরস্তীক্ষ্ণশ্চ কৃশো দ্বিমূর্দ্ধাচ ॥ ৪ ॥
স্থূলোষ্ঠো বহুভাবী পীনভুজঃ পৃথুশিরা মহাংশঃ স্যাৎ।
পঞ্চমজঃ পৃথুবক্ষাঃ পরাশ্রয়ো মন্দজঙ্ঘকচঃ ॥
স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সুবাক্যঃ প্রশস্ততনুঃ শাস্ত্রকৃন্মতিপ্রচুরঃ।
লিপিলেখ্যকলাভিজ্ঞঃ সুমতিঃ ষষ্ঠে বিহারী চ ॥৬॥
হ্রস্ববদনোন্নতাংশঃ স্নিগ্ধমৃদুভুজকুটিলকেশঃ স্যাৎ।
সপ্তমজঃ পৃথুজঠরবচনোঽম্বুভীরুশ্চ ॥ ৭ ॥
সুকুমারদীর্ঘগৌরঃ শ্বেতোন্নতদৃক্ প্রচণ্ডমানী স্যাৎ।
ব্যালসুপীনবাহুঃ পিঙ্গললোমাষ্টমজাতঃ ॥ ৮ ॥
খ্যাতো মৃদুঃ সুমূর্ত্তির্বিশালনেত্রোঽসদৃশসত্বঃ।
চতুরো নবমেঽংশে স্যান্নতাংশ লেখ্যাদিবিদ্বাংশ্চ ॥৯
ইতি কন্যায়াঃ।

কন্যারাশির নবাংশ ফল।

কন্যার প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, মৃগের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট, বক্তা, দান, ভোগ ও বন্ধুগণ দ্বারা সমৃদ্ধি সম্পন্ন, শ্যামবর্ণ ও উন্নত হৃদয় হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন বদন, সুন্দর বক্ষঃস্থল, চিক্কণ, মৃদু বচন সম্পন্ন, বাদশীল, পণ্ডিত, লোভী ও স্থূলোদর হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, প্রফুল্ল নাসিকা বিশিষ্ট, প্রশস্ত গৌরবর্ণ, দেহ ও ভুজ অতিশয় ঘন, প্রফুল্ল, বাগ্মী, সুন্দর নয়ন, শ্রুতিধর ও অনেক স্ত্রীরতিকর হইবে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, সুকুমার দেহ সম্পন্ন, মধুর, দীর্ঘ, অল্প রোম ও অল্প কেশ বিশিষ্ট দেহ, বক্রভাবাপন্ন, অতিশয় গৌর, তীক্ষ্ণ স্বভাব, কৃশ এবং দ্বিমস্তক হইয়া থাকে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, স্থূল ওষ্ঠবিশিষ্ট, বহুভাষী, উচ্চ ভুজ, স্থূল শিরা, বৃহৎ কোষযুক্ত, পৃথু বক্ষঃস্থল, অন্যের আশ্রয় দাতা, কেশ ও জঙ্ঘা কুৎসিত হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, চিক্কণ দীপ্তি বিশিষ্ট, বাক্যসম্পন্ন, প্রশস্ত দেহ, শাস্ত্রকর্ম্মে প্রচুর বুদ্ধি, লিপি লেখ্য, কলাভিজ্ঞ ও সুমতি হইবে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, হ্রস্বমুখ, উন্নত স্কন্ধ, স্নিগ্ধ কোমল হস্ত, কুটিল কেশসম্পন্ন, স্থূল জঠর, গুরুবাক্যসম্পন্ন ও অম্বুভীরু হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, সুন্দর, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ দেহ,

শ্বেতবর্ণ, উন্নতদৃষ্টিসম্পন্ন, উগ্রপ্রকৃতি, মানী, দীর্ঘ, সরল হস্ত ও পিঙ্গলবর্ণ লোমযুক্ত হয়।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, খ্যাতাপন্ন, মৃদু, সুন্দর শরীর, বিশাল নয়ন, বিষম প্রকৃতি, চতুর, নিম্নস্কন্ধ, লেখ্যাদি কর্ম্মে পণ্ডিত হইবে।

গৌরো বিশালনেত্রঃ শ্লাঘী দীর্ঘাননোঽর্থগোপ্তা স্যাৎ
ঘনকূর্চ্চপণ্যকুশলস্থুলাধরাদ্যংশজঃ সুবাক্যঃ স্যাৎ ॥১।
পৃথুমণ্ডলনেত্রঃ স্যাৎ করালদন্তো বিনিম্নভুজযুগলঃ।
সুগণো বিস্তৃতহৃদয়ঃ কুতনুর্দ্বিতীয়জঃ সংহতভ্রূশ্চ।২।
ঘোরোঽশ্বমুখঃ সুরদো মধুমতাক্ষঃ কৃশোঽরিলব্ধযশাঃ
দীর্ঘশিরোরুহঘোণস্তৃতীয়জঃ স্যাচ্ছরণ্যশ্চ ॥ ৩ ॥
মৃগতরলদৃক্ ভ্রূস্বমুখনসো ভুবিবিলাসিকঃ প্রাংশুঃ।
স্নিগ্ধঃখরঃ শীলবান্ ষষ্টিশাস্ত্রোঽর্থ সুবি-
ষাদঃ শ্যামঃ পীনশ্চতুর্থজো ভবতি ॥ ৪ ॥
গম্ভীরদৃক্ স্থিরাত্মা সুহৃৎপ্রিয়ঃ পঞ্চমে মান্যঃ স্যাৎ।
খরকেশত্বক্নেত্রো মধ্যপ্রবিলগ্নঘোণদৃষ্টিশ্চ॥ ৫ ॥
পানাঙ্গো গৌরঃ স্যাদ্বিশালবক্ত্রঃ সুনাসিকঃপ্রাংশুঃ।
স্নিগ্ধস্বরঃ সুপ্রাজ্ঞঃ ষষ্ঠে শাস্ত্রার্থশিক্ষাবিৎ ॥ ৬॥
রক্তান্তনেত্রমতিমান্ গুরুরক্তনুঃ কৃশললাটঃ স্যাৎ।
যুদ্ধপ্রচণ্ডঃ সরলঃ সপ্তমভাগে বচস্বী চ ॥ ৭ ॥
তুঙ্গাঙ্গগণ্ডভোক্তা কঠিনতনুর্দীর্ঘনাসিকভ্রূঃ স্যাৎ।
নির্মিক্তবাক্প্রশান্তো মধ্বক্ষিসদ্বক্ষমস্তকোঽষ্টমজঃ ৮
স্বক্ষঃ প্রসন্নগৌরঃ সমচারুতনুঃ পটুঃ কলানিরতঃ।
দাক্ষিণ্যহাস্যনিরতো বিট্স্বভাবো ভবেন্নবমে ॥৯॥
ইতি তুলায়াঃ ॥

তুলারাশির নবাংশ কল্প।

তুলার প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, বিশাল নেত্র, শ্লাঘাকর, দীর্ঘবদন বিশিষ্ট, অর্থগোপ্তা, ঘন শ্মশ্রু সম্পন্ন, বাণিজ্যকুশল ও উত্তম বাক্য বিশিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, চক্ষুযুগল বিশাল ও গোলাকার, ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট, হস্তদ্বয় লম্বিত, সুগণ সম্পন্ন, বিশাল হৃদয়, কুৎসিত শরীর ও মিলিত ভ্রূ হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, ঘোটকের সদৃশ মুখ বিশিষ্ট, সুন্দর দন্তযুক্ত, উত্তম উন্নত লোচন, কৃশ দেহ, শত্রুলব্ধযশ, কেশ ও নাসিকা দীর্ঘ এবং সকলের শরণ্য হইবে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, হরিণের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টি সম্পন্ন, মুখ ও নাসা খর্ব্ব, বিলাসী উন্নত দেহ, স্নিগ্ধ, উগ্র স্বভাব, শীলবান্, চতুঃষষ্ঠি শাস্ত্রার্থবেত্তা, বিষাদযুক্ত ও শ্যামবর্ণ হয়।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, গম্ভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট, স্থির প্রকৃতি, বন্ধুপ্রিয়, মান্যবান্, এবং তাহার কেশ, ত্বক্ ও নেত্র অতিশয় তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি ও নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, স্থূলাঙ্গসম্পন্ন, গৌরবর্ণ, বিশাল মুখ, সুন্দর নাসিকা বিশিষ্ট, উন্নত দেহ, স্নিগ্ধ স্বরসম্পন্ন, উত্তম বুদ্ধি বিশিষ্ট, শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থবেত্তা হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, রক্তান্ত চক্ষু বিশিষ্ট, বুদ্ধিমান্, গুরুভাবাপন্ন, কৃশশরীর, ললাটদেশ কৃশ, যোদ্ধা প্রচণ্ড, বলবান্ ও বচস্বী হয়।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, গণ্ড ও অঙ্গ অতিশয় তুঙ্গ, ভোক্তা, কঠিন শরীর, ভ্রূ নাসা দীর্ঘ, বিশুদ্ধ বাক্য, প্রশান্ত, সুন্দর নয়ন, বক্ষ ও মস্তক উত্তম হইবে।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, সুন্দর ব্যবহারবিশিষ্ট, প্রসন্ন মূর্ত্তি, গৌরবর্ণ, সমভাবাপন্ন মনোহর তনু, কর্ম্মকুশল, কলাশাস্ত্রে নিযুক্ত, দয়াবান্, হাস্যনিরত এবং বৈশ্যের ন্যায় স্বভাব সম্পন্ন হয়।

ভ্রূস্বো নতোষ্ঠঘোণঃ সুললিত-
নাভিঃ স্যাদ্দৃঢ়াঙ্গো গৌরশ্চ।
দুর্দ্ধরকুক্ষি ভুজশিরো-
ঽষ্টম প্রথমে নবমেভাগে ॥১॥

গৌরঃ পৃথ্বায়ত স্ববাহুস্তাম্রদৃক্ দ্বিতীয়েস্যাৎ।
উদ্ধতবল রিপুহন্তা সাহস ক্রুদ্ধাতিকোপশ্চ ॥২॥
প্রাজ্ঞো দৃঢ়বাহুঃ প্রসন্নকোপঃ সুমধুরবাক্যঃ স্যাৎ।
কামীনরো বপুষ্মান্ গৌররুচিরাধরৌষ্ঠশ্চ ॥৩॥
পরদারদ্রোহরতি ক্ষেপ্তাধীরশ্চতুর্থজোদীর্ঘঃ।

শ্যামোঽসিতকেশাক্ষোঽটন-
প্রগল্ভঃ পীনরোমাংশঃ ॥৪॥

গম্ভীরতাম্রাক্ষো লগ্ননসঃ পঞ্চমে ধনেশঃ স্যাৎ।
লম্বোদরোগ্রকর্ম্মা ব্যস্তদৃঢ়াঙ্গো যশস্বী চ ॥৫॥
দ্বেষ্টাস্থ স্তব্ধাক্ষঃ স্পষ্টোশ্বনসো গম্ভীরসত্বঃ স্যাৎ।
সুনয়ঃ প্রচণ্ড কর্ম্মা ষষ্ঠে দক্ষোঽল্পকথোনতভ্রূশ্চ ॥৬॥
দারিতমুখঃ শিরালঃ প্রবিকীর্ণরদঃ শিরাবরণপঙ্গুঃ।
লম্বোদরাপ্লুতাক্ষঃ স্রস্ততনুঃ সপ্তমে ভবেদংশে ॥৭॥

স্ফুটিতাগ্রনসঃ কাণো বিপন্ন-
বংশো মলীমসাঙ্গঃ স্যাৎ।
ভিন্নোৎকটঃ শিরোরুহৈ
রসত্য কুমতিস্তথাষ্টমজঃ ॥৮॥
গৌরোঝষাকৃতিঃ সুদৃক্
প্রশস্তপীনাংশ রোম দৃঢ়শীলঃ।
সুসম্মতশ্চ গুরূণাং ততঃ
প্রদাতা নবমে ভাগে ॥৯॥ ইতি বৃশ্চিকশ্চ।

বৃশ্চিক রাশির নবাংশ ফল।

বৃশ্চিকের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, খর্ব্ব, নিম্ন ওষ্ঠ ও নাসিকাসম্পন্ন, সুললিত নাভি, দৃঢ়াঙ্গ, গৌরবর্ণ, উদর, হস্ত ও মস্তক অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, দীর্ঘায়ত হৃদয় ও বাহুবিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ চক্ষু, উদ্ধত, বলবান্, শত্রুহন্তা, সাহসিক ও ক্রোধী হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, বুদ্ধিমান্, দৃঢ়হস্ত, ক্রোধ-ক্ষমী, সুমধুর বাক্যবিশিষ্ট, কামী, বপুষ্মান্, গৌরবর্ণ, অধর ও ওষ্ঠ মনোহর হইয়া থা—

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, পরস্ত্রীর ধর্ষনকারী, ক্ষেপণ কর্ত্তা, ধীর, শ্যামবর্ণ দীর্ঘ দেহ, কেশ ও নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, গমনে প্রগল্ভান্বিত, স্কন্ধ ও রোম পীন হইবে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, গম্ভীর প্রকৃতি, তাম্রবর্ণ লোচন, লগ্ননাসিকা, ধনেশ্বর, দীর্ঘ উদর বিশিষ্ট, উগ্র কর্ম্মকারী, বিস্তৃত দৃঢ় দেহ ও যশস্বী হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, বিদ্বেষী, সুন্দর স্তব্ধ নয়ন, প্রফুল্ল, অশ্বের সদৃশ নাসিকা বিশিষ্ট, গম্ভীর প্রকৃতি, উত্তম বিনয়সম্পন্ন, উগ্রকর্ম্মা, পটু, অল্পকথনশীল ও নত ভ্রূ হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, বিস্তৃত বদন, স্থূল শিরা সম্পন্ন, বিরল দন্তবিশিষ্ট, শিরাবরণে পঙ্গু, লম্বোদর, রোমযুক্ত নয়ন, সুন্দর শরীর সম্পন্ন হইবে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, নাসিকার অগ্রভাগ প্রফুল্ল, এবং সে কাণ, (এক চক্ষু বিহীন), বংশের বিপদকর, মলিন দেহ, কেশ দ্বারা কুদৃশ্য, মিথ্যাবাদী ও কুমতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, সুন্দর দৃষ্টিসম্পন্ন, স্থূল প্রশস্ত স্কন্ধ, দৃঢ় রোমযুক্ত, গুরুগণের সুসম্মত ও দাতা হয়।

সুবৃহন্নখোজদৃষ্টিঃ স্ফুটাগ্রহাসীসুভিন্নরোমা চ।
গৌরঃ সুব্রণশ্চাপাদ্যংশে প্রচণ্ডঃ স্যাৎ ॥১॥

প্রোত্তুঙ্গশিরাঃ স্থিরধীর্ব্বি-
স্তীর্ণাক্ষো গুরুঃ স্থিরচরণঃ স্যাৎ।
বিকৃতাগ্রনাসো দীর্ঘো
মহাহনুঃ স্যাদ্দ্বিতীয়েংশে ॥২॥

দীক্ষা শাস্ত্রানুমতিঃ প্রগল্ভঃ সম্পূর্ণমূর্ত্তিঃ সুনয়নঃ।
স্ত্রীবল্লভো মনস্বী তৃতীয়জো হাস্যশিল্পজ্ঞঃ ॥৩॥

দক্ষোমধুর মণ্ডলদৃক্ গৌরঃ
কচ্ছপ বিবৃদ্ধকুক্ষিঃ স্যাৎ।
প্রাজ্ঞোনটঃ সুকেশঃ
পৃথু শুভমূর্ত্তিশ্চতুর্থেংশে ॥৪॥

পৃথু কর্ণনেত্রবদনঃ প্রসিদ্ধঃ সুবিগ্রহোমহাংশ্চ স্যাৎ।
পীনোন্নতাংশহস্তঃ পঞ্চমজোগূঢ় রোমদৃঢ়বুদ্ধিঃ ॥৫॥

স্নিগ্ধা সিতাস্ত পৃথুদৃক্ মহা-
ললাটঃ সুমূর্ত্তিঃ কাব্যরতঃ।
পৃথুপীনমুখো হীনঃ ষষ্ঠে বিদ্বান্
কবিস্তু ধীরঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

শ্যামো মৃদুর্ব্বচস্বী তুঙ্গশিরাঃ সংগ্রাহার্থ সত্বরতঃ।
দীর্ঘো বিশালনয়নো দাক্ষিণ্যপটুশ্চ সপ্তমজঃ ॥ ৭ ॥
চিপিটাগ্রনাসিকঃ স্যাদ্বিস্তীর্ণশিরাঃ সুবদ্ধবৈরশ্চ।
বিভ্রান্তদৃক্ প্রতাপী গুরুষ্বভিরতোঽষ্টমাংশ ভবঃ ॥৮॥

গৌরোহয়াকৃতিমুখো দীর্ঘাসিতদৃক্
তথাল্পবাক্যঃ স্যাৎ।
সত্যঃ সতাং বিবাদী নবমে কুটিলোরুজঙ্ঘশ্চ ॥ ৯ ॥

ইতি ধনুষঃ।

ধনুরাশির নবাংশ ফল।

ধনুর প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, সুন্দর, বৃহন্নখ বলবান্, দৃষ্টিসম্পন্ন উচ্চহাস্যকারী প্রফুল্ল, মনোহর লোমযুক্ত, গৌরবর্ণ, সুন্দর বৃষণ ও ক্রোধী হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, উচ্চ মস্তক, স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন, বিশাল নেত্র, গুরুভাবাপন্ন, স্থির চরণ, নাসিকাগ্র বিকৃত ও হনুদেশ বিস্তৃত হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, দীক্ষাশাস্ত্রে মতি, প্রগল্ভ, সম্পূর্ণ গঠন; সুন্দর চক্ষু, স্ত্রীবল্লভ, মনস্বী, হাস্য ও শিল্পবেত্তা হইয়া থাকে।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, পটু মনোহর মণ্ডলাকার নয়ন, গৌরবর্ণ, কচ্ছপ সদৃশ বিস্তৃত কুক্ষিদেশ, প্রাজ্ঞ, নটকর্ম্মকর, উত্তম কেশসম্পন্ন ও পৃথুসুন্দর মূর্ত্তি হয়।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, কর্ণ, নেত্র, বদন, অতিশয় স্থূল, বিখ্যাত, সুন্দর দেহ, মহৎ, হস্ত ও স্কন্ধ পীন এবং উন্নত, ঘন রোমযুক্ত এবং দৃঢ়বুদ্ধি সম্পন্ন হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ অতিশয় শুক্ল-দৃষ্টিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ ললাট, সুন্দর মূর্ত্তি, কাব্যরত, পৃথু পীনবদন, হীনপ্রকৃতি, বিদ্বান্, কবি ও ধীর হয়।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে; শ্যামবর্ণ; মৃদু, বচস্বী, উচ্চ মস্তক, সংগ্রাহার্থ রত; দীর্ঘ দেহ, বিস্তৃত লোচন, দয়ালু ও পটু হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, চিপিট নাসাগ্র, বিস্তীর্ণ মস্তক, সুবদ্ধ বৈর, বিভ্রান্ত, দৃষ্টিসম্পন্ন, প্রতাপশালী ও গুরুগণে অভিরত হয়।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, হয়াকৃতি বদন, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ চক্ষু, অল্পবাক্, সত্যবাদী, সাধু বিবাদী, এবং তাহার উরু ও জঙ্ঘা কুটিল হইবে।

বিবলাগ্ররদঃ শ্যামঃ প্রভিন্নবাক্
খরশিরোরুহাগ্র তনুঃ।
গীতবর হাস্যনিরতো মকরাদ্যো
বলধনঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥

শ্যামো বক্রনখঃ স্যাদ্গীতাভিরতো বিশাল দেহঃ।
প্রচুরাঙ্গনাঽনিরতো বহুভাষী চ দ্বিতীয়জঃ কল্যঃ ॥২॥

গান্ধর্ব্বকলাভিরামঃ খ্যাতো
গৌরোঽতিরক্তনখদৃক্ সুনসঃ।
বহুমিত্র বন্ধুরতিমান্ তৃতীয়জস্ক্লিষ্ট কর্ম্মা চ ॥ ৩ ॥
রক্তাসিত বৃত্তাক্ষো মহাললাটভুজো দুর্ব্বলাঙ্গকরঃ।
ভবতি হি বিস্তীর্ণ কেশশ্চতুর্থজো বিরলদন্তঃ স্যাৎ ॥৪॥
উদ্দণ্ডঘোণঃ কুস্ত্রীপতিঃ প্রভোক্তা সুনাসিকাবতংশঃ।
শ্যামো বৃত্তোরুভুজঃ পঞ্চমভাগে স্থিরারম্ভঃ ॥ ৫ ॥
স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সুবেশঃ কামরতিঃ সূক্ষ্মসরদঃ সুবক্তা।
ষষ্ঠাংশজঃ পৃথুহনুর্ম্মহাললাটঃ পুমান্ ভবতি ॥ ৬ ॥
শ্যামোঽলসঃ সুভাষী কুঞ্চিতকেশো বৃহত্তনুঃ কঠিনঃ।
মৃদুপাণিপাদমতিমান্ সপ্তমজঃ শীলসম্পন্নঃ ॥ ৭ ॥

গম্ভীরদৃক্ কুঘোণো বক্রাস্যো
ভিন্ননখশিরো ঽঃ স্যাৎ।

উদ্ধততনুঃ শক্তোঽষ্টমজো নতঘোণললাটশ্চ ॥৮॥
বিপুলাক্ষস্তথা সুমেধাঃ পূর্ণমুখো গীতবাদ্যনিরতশ্চ।
মাধুর্য্যসত্বযুক্তঃ সাধুর্নবমে ভবেৎ সুজানুশ্চ ॥ ৯ ॥

ইতি মকরস্য।

মকররাশির নবাংশফল।

মকরের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, দুর্ব্বলদন্তাগ্র, শ্যামবর্ন, প্রভিন্নবাক্, তীক্ষ্ণকেশাগ্রতনু, গায়কশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট হাস্যযুক্ত, বল-ধন ও কৃশ শরীর হয়।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ন, বক্রনখবিশিষ্ট, গীতাভিরত, বিস্তীর্ণদেহসম্পন্ন, বহুরমণীনিরত, বহুভাষী ও-যুদ্ধপ্রিয় হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, গান্ধর্ব্বকলাসম্পন্ন, খ্যাতাপন্ন, গৌরবর্নদেহ, অতিশয় রক্তবর্ন নখ ও চক্ষু, সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট, অনেক মিত্র বন্ধুসম্পন্ন, অভিমানী ও উৎকর্ম্মকারী হয়।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, কৃষ্ণবর্ন, গোলাকার চক্ষুসম্পন্ন, মহা ললাট ও হস্ত, দুর্ব্বলাঙ্গশোভা, বিস্তীর্ণকেশ ও বিরল দন্ত হইবে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, প্রচণ্ড সুন্দর নাসিকা, কুকামিনীপতি, উত্তমভোক্তা, সুন্দরস্কন্ধ, শ্যামবর্ন, উরু ভুজ বর্ত্তুল এবং স্থিরারম্ভ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, স্নিগ্ধদীপ্তি, সুবেশকর, ইচ্ছানুরতি, সম সূক্ষ্মদন্ত, সুবক্তা, স্থূল হনুদেশ ও মহাললাট হইবে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ন, অলসপ্রকৃতি, সুবক্তা, কুঞ্চিতকেশবিশিষ্ট, বৃহৎ তনু, কঠিন, কোমল হস্তপদ, মতিমান্ ও শীলসম্পন্ন হয়।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, গম্ভীর দৃষ্টি, কুৎসিত নিম্ন নাসা, বক্রমুখ, ভিন্ন নখকেশ, উদ্ধত তনু, পটু ও নিম্ন ললাট হইয়া থাকে।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, বিপুলচক্ষু ও হৃদয়সম্পন্ন, সুন্দরমেধান্বিত, পরিপূর্ণমুখ, গীতবাদ্যরত, মাধুর্য্যসত্বযুক্ত, সাধুপ্রকৃতি এবং সুন্দর জানু হইবে।

শ্যামো মৃদুঃ কৃশাঙ্গঃ শাস্ত্রকাব্যবিপুলমতিঃ।
কামী রতিমান্ কান্তঃ কুম্ভস্যাদ্যে ভবেজ্জাতঃ ॥১॥
ত্বক্‌নখদৃষ্টিশিরোজৈঃ স্বরৈশ্চ সুবিপন্নবৎসলঃ সাধুঃ। দীর্ঘোঽতিশিরা মূর্খো দ্বিতীয়ভাগে ভবেজ্জাতঃ ॥২॥
সংশক্ততনুঃ প্রমদাপ্রিয়শ্চ বৈদূর্য্যকান্তিধর্ম্মরতঃ।
শাস্ত্রার্থবিৎ প্রবক্তা তৃতীয়নবাংশকে জাতঃ ॥৩॥
কান্তানুরতো গৌরো বিদারিতাস্যো বিপ্রপ্রাণনাশকরশ্চ। গম্ভীর ধীরশ্চতুর্থজো ভোগরতিযুক্তঃ ॥৪॥
স্পৃষ্টার্থবিৎ কলাজ্ঞঃ খররোমকথাঙ্ঘ্রি কেশনিকরঃ স্যাৎ। সংরুদ্ধ কর্ণঘোণঃ পঞ্চমজঃ কৃষ্ণনয়নশ্চ ॥৫॥
ব্যাঘ্রাননঃ প্রগল্ভঃ কুঞ্চিতকেশস্তুনিশ্চিতার্থশ্চ।
বাতমৃগোরগহন্তা ষষ্ঠেঽংশে বল্লভো নৃপতেঃ ॥৬॥
মেধাক্ষিরদনস্তীক্ষ্ণো গ্রাম্যরতিঃ স্ত্রীষু পরিভূতঃ।
পিত্তরুগর্দ্দিতদেহঃ সপ্তমজঃ সত্বধৃতিযুক্তঃ ॥৭॥
স্থিরসত্ব বুদ্ধিরতিমান্ নরেন্দ্রসেবী ধনেশ্বরঃ সুভগঃ।
স্থূলরদো বিপুলাক্ষঃ সুতনুঃ স্যাদষ্টমে পুরুষঃ ॥৮॥
শ্যামঃ সমগ্রকুশলো বিশ্লেষিতধনদারসুতৈঃ।
নবমাংশজঃ সুবাক্যঃ প্রার্থিতশক্তো ভবেৎপুরুষঃ॥৯॥

ইতি কুম্ভস্য।

কুম্ভরাশির নবাংশফল।

কুম্ভের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ন, মৃদুস্বভাব, কৃশাঙ্গ, শাস্ত্রকাব্যে বিপুলমতিবিশিষ্ট, কামী, রতিমান্ ও কমনীয় হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, ত্বক্ নখ দৃষ্টি কেশ ও শব্দ দ্বারা বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি স্নেহকর, সাধু, দীর্ঘাকৃতি, অতি মস্তক ও মূর্খ হইবে।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, সংশক্তশরীর, প্রমদাপ্রিয়, বৈদূর্য্যকান্তি, ধর্ম্মরত, শাস্ত্রার্থবেত্তা ও সুন্দর বচনশীল হয়।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, কান্তানুরত, গৌরবর্ণ, বিদারিতবদন (এস্থলে 'বিপরীতাস্য' পাঠও দৃষ্ট হয়) বিপ্রপ্রাণনাশকর, গম্ভীরপ্রকৃতি, ধীর ও রতিভোগযুক্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, স্পষ্টার্থবেত্তা, কলাজ্ঞ, বাক্য-চরণ-রোম ও কেশনিকর কর্কশ, রুদ্ধকর্ণনাসা ও কৃষ্ণনয়নবিশিষ্ট হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, ব্যাঘ্রতুল্যমুখবিশিষ্ট, প্রগল্ভ, কুঞ্চিতকেশসম্পন্ন, অনিশ্চিতার্থবেত্তা, উরগ ও বাতমৃগঘাতক, এবং রাজবল্লভ হয়।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, মেষেরন্যায় চক্ষুসম্পন্ন, তীক্ষ্ণদন্ত, নীচরতি, স্ত্রীপরাভূত, পিত্তরোগপীড়িতদেহ এবং ধৃতিসত্ত্বসম্পন্ন হইবে।

অষ্টমনবাংশে জন্ম হইলে, স্থিরসত্ত্বসম্পন্ন, অভিমানী, নরেন্দ্রসেবী, ধনেশ্বর, সৌভাগ্যসম্পন্ন, স্থূলদন্ত, বিপুলচক্ষু এবং সুন্দরদেহ হয়।

নবমনবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ, সমগ্রকর্ম্মকুশল, ধন পুত্র পত্নী বিচ্যুত, সুবাক্যসম্পন্ন এবং বাচ্ক্রা পটু হইবে।

গৌরো বিভক্তদেহশ্চপলো মৃদুঃ স্ত্রীমনা প্রবলচিত্তঃ
উচ্চগলঃ কৃশমধ্যো মীনস্যাদ্যাংশকে জাতঃ ॥১॥
পৃথুপীনমুখাগ্রনখঃ ক্রিয়াপটুর্মাংসভুক্ রুচিরদেহঃ।
কাননপর্ব্বতচারো বৃহচ্ছিরা স্যাদ্বিতীয়ে চ ॥২॥
গৌরঃ সমঃ সুচক্ষুঃ সুতনুর্ধনবাংস্তথা সুবিদ্বাংশ্চ।
দাক্ষিণ্যবান্ বিনীতস্তৃতীয়কে রূপবাংশ্চতুরঃ ॥৩॥
গুণবান্ বিপন্নশীলঃ প্রবৃদ্ধসেবী ক্রিয়াপটুর্ধীরঃ।
সন্ধ্যাধিকো ন যজ্ঞস্ত্বঙ্গনসঃ স্যাচ্চতুর্থে চ ॥৪॥
দীর্ঘোঽগিতঃ প্রভাষী তুঙ্গাত্তস্কন্ধনাসিকঃ স্থিরধীঃ।
হিংসারতিঃ শুভরদো দুষ্প্রসহঃ পঞ্চমে প্রতাপী
স্যাৎ ॥৫॥
কান্তঃ প্রতাপগুণবান্ প্রসন্ন বংশোচ্চ নাসিকো মানী।
তির্য্যঙ্ নয়নঃ খ্যাতঃ ষষ্ঠজঃ স্যাত্তথা নিপুণঃ ॥৬॥
পুরুষাভিমানিহৃদয়ঃ কুমতিঃ শ্রেষ্ঠো নরেন্দ্র সচিবঃ
স্যাৎ। প্রবলো বিবাদশীলঃ শঠোঽস্থিতি
সপ্তমে ভাগে ॥৭॥
দীর্ঘো বৃহচ্ছিরাঃ স্যাৎ কৃশোঽলসো রুক্ষাল্পকেশঃ
স্যাৎ। মন্দাত্মজোঽর্থ নিরতো রণকুশলোঽষ্টমভবো
ভবতি ॥৮॥
ক্রম্বো মৃদুঃ সুধীরো বিশালবক্ষোঽক্ষিনাসিকঃ
স্নিগ্ধঃ। বিহিতাঙ্গবুদ্ধি গুণবান্ নবমেঽংশে স্যাৎ
পুমান্ খ্যাতঃ ॥৯॥

ইতি মীনস্য।

যৎ প্রোক্তং রাশিফলং দ্বাদশভাগেঽপি তৎফলং বাচ্যং। সপ্তমভাগে সমানং শেষং বিনির্দ্দিশেৎ প্রাজ্ঞঃ ॥

ইতি নবাংশফলং।

মীনরাশির নবাংশফল।

মীনের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, বিভক্তদেহ, চপল, মৃদু, স্ত্রীমনা, প্রবলচিত্ত, উচ্চগলদেশ ও মধ্যকৃশ হইয়াথাকে।

দ্বিতীয়নবাংশে জন্ম হইলে, নাসা ও মুখাগ্র পৃথু পীন, ক্রিয়াপটু, মাংসভোক্তা, মনোহরদেহসম্পন্ন, পর্ব্বত ও বনচারী এবং বৃহৎমস্তকবিশিষ্ট হইবে।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ সুন্দর নয়নচক্ষুবিশিষ্ট, সুন্দরশরীর, ধনবান্, সদ্বিদ্যাসম্পন্ন, দয়াবান্ ও বিনীত হয়।

চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে, গুণবান্, সর্ব্বদাবিপদযুক্ত, বৃদ্ধজনেরসেবাকর, ক্রিয়াপটু, ধীর সন্ধ্যাধিক, দেবার্চ্চনাবিরত ও উচ্চনাসাসম্পন্ন, হইবে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায়, সরক্তা, অত্যুচ্চ স্বল্পনাসিকা সম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, হিংসারতি, শোভনদন্তবিশিষ্ট, দুঃখবহনশীল ও প্রতাপী হয়।

ষষ্ঠনবাংশে জন্ম হইলে, কমনীয়মুর্ত্তি, প্রতাপশালী, গুণবান্, কুলপ্রশস্তকর, উচ্চনাসিকাবিশিষ্ট, মানী, তির্য্যক্‌লোচন, বিখ্যাত এবং নিপুণ হইয়াথাকে।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, পুরুষাভিমানীহৃদয়সম্পন্ন, কুমতিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, রাজমন্ত্রী, প্রতাপী, বিবাদশীল, শঠ ও অস্থির হইবে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, দীর্ঘ, বৃহৎশিরাসম্পন্ন, কৃশ, অলসপ্রকৃতি, রুক্ষ—অল্পকেশবিশিষ্ট, মন্দপুত্র সম্পন্ন, অর্থনিরত, রণকুশল হয়।

নবম নবাংশে জন্ম হইলে, হ্রস্ব, মৃদুশরীর, বক্ষ চক্ষু ও নাসিকা বিশাল, স্নিগ্ধ, বিহিতাঙ্গ বুদ্ধি ও গুণবান্ হইবে।

যেরূপ রাশিফল কথিত হইয়াছে, সেই সমুদায়ফল দ্বাদশাংশে বিহিত হইয়াথাকে। পণ্ডিতগণ এই রাশিফলও সপ্তাংশে নির্দ্দেশ করিয়াথাকেন।

সারাবলী গ্রন্থকার মহাত্মা স্বীয় গ্রন্থমধ্যে মেষাদিরাশির নয়টি নয়টি করিয়া নবাংশ ফল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব ২ আচার্য্যগণ লগ্ন নবাংশ ও বলবান গ্রহদ্বারা যে জাতবালকের শরীর এবং প্রশ্নকালীন লগ্ন নিরূপণ করিতে কহিয়াছেন সারাবলী গ্রন্থকার সেই গৌরবের কোন হানি করেন নাই। এক্ষণে অস্মদ্দেশে যে রূপ নবাংশফল প্রচলিত আছে, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

অথ নবাংশফলং শ্রীনাথভট্টকৃত
কোষ্ঠীপ্রদীপে।

পিশুনশ্চপলো ধূর্ত্তঃ পাপকর্ম্মরতঃ সদা।
পরেষাং ব্যসনাশক্তশ্চৌরশ্চ প্রথমাংশকে ॥১॥
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ নানাশাস্ত্রবিশারদঃ।
দৃঢ়ব্রতো মহোৎসাহো দ্বিতীশাংশভবো নরঃ ॥২॥
উৎপন্নবিভবো ভোক্তা সংগ্রামে বিগতস্পৃহঃ।
সুগর্ব্ব প্রমদাশক্তস্তৃতীয়াংশে চ জায়তে ॥৩॥
চতুর্থাংশকজাতস্য স্মরণাদীক্ষণাদপি।
সর্ব্বঞ্চ সংগ্রহেন্নিত্যং যৎকিঞ্চিদ্বস্তু ভূতলে ॥৪॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো ধনী ভবতি সর্ব্বতঃ।
দীর্ঘায়ুর্ব্বহুপুত্রশ্চ যো জাতঃ পঞ্চমাংশকে ॥৫॥
স্ত্রীনির্জ্জিতোঽনপত্যশ্চ বহুমায়ো নপুংসকঃ।
দৃঢ়বৈরো মহোৎসাহো জাতঃ ষষ্ঠ নবাংশকে ॥৬॥
বিক্রান্তো মতিমান্ শূরঃ সংগ্রামে চাপরাজিতঃ।
দৃঢ়বুদ্ধির্মহোৎসাহো জাতস্তু সপ্তমাংশকে ॥৭॥
স্বধর্ম্মকুশলো দক্ষঃ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভৃত্যানাং পোষণে দক্ষো যোজাতশ্চাষ্টমাংশকে ॥৮॥
অষ্টমাংশকজাতস্য যে গুণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নবমাংশকজাতস্য তএব কথিতা বুধৈঃ ॥৯॥

শ্রীনাথভট্টকৃত কোষ্ঠীপ্রদীপোক্ত নবাংশফল।

প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে, খল, চপলস্বভাব, ধূর্ত্ত, সর্ব্বদা পাপকর্ম্মেরত, পরব্যসনাশক্ত ও তস্কর হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, নানাশাস্ত্রবিশারদ, দৃঢ়ব্রত ও মহা উৎসাহ সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে, উৎপন্নবিভবভোগী, যুদ্ধেবিগতস্পৃহ, উত্তমগর্ব্বকর ও প্রমদাশক্ত হইয়াথাকে।

চতুর্থনবাংশে জন্ম হইলে, জাতবালকের স্মরণ ও দৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বসংগ্রহনিত্যবস্তুর মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ধন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সকলধনপূর্ণ, দীর্ঘায়ু ও বহুপুত্র বিশিষ্ট হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে, স্ত্রীনির্জ্জিত, অপত্যহীন, বহু মায়াবিশিষ্ট ক্লীব, দৃঢ়বৈর, ও মহাউৎসাহী হয়।

সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে, বিক্রমসম্পন্ন, মতিমান্, শূর, সংগ্রামে অপরাজিত, দৃঢ়বুদ্ধি ও মহা উৎসাহসম্পন্ন হইয়াথাকে।

অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে, আত্মধর্ম্মকুশল, দক্ষ, সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ও ভৃত্য পরিপালনে পটু হয়।

পণ্ডিতগণ কহিয়াথাকেন যে নবমনবাংশে জন্মহইলে, অষ্টমাংশে যে রূপ ফল কথিত আছে সেই সমুদায় ফলই হইবে।

অন্যচ্চ তত্রৈব।

শূরশ্চণ্ডঃ পৃথুলবদনঃ স্থূলগুল্ফো বিরূপো রক্তশ্যামঃ কুটিলহৃদয়ো হৃষ্টদেহোঽতি মূর্খঃ। নির্দ্রব্যঃ স্যাদ্বিষমচিকুরো দীর্ঘনেত্রোঽস্থিসারঃ পাপী দগ্ধস্তরল হৃদয়ো বাসরেশাংশজাতঃ ॥র॥

গৌরঃ প্রাংশুর্মধুরবচনঃ শ্লেষ্মবাতাত্মকঃ স্যাদ্বিদ্বান্ সৌম্যস্তরলনয়নঃ শুক্লবাসাঃ সুমিত্রঃ। কান্তাকেলিশ্রিতরতিকলাপণ্ডিতঃ শাব্দিকাংশো দাতা ভোক্তাঽখিলধনযুতো রাত্রিনাথাংশজন্মা ॥চ॥

ভীষ্মো হিংস্রো দৃঢ়তরবপুঃ পিঙ্গলাঙ্গঃ প্রচণ্ডো লজ্জাসারোঽরুণমুখকরো ভক্ষকোঘাতদক্ষঃ। দীপ্তশ্রীঃ স্যাদ্বিষমবচনঃ পিত্তদেহোঽতিলুব্ধঃ শূরঃ কামী রুধিরবসনো মঙ্গলাংশপ্রসূতঃ ॥ম॥

পীনো ধীরো রুধিরনয়নো নব্যকন্দর্পরূপো দূর্ব্বাশ্যামঃ সদয়হৃদয়ো রাজসেবানুরক্তঃ। হৃষ্টো দক্ষঃ স্বকুলতিলকশ্চর্ম্মসারোঽস্থিদোষী নানাবেশী কনকবসনঃ সোমজাংশপ্রজাতঃ ॥বু॥

শুদ্ধো ভীষ্মঃ স্থিরতরমতিঃ সিংহঘোষো বদান্যো বক্তা পীনঃ কনকবসনো নীতিমান্ ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ। শান্তো দক্ষঃ সুভগবচনঃ স্বর্ণগৌরো দয়ালুর্নানাসৌখ্যাস্বিতগৃহবপুর্দেবপূজ্যাংশজন্মা ॥বৃ॥

দূর্ব্বাদেহঃ পৃথুকরমুখঃ শ্লেষ্মবাতাধিকাঙ্গঃ কামী সৌম্যো মসৃণবিলসৎ কেশপাশোঽতিদক্ষঃ। খ্যাতশ্চিত্রাম্বরসুখগৃহো দীর্ঘনেত্রোঽতিধীমান্ স্বামী নানাসুখযুতমনা ভার্গবাংশ প্রজাতঃ ॥শু॥

রৌদ্রঃ পিঙ্গললোলনিম্ননয়নঃ কৃষ্ণোঽলসাত্মা কৃশো দীর্ঘোমূর্খতমঃ স্বভাবমলিনো বাতাত্মকো নির্দ্দয়ঃ। ক্রোধী স্থূলনখো জরাপরিণতঃ পাপী-কদর্য্যঃ খলো হাস্যাস্যো ধনদার পুত্ররহিতো মার্ত্তণ্ডজাংশোদ্ভবঃ ॥শ॥

কোষ্ঠীপ্রদীপে অন্যপ্রকার নবাংশফল।

রবির নবাংশফল।

রবির নবাংশে জন্ম হইলে, শূর, উগ্র, পৃথুলবদন, স্থূলগুল্ফদেশ, বিরূপ, রক্তশ্যামবর্ণ কুটিলহৃদয়, হৃষ্টদেহ ও অতিশয় মূর্খ, দ্রব্যহীন, বিষমকেশ, দীর্ঘনেত্র, অস্থিসার, পাপী, দগ্ধ ও চঞ্চলহৃদয় হয়।

চন্দ্রের নবাংশফল।

চন্দ্রের নবাংশে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, উন্নত, মধুরবচনসম্পন্ন, বাতশ্লৈষ্মিকধাতুবিশিষ্ট, বিদ্বান্, সৌম্যমূর্ত্তি, চঞ্চল নয়ন, শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী, উত্তমমিত্রসম্পন্ন, কান্তাকেলিরতিকলাপণ্ডিত, শব্দশাস্ত্রবেত্তা, সুন্দর স্কন্ধবিশিষ্ট, দাতা, ভোক্তা ও অখিলধনযুক্ত হইবে।

মঙ্গলের নবাংশফল।

মঙ্গলের নবাংশে জন্মহইলে, ভয়ানক হিংস্র, দৃঢ়তরদেহ, পিঙ্গলবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট, প্রচণ্ড, লজ্জাসার, মুখ ও হস্ত অরুণবর্ণ, ভক্ষক, ঘাতকর্ম্মপটু, সুন্দরশ্রীসম্পন্ন, বিশমবাক্যশীল পিত্তযুক্তশরীর, অতিশয়লোভী, শূর, কামী ও রক্তবর্ণবস্ত্রপরিধায়ী হইয়াথাকে।

বুধের নবাংশফল।

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে, পীনদেহ, ধীরপ্রকৃতি, রক্তলোচন, নব্যকন্দর্পরূপী, দূর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হৃষ্ট, দক্ষ, স্বকুলতিলক, চর্ম্মসার,

অস্থিদোষী, নানাবিধবেশকারী ও কনকবসনপরিধায়ী হয়।

বৃহস্পতির নবাংশফল।

বৃহস্পতির নবাংশে জন্ম হইলে, বিশুদ্ধ, ভয়ানক-প্রকৃতি, স্থিরতরমতিবিশিষ্ট, সিংহেরন্যায় শব্দকারী, বদান্য, বক্তা, স্থূল, কনকবসনপরিধায়ী, নীতিমান্, ধর্ম্মমূর্ত্তি, শান্ত, পটু, সুন্দরবচন, স্বর্ণবর্ণ গৌরদেহ, দয়ালু এবং দেহ ও গৃহ সুখযুক্ত হইবে।

শুক্রের নবাংশফল।

শুক্রের নবাংশে জন্ম হইলে, দূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ দেহ, স্থূল-মুখ-কর, বাতশ্লেষ্মাধিকশরীর, কামী, সৌম্যমূর্ত্তি, কেশপাশ দীপ্তিমান্ ও মসৃণ, পটু, বিখ্যাত, চিত্রাম্বর সুখসম্পন্ন গৃহ, দীর্ঘলোচন, অতিশয় বুদ্ধিমান্, প্রভু ও নানাসুখযুক্ত অন্তঃকরণ হইয়াথাকে।

শনির নবাংশফল।

শনির নবাংশে জন্ম হইলে, ভয়ঙ্কর পিঙ্গলবর্ণ চঞ্চল নিম্নলোচনবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, অলসাত্মা, কৃশ, দীর্ঘ, মূখতম, স্বভাব মলিন, বায়ুপ্রকৃতি, নির্দ্দয়, ক্রোধী, স্থূলনখী, জরাপরিণত, পাপী, কদর্য্য, খল, হাস্যমুখ, ধনদারা ও পুত্র রহিত হইবে।

প্রকারান্তরঞ্চ কোষ্ঠীপ্রদীপে কোষ্ঠীসারাবল্যাঞ্চ।

অল্পাকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ সমতনুর্গৌরো গভীরাশয়-স্তেজস্বী সুরতোপচারকুশলঃ পাপানুরক্তঃ সদা। উগ্রঃ সাহসিকোঽতিচঞ্চলধনো বক্তাল্পধর্ম্মঃ সুখী ক্রূরঃ স্যাদরমূর্দ্ধনোঽল্পতনয়ো ভানোর্নবাংশে নরঃ ॥র॥

ভবতি বিমলমূর্ত্তির্নাতিদীর্ঘো ন খর্ব্বো পরি-ণততনুলোমা চারুদৃষ্টিঃ সুবেশঃ। বহুধনপরিপূর্ণো ধর্ম্মশীলো গুণজ্ঞো বিষয়সুখমুপেতঃ শীতরশ্মে-র্নবাংশে ॥চ॥

কেশাগ্রেকপিলঃ সুবৃত্তনয়নঃ পৃষ্ঠেন কিঞ্চিন্নতো গৌরাঙ্গঃ কুনখী ব্রণাঙ্কিতশিরাঃ কামী খলো নিষ্ঠুরঃ। ধূর্ত্তঃ স্ত্রীধনসংগ্রহেষু কুশলঃ প্রায়োঽল্পবিত্তঃ সুখী-ক্রূরঃ শত্রুবিমর্দ্দনোঽতিকৃপণঃ স্যাদ্ভূমিজাংশে-নরঃ ॥ম॥

শ্যামশ্চঞ্চললোচনঃ সমতনুর্বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলো দীর্ঘাকুঞ্চিতমূর্দ্ধজোঽতিদশনশ্রেণীভিরাশোভিতঃ। শিল্পজ্ঞঃ ক্রয়বিক্রয়েষু কুশলো ধীরো ধনাঢ্যঃ সুখী দিব্য স্ত্রী বরমাল্য ভূষণরতঃ স্যাচ্চন্দ্রজাংশে নরঃ ॥বু॥

শ্যামাঙ্গঃ কমলোদরঃ সুবদনো নীলোৎপলাভে-ক্ষণঃ প্রাংশুঃ শোভন মূর্দ্ধজোঽতিবিমলঃ পাণৌ সু-রেখান্বিতঃ। বন্দীশোঽপ্যতিথিপ্রিয়ো বহুগুণঃ শূরোঽঙ্গনাবল্লভো বিত্তাঢ্যো মধুরস্বরঃ সুরগুরো-রংশে ভবেন্মানবঃ ॥বৃ॥

রক্তাপাঙ্গো ললিতনয়নশ্চারুকেশঃ সুমূর্ত্তিঃ কম্বু-গ্রীবো ভবতি কনকশ্যামবর্ণঃ সুনাভিঃ। শূরঃ শ্রীলঃ কবিরতিধনো দানশীলো গুণজ্ঞো বস্ত্রালঙ্কার-হস্তঃ কুসুম নিরতো মানবো ভার্গবাংশে ॥শু॥

প্রবিরলতনুরোমোরভ্রকেশঃ কৃশাঙ্গো ভবতি ললিতনেত্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সুতপ্তঃ। বহুগুণপরিপূর্ণঃ পাপশীলোঽল্পধর্ম্মঃ পরিমিতধনভাগী মানবো ভানু-জাংশে ॥শ॥

কোষ্ঠীপ্রদীপ ও কোষ্ঠীসারাবলীমতে অন্যপ্রকার নবাংশফল।

রবির নবাংশফল।

রবির নবাংশে জন্ম হইলে, আকুঞ্চিত অল্পকেশ, সমশরীর, গৌরবর্ণ, গভীরআশয়, তেজস্বী, সুরতোপচার-কুশল, সদা পাপানুরক্ত, উগ্র, সাহসিক, অতিচঞ্চল, ধনবান্, বক্তা, অল্পধার্ম্মিক, সুখী, ক্রূর, অল্পমস্তক ও অল্পসন্ততি হইবে।

চন্দ্রের নবাংশফল।

চন্দ্রের নবাংশে জন্ম হইলে, সুন্দরমূর্ত্তি, শরীর না দীর্ঘ না খর্ব্ব, পরিমিতসূক্ষ্ম লোমযুক্ত, সুন্দরদৃষ্টিবিশিষ্ট, সুবেশধারী, বহুধনপরিপূর্ণ, ধর্ম্মশীল গুণজ্ঞ ও বিষয়সুখযুক্তহয়।

মঙ্গলের নবাংশফল।

মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইলে, কেশাগ্রকপিলবর্ণ, সুন্দরগোলাকারনয়ন, কিঞ্চিন্নত পৃষ্ঠ, গৌরাঙ্গ, কুনখী, ব্রণযুক্তমস্তক, কামী, খল, নিষ্ঠুর, ধূর্ত্ত, স্ত্রীধনসংগ্রহে কুশল, প্রায়অল্পবিত্তসম্পন্ন, সুখী, ক্রূর, শত্রুবিমর্দ্দন, ও অতিশয়কৃপণ হইবে।

বুধের নবাংশফল।

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে, শ্যামবর্ণ চঞ্চললোচন, সমশরীর, বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থল, দীর্ঘআকুঞ্চিতকেশ, অতিশয়দশন শ্রেণীদ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত, শিল্পকর্ম্মজ্ঞ, ক্রয়বিক্রয়েকুশল, ধীর,ধনবান্, সুখী, দিব্যস্ত্রী ও শ্রেষ্ঠমাল্যভূষণে রত হইবে।

বৃহস্পতির নবাংশফল।

বৃহস্পতির নবাংশে, জন্ম হইলে, শ্যামাঙ্গ, উদর কোমল, সুন্দরবদন, নীলোৎপলের আভাসমচক্ষু, উন্নত, সুশোভিতকেশ, অতিশয়বিমল, সুরেখান্বিতহস্ত, স্তুতি পাঠকের অধীশ্বর, অতিথিপ্রিয়, বহুগুণসম্পন্ন, শূর, অঙ্গনাবল্লভ, ধনবান্, মনোহর স্বরবিশিষ্ট হইয়াথাকে।

শুক্রের নবাংশফল।

শুক্রের নবাংশে জন্ম হইলে, মনোহর রক্তাপাঙ্গ নয়ন, সুন্দর কেশ, শোভনমূর্ত্তি, কম্বুর ন্যায় গ্রীবা, কনকশ্যামবর্ণ, উত্তম নাভিদেশ, শূর, শ্রীযুক্ত, কবি, অতিশয় ধনবান্, দানশীল, গুণজ্ঞ, বস্ত্রালঙ্কার হস্ত ও কুসুমরত হয়।

শনির নবাংশফল।

শনির নবাংশে জন্ম হইলে, তনুরোম বিরল, বক্রবর্ণ কেশ, কৃশাঙ্গ, ললিত লোচন, কৃষ্ণবর্ণ, সুন্দরসন্ততিযুক্ত, বহুগুণ পরিপূর্ণ, পাপশীল, অল্পধর্ম্মা ও পরিমিত ধনভোগী হইবে।

ইতি নবাংশফল সমাপ্ত।

অথ দ্বাদশাংশফলং কোষ্ঠীপ্রদীপে।

দ্বাদশাংশে রবের্জ্জাতো নৃপতুল্যো ধনান্বিতঃ।
স্বদারনিরতো দক্ষঃ সূরাংশে জনপূজিতঃ ॥র॥
নানাভোগযুতঃ শান্তঃ খ্যাতো ধীমান্ বিচক্ষণঃ।
শোভনাঙ্গঃ কুলাধ্যক্ষো বিধোর্দ্ব াদশভাগজঃ ॥চ॥
নির্দ্দয়ো মলিনো ধূর্ত্তো ধনশীলবিবর্জ্জিতঃ।
শস্ত্রাস্ত্রকুশলো ধীরো ভৌমদ্বাদশভাগজঃ ॥ম॥
দ্বিজদেবরতো ধীমান্ সুখসৌখ্যগুণৈর্যুতঃ।
চিরজীবী মহাপ্রাজ্ঞো বিধুজদ্বাদশাংশজঃ ॥বু॥
সুখী সৌম্যতনুর্ধীরঃ কৃপালুর্দানতৎপরঃ।
বন্ধুবর্গোপকারী স্যাদ্গুরুদ্বাদশভাগজঃ ॥বৃ॥
রতিকীর্ত্তিকলাযুক্তো বলবান্ লোকপূজিতঃ।
কবির্ব্বিচক্ষণো দাতা ভার্গবদ্বাদশাংশজঃ ॥শু॥
প্রবাসী বলবান্ মূর্খঃ সুতদারবিবর্জ্জিতঃ।
খলঃ কামকলাযুক্তঃ সৌরিদ্বাদশভাগজঃ ॥শ॥

অথ কোষ্ঠীপ্রদীপোক্ত দ্বাদশাংশ ফল।

মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে বার দিয়া ভাগ করিলে, যে লব্ধ পাওয়া যায়, সেই লব্ধ দ্বাদশাংশ নামে বিখ্যাত হয়, রব্যাদি শনি পর্য্যন্ত সাত গ্রহ ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশাংশের অধিপতি হইয়া থাকে।

পণ্ডিতবর শ্রীনাথভট্টকৃত কোষ্ঠীপ্রদীপে রব্যাদি শনি পর্য্যন্ত সাত গ্রহের যেরূপ দ্বাদশাংশফল লিখিত আছে, এক্ষণে সেই সমস্ত ফল লিখিত হইতেছে।

রবির দ্বাদশাংশফল।

রবির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, ভূপালের ন্যায় ধনসম্পন্ন, স্বীয় দার নিরত ও লোকমান্যদক্ষ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশফল।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, নানাবিধ ভোগযুক্ত,

শস্ত, খ্যাতাপন্ন, ধীমান্, বিচক্ষণ, শোভন দেহ ও কুলাধ্যক্ষ হইবে।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশফল।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, নির্দ্দয়, মলিন, ধূর্ত্ত, ধন ও শীলবর্জ্জিত, শাস্ত্রার্থ কুশল ও ধীর হয়।

বুধের দ্বাদশাংশ ফল।

বুধের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, দেবদ্বিজরত, ধীমান্, সুখ ও সৌখ্যগুণযুক্ত, চিরজীবী ও মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন হইবে।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশ ফল।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, সুখী, সৌম্যমুর্ত্তি, ধীর, কৃপালু, দানতৎপর এবং বন্ধুবর্গের উপকারী হইয়া থাকে।

শুক্রের দ্বাদশাংশ ফল।

শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, রতিকীর্ত্তিযুক্ত, বলবান্, লোকপূজিত, কবি, বিচক্ষণ ও দাতা হয়।

শনির দ্বাদশাংশ ফল।

শনির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, প্রবাসী, বলবান্, মূর্খ, দারাপুত্রবিবর্জ্জিত, খল ও কামকলাযুক্ত হইবে।

প্রকারান্তরঞ্চ।

একাংশেন চিরায়ুঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ে ধনবান্ ভবেৎ।
তৃতীয়ে চ ভবেদ্দুঃখী চতুর্থে নির্ধনোমতঃ।।
পঞ্চমে জায়তে সিদ্ধিঃ ষষ্ঠে ভবতি তস্করঃ॥
সপ্তমে চ নরেন্দ্রঃ স্যাদষ্টমে সচিবো ভবেৎ।
নবমে পুরুষঃ শ্রীমান্ দশমে চ ধনেশ্বরঃ।
একাদশে ভবেন্মানী রত্নবান্ দ্বাদশেঽপি চ।।

দ্বাদশাংশফলং।

প্রকারান্তর দ্বাদশাংশফল।

প্রথমাংশে জন্ম হইলে, চিরায়ু, দ্বিতীয়াংশে ধনবান্, তৃতীয়াংশে দুঃখী, চতুর্থাংশে নির্ধন, পঞ্চমাংশে সিদ্ধিলাভ, ষষ্ঠাংশে তস্কর, সপ্তমে নরেন্দ্র, অষ্টমাংশে সচিব, নবমাংশে শ্রীমান্, দশমাংশে ধনেশ্বর, একাদশে মানী এবং দ্বাদশাংশে রত্নবান্ হইবে।

অন্যপ্রকার দ্বাদশাংশফলং কোষ্ঠীপ্রদীপে।

মলিনশ্চপলঃ ক্রূরঃ স্বল্পায়ুর্নিধনোঽলসঃ।
কামী নরোঽল্পধর্ম্মঃ স্যাদ্দ্বাদশাংশে বিবস্বতঃ।।রবেঃ।
বন্ধুনামাশ্রয়ঃ প্রাজ্ঞো ধনাঢ্যঃ প্রিয়দর্শনঃ।
শিল্পজ্ঞো বহুধর্ম্মঃ স্যাদ্দ্বাদশাংশে বিধোর্নরঃ।।
চন্দ্রস্য।

পিশুনো মলিনো মূর্খঃ পাপাত্মা সুরতপ্রিয়ঃ।
অল্পবিত্তো মহীজস্য দ্বাদশাংশে ভবেন্নরঃ।।মঙ্গলস্য॥

বহুবিত্তো মহাভোগী নরঃ সীমন্তিনীরতঃ।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সুভগো জ্ঞস্য দ্বাদশাংশে ভবেন্নরঃ।।বুধস্য॥

শুচিঃ শাস্ত্রার্থসংবক্তা সুখী দীর্ঘায়ুরীশ্বরঃ।
সুহৃদামাশ্রয়ঃ প্রাজ্ঞো দ্বাদশাংশে বৃহস্পতেঃ॥

ইতি বৃহস্পতেঃ।

শূরো বহুগুণো ভোগী নৃত্যগীতপ্রিয়ঃ সদা।
শুচির্দাতা ক্ষমী বক্তা দ্বাদশাংশে ভৃগোর্নরঃ।।

ইতি শুক্রস্য।

পিশুনশ্চপলো ধূর্ত্তঃ কামী পরবধূরতঃ।
নির্ধনো ধর্ম্মহীনশ্চ দ্বাদশাংশে শনের্নরঃ।।শনেঃ॥

কোষ্ঠীপ্রদীপোক্ত অন্যপ্রকার দ্বাদশাংশফল।

রবির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, মলিন, ক্রূর, অল্পায়ুবিশিষ্ট, নির্ধন, অলস, কামী ও অল্পধর্ম্মাবলম্বী হয়।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, বন্ধুবর্গের আশ্রয়দাতা, প্রাজ্ঞ, ধনবান্, প্রিয়দর্শন, শিল্পবেত্তা ও বহুধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, খল, মলিনবর্ণ,

মূর্খ, পাপাত্মা, সুরতপ্রিয় এবং অল্পধন সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বুধের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, অনেকবিত্তসম্পন্ন, মহাভোগশীল, স্ত্রীরত, ধর্ম্মজ্ঞ ও সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, শুচি, সম্যকৃরূপ-শাস্ত্রার্থবক্তা, সুখী, দীর্ঘায়ু, প্রভু, মিত্রবর্গের আশ্রয় ও প্রাজ্ঞ হইবে।

শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, শূর, বহুবিধগুণ-সম্পন্ন, ভোগী, সর্ব্বদা নৃত্যগীতপ্রিয়, শুচি, দাতা, ক্ষমাশীল ও বক্তা হইয়াথাকে।

শনির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে, খল, চপল, ধূর্ত্ত, কামী, পরস্ত্রীরত, নির্ধন ও ধর্ম্মহীন হয়।

ইতি দ্বাদশাংশফল সমাপ্ত।

অথ ত্রিংশাংশফলং শ্রীনাথভট্টকৃত
কোষ্ঠীপ্রদীপে।

স্ত্রীজিতো নির্ধনশ্চাপি ক্রোধনো নিজগর্ব্বিতঃ।
চৌরকর্ম্মা পুত্রবিত্তহীনঃ ক্ষিতিসুতাংশকে ॥ ম
মহাবিভবসৌখ্যানি রত্নানি বিবিধানি চ।
দিনে দিনে কোষবৃদ্ধিং করোতি চন্দ্রজাংশকে ॥ বু
বরস্ত্রীবল্লভো নিত্যং সুভগো রাজবল্লভঃ।
গুরোরংশে যদা জাতশ্চিরায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ বৃ
বহ্বাশী পুরুষঃ শ্রীমান্ দানধর্ম্মসুরার্চ্চকঃ।
নৃত্যগীতসমাযুক্তো ভার্গবাংশকজাতকঃ ॥ শু
পাপাত্মা পাপকর্ম্মস্থো লুব্ধো বৈ পরিনিন্দকঃ।
পরদাররতো নিত্যং শনেরংশে ভবেদ্ধনী ॥ শ

অথ ত্রিংশাংশফল। *

মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে ত্রিশ দিয়া ভাগ করিলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাহার নাম ত্রিংশাংশ। এই ত্রিংশাংশ মেষাদি রাশির মধ্যে যেরূপ বিধানে ব্যবহৃত হয় তাহা কথিত হইতেছে।

পূর্ব্বে মেষাদি দ্বাদশ রাশি ‘বিষম’ ‘সম’ এই সংজ্ঞায় বিভক্ত হইয়া যে ছয়টি রাশি ‘বিষম’ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সমুদায় রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই পাঁচ গ্রহ ক্রমে পাঁচ, পাঁচ, আট, সাত ও পাঁচ অংশের অধিপতি হইয়া থাকে।

---

* মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয় বিষম রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে, পাঁচ পাঁচ আট সাত ও পাঁচ অংশে ক্রমে মঙ্গল শনি বৃহস্পতি বুধ ও শুক্রগ্রহ ত্রিংশাংশ পতি হইবে।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয় সমরাশির ত্রিংশাংশ বিচারে প্রথমে শুক্রের পাঁচ অংশ পরে বুধের সাত অংশ, বৃহস্পতির আট অংশ, শনির পাঁচ অংশ ও মঙ্গলের পাঁচ অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শ্রীনিবাস, কল্যাণবর্ম্মা, শ্রুতিকীর্ত্তি ও গর্গ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই বিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সেই সমুদায় লিখিলাম।

যথা শুদ্ধিদীপিকায়াং।
কুজযমজীবজ্ঞসিতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় বসুমুনীন্দ্রিয়াংশানাং।
বিষমেষু সমর্ক্ষেষূৎক্রমতস্ত্রিংশাংশপাঃ কল্প্যাঃ ॥
লঘুজাতকটীকায়াং ভট্টোৎপলঃ।
পঞ্চাথ পঞ্চ চাষ্টৌ সপ্ত চ পঞ্চৈবোজভবনেষু।
ধরনিসুতমন্দসুরগুরুবুধশুক্রাণাং ক্রমেণাংশাঃ ॥
পঞ্চৈব সপ্ত পঞ্চাথচাষ্টৌ পঞ্চ চ পঞ্চমো যুগ্মভবনেষু।
ভাগা ভার্গবশশিসুতসুরেজ্যশনিভূমিপুত্রানাং।
ইতি শ্রুতিকীর্ত্তিঃ।
ত্রিংশাংশে বিষমর্ক্ষে পূর্ব্বগেহে ন্যসেৎগ্রহান্।
সমর্ক্ষে তু পরে ভৌমসৌরেজ্যজ্ঞসিতালয়ে ॥ ইতি গার্গিঃ।

প্রত্যেক রাশি ত্রিশ অংশে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব যে কোন বিষম সংজ্ঞক রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে, সেই রাশির প্রথম অংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মঙ্গল গ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি হইবেন। আর ষষ্ঠাংশ হইতে দশমাংশ পর্য্যন্ত শনি গ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি হইয়া থাকেন। একাদশাংশ হইতে অষ্টাদশাংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি গ্রহ ত্রিংশাংশ পতি হন এবং ঊনিশ অংশ হইতে পঁচিশ অংশ পর্য্যন্ত বুধগ্রহ ত্রিংশাংশের অধীশ্বর রূপে স্থিরীকৃত হইয়া থাকেন এইরূপ ছাব্বিশ অংশ হইতে ত্রিশ অংশ পর্য্যন্ত শুক্রের ত্রিংশাংশ কথিত হইয়া থাকে।

যেরূপ ছয়টি বিষম রাশির ত্রিংশাংশ বিচার কথিত হইল, ছয়টি সম রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গল গ্রহ ক্রমে ক্রমে ত্রিংশাংশের অধিপতি হইবেন।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীনাথভট্ট স্বীয় কোষ্ঠীপ্রদীপ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ ত্রিংশাংশের ফল লিখিয়াছেন আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহাই লিখিতেছি।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ ফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, স্ত্রীবিজয়ী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, আত্ম বিষয়ে গর্ব্বিত, তস্করকর্ম্মকারী, এবং পুত্র বিত্ত বিহীন হয়।

বুধের ত্রিংশাংশফল।

যদি বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হয়, তবে উৎকৃষ্ট বিভব সুখসম্পন্ন, নানা প্রকার রত্ন সমন্বিত এবং দিন দিন কোষাগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশফল।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, শ্রেষ্ঠ কামিনীর বল্লভ, নিত্য ভাগ্য সম্পন্ন, রাজপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু হইবে।

শুক্রের ত্রিংশাংশফল।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, সেই পুরুষ শ্রীমান্ বহু আশাযুক্ত, দান-ধর্ম্মপরায়ণ, দেবতাগণের অর্চ্চক এবং নৃত্যগীত সমাযুক্ত হয়।

শনির ত্রিংশাংশফল।

যদি শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হয়, তবে বালক পাপাত্মা, পাপকর্ম্ম অনুরত, লোভী, পরনিন্দক, পরদাররত ও ধনবান্ হইবে।

প্রকারান্তরঞ্চ তত্রৈব।

ধাতুবাদী ক্রিয়াযুক্তো ধনদারবিবর্জ্জিতঃ।
তস্করো মলিনো ধূর্ত্তো ভৌমত্রিংশাংশসম্ভবঃ ॥ম
মলিনঃ কাতরো ধূর্ত্তঃ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতঃ।
সেবকঃ কৃপণো নীচঃ শনেস্ত্রিংশাংশসম্ভবঃ ॥শ
তীক্ষ্ণসৌম্যতনুর্ধীমান্ ভোক্তা দাতা ধনী সুখী।
গুণাঢ্যো বিষমাক্ষঃ স্যাদ্‌গুরুত্রিংশাংশসম্ভবঃ ॥বৃ
শূরো ধীরমতিঃ শুদ্ধো বিনীতো নৃপপূজিতঃ।
দয়ালুঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো বুধত্রিংশাংশসম্ভবঃ ॥বু
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বন্ধুমান্যো দয়ান্বিতঃ।
কামী বিরহবুদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রত্রিংশাংশসম্ভবঃ ॥শু

কোষ্ঠীপ্রদীপোক্ত প্রকারান্তর ত্রিংশাংশফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, সমুদায় ধাতুবিষয় বক্তা, সর্ব্বদা ক্রিয়াযুক্ত, ধন ও দার বর্জ্জিত, তস্কর, মলিন-দেহ ও ধূর্ত্ত স্বভাব হয়।

শনির ত্রিংশাংশফল।

যদি শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হয়, তবে বালক মলিন, ধূর্ত্ত, সর্ব্বদা কাতর, সত্য ও শৌচ বিহীন, সেবা পরায়ণ, কৃপণ ও নীচস্বভাব হইবে।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশফল।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, সুন্দর শরীর সম্পন্ন, বুদ্ধিমান্, ভোক্তা, ধনী, সুখী, গুণাঢ্য ও বিষম লোচন হইয়া থাকে।

বুধের ত্রিংশাংশফল।

যদি বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হয়, তবে শূর, ধীর-প্রকৃতি, শুদ্ধভাবাপন্ন, বিনীত, রাজপূজিত, দয়ালু ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বেত্তা হয়।

শুক্রের ত্রিংশাংশফল।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, সর্ব্বশাস্ত্রার্থের মর্ম্ম-বেত্তা, বন্ধুবর্গের মাননীয়, দয়াবান্, কামী এবং বুদ্ধি বিরহ হইবে।

ত্রিংশাংশফলমাহ কোষ্ঠীপ্রদীপে।

মূর্খঃ কুবৃত্তিকুশলো মলিনো বিরূপঃ ক্রূরঃ খলোঽর্থ-রহিতঃ পরদারগামী। পাপপ্রবৃদ্ধহৃদয়ো নিধনোঽ-ল্পবুদ্ধিস্ত্রিংশাংশকে ক্ষিতিসুতস্য ভবেৎ প্রসূতঃ ॥ম

বিদ্যাসুখার্থরহিতঃ পিশুনো বিরূপঃ স্ত্রীনির্জ্জিতঃ সকলহঃ পরবিত্তলুব্ধঃ। প্রেষ্যঃ কুকর্ম্মনিরতো মলিনঃ কৃতঘ্নস্ত্রিংশাংশকেঽর্কতনয়স্য ভবেন্মনুষ্যঃ ॥শ

আচারধর্ম্মনয়সত্যবিবেকযুক্তাস্তেজস্বিনঃ ক্রতু-বিদঃ সুখিনো ধনাঢ্যাঃ। দীর্ঘায়ুষো বহুসুতপ্রমদা-যুতাশ্চ ত্রিংশাংশকে সুরগুরোঃ পুরুষাঃ ভবন্তি ॥বৃ

ধর্ম্মার্থকামসুতকীর্ত্তিজয়প্রযুক্তাঃ প্রজ্ঞাবিবেক-কুশলা গুণিনঃ পদাঢ্যাঃ। দিব্যাঙ্গনাভরণপুষ্প-সুগন্ধিযুক্তাস্ত্রিংশাংশকে শশিসুতস্য নরা ভবন্তি ॥বু

বহুগুণপরিপূর্ণঃ সুন্দরশ্চারুদৃষ্টির্যুবতিজনবি-নোদী সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বভিজ্ঞঃ। দ্বিজবরগুরুভক্তো দান-শীলঃ কৃপালুরসুরগণগুরোঃ স্যান্মানবস্ত্রিংশ-কাংশে ॥শু

ইতি সপ্তবর্গফলং সমাপ্তং।

কোষ্ঠীপ্রদীপে ত্রিংশাংশফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, মূর্খ, কুবৃত্তিকুশল, মলিন ও বিরূপ ক্রূরস্বভাব, খল, অর্থরহিত, পরদারগামী, পাপবর্দ্ধিত-হৃদয় ও অল্প বুদ্ধিমান্ হইবে।

শনির ত্রিংশাংশফল।

শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, বিদ্যা পুত্র ও অর্থ রহিত, খল, বিরূপ, স্ত্রীনির্জ্জিত, সর্ব্বদা কলহ যুক্ত, পরধন-লোভী, ভৃত্যকর্ম্মকর, কুকর্ম্ম নিযুক্ত, মলিন ও কৃতঘ্ন হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশফল।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, আচার, ধর্ম্ম, বিনয়, সত্য ও বিবেক যুক্ত, তেজস্বী ক্রতুবেত্তা, সুখী, ধনবান্, দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, বহুপুত্র ও বহুপ্রমদাযুক্ত হয়।

বুধের ত্রিংশাংশফল।

বুধের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, সর্ব্বদা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সুত, কীর্ত্তি ও জয়যুক্ত, প্রজ্ঞাবিবেককুশলী, গুণবান্, উত্তম আশ্রয়যুক্ত, দিব্যাঙ্গনাভরণ ও সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত হইবে।

শুক্রের ত্রিংশাংশফল।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে, বহুগুণপরিপূর্ণ, সুন্দর মনোহর দৃষ্টিসম্পন্ন, যুবতির আমোদদাতা, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, ব্রাহ্মণ ও গুরুভক্ত, দানশীল ও কৃপালু হইয়াথাকে।

ইতি সপ্তবর্গফল সমাপ্ত।

অথ দণ্ডফলমাহ কোষ্ঠীকলাপে।

সূর্য্যস্য নিজবেলায়াং যস্য জন্ম মহীতলে।
বংশক্ষয়ং করোত্যেব নিত্যং হন্তি পিতুর্দ্ধনং ॥র
সোমস্য নিজবেলায়াং চিরায়ুঃ শ্লেষ্মণঃ সুধীঃ।
সুমতিঃ কীর্ত্তিমান্ জাতঃ সত্যধর্ম্ম ধনাধিপঃ ॥চ
ক্ষিতিনন্দনস্য বেলায়াং যস্য জন্ম মহীতলে।
ব্রণাতিসারপীড়াভিঃ সততং পীড়িতো নরঃ ॥ম

সোমাত্মজস্য বেলায়াং যো জাতো হি মহীতলে।
দীর্ঘায়ুঃ সুকবিঃ শান্তঃ স ভবেদ্ধনবান্ সুধীঃ ॥বু
গুরোর্দ্দণ্ডে নরো জাতো মেধাবী দাম্ভিকঃ সদা।
বহুপুত্রঃ প্রিয়ালাপা নৃত্যগীতপ্রিয়ঃ সদা ॥বৃ
ভৃগোর্দ্দণ্ডে নরো জাতো মেধাবী পিতৃভক্তকঃ।
পুত্রবান্ রাজপাত্রশ্চ যাজ্ঞিকঃ কুলনন্দনঃ ॥শু
শনের্দ্দণ্ডে নরো জাতোঽল্পায়ুঃ পিতৃদ্বেষকঃ।
সর্ব্বদা দুঃখভাগী চ দাসত্বং লভতে ধ্রুবং ॥শ
বিধুন্তুদস্য বেলায়াং চৌরো ভবতি নিশ্চিতং।
পিতৃবিত্তাপহারী চ গোত্রনাশং করোতি সঃ ॥রা
ইতি দণ্ডফলং।

কোষ্ঠীকলাপোক্ত দণ্ডাধিপগ্রহফল।

রবির দণ্ডফল।

যদি সূর্য্যের দণ্ডে বালকের জন্ম হয় তবে বালক স্বীয় বংশের ক্ষয় কর এবং নিয়ত পিতৃধন বিনাশ কর হইয়াথাকে।

চন্দ্রের দণ্ডফল।

চন্দ্রের দণ্ডে জন্ম হইলে, দীর্ঘায়ু, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, পণ্ডিত, সুমতিবিশিষ্ট, কীর্ত্তিমান্, সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও ধনাধিপতি হইবে।

মঙ্গলের দণ্ডফল।

মঙ্গলের দণ্ডে জন্ম হইলে, বালক সর্ব্বদা ব্রণ ও অতিসার পীড়িত হয়।

বুধের দণ্ডফল।

বুধের দণ্ডে জন্ম হইলে, দীর্ঘায়ু, উত্তমকবি, শান্তপ্রকৃতি, ধনবান্ ও পণ্ডিত হইবে।

বৃহস্পতির দণ্ডফল।

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে, মেধাবী, সর্ব্বদাদাম্ভিক, অনেকপুত্রসংযুক্ত, প্রিয়ালাপী, সর্ব্বদা নৃত্য ও গীতপ্রিয় হয়।

শুক্রের দণ্ডফল।

শুক্রের দণ্ডে জন্ম হইলে, মেধাবী, পিতৃভক্তিপরায়ণ, পুত্রবান্, রাজপাত্র, যাজ্ঞিক এবং আত্মকুলের আনন্দদায়ক হইয়াথাকে।

শনির দণ্ডফল।

শনির দণ্ডে জন্ম হইলে অল্পায়ু, পিতৃ-দ্বেষী, সর্ব্বদা দুঃখভাগী এবং শীঘ্র দাসত্ব লাভকরে।

রাহুর দণ্ডফল।

রাহুর দণ্ডে জন্ম হইলে, নিশ্চয় তস্কর, পিতৃধনাপহারী ও আত্মগোত্র বিনাশ কর হইবে।

ইতি দণ্ডফল সমাপ্ত।

অথ ঋতুফলমাহ কোষ্ঠীদীপিকায়াং।
বহুবীর্য্যান্বিতধনী গ্রামযুক্তো নরঃ সদা।
সুনখঃ পীনকো ভোগী হেমন্তে চ প্রজায়তে ॥১॥
শিশিরে জায়তে মর্ত্ত্যো বলসৌখ্যচিরায়ুষঃ।
মিষ্টান্নাশী শুভাচারো মহারোগী প্রজায়তে ॥২॥
সুখী ভোগী গুণাক্রান্তঃ কামাতুরঃ সদা ভবেৎ।
বসন্তর্ত্তৌ যদা জাতো দানকীর্ত্তিপরো ভবেৎ ॥৩॥
বাপীকূপপ্রপারামদেবালয়তড়াগকৃৎ।
বেদবিদ্যাসুদাতা চ গ্রীষ্মর্ত্তৌজায়তে নরঃ ॥৪॥
দেশগ্রামপ্রজাধ্যক্ষঃ কৃষিকর্ত্তা সদা ধনী।
শস্যসংগ্রহণে দক্ষো বর্ষাজাতো নরো ভবেৎ ॥৫॥
ব্যাপারকুশলো মন্ত্রী রাজভোগপ্রপীড়িতঃ।
পণ্ডিতো গুণবান্ ধীরঃ শরদৃতুসমুদ্ভবঃ ॥৬॥

অথ কোষ্ঠীদীপিকামতে ঋতুফল।

হেমন্তঋতুর ফল।

হেমন্ত ঋতুতে জন্ম হইলে, বহুবীর্য্যসম্পন্ন, ধনবান্, সর্ব্বদা গ্রামাধিপত্যযুক্ত, সুন্দর নখবিশিষ্ট, পীনদেহ ও ভোগী হইবে।

শিশিরঋতুর ফল।

শিশির ঋতুতে জন্ম হইলে, বল ও সৌখ্যসম্পন্ন,

দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট, মিষ্টান্নভোগী, শুভাচার-পরায়ণ ও মহা-রোগী (এস্থলে 'নিমরোগী' হয় পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে) হয়।

বসন্তঋতুর ফল।

বসন্ত ঋতুতে জন্ম হইলে, সুখী, ভোগী, গুণাক্রান্ত, সর্ব্বদাকামাতুর, দান ও কীর্ত্তিপরায়ণ হইয়াথাকে।

গ্রীষ্মঋতুর ফল।

গ্রীষ্মঋতুতে জন্ম হইলে, বাপী, কূপ, পানীয়শালা, আরাম, তড়াগ ও দেবালয় নির্ম্মাণকারক, বেদবিদ্যা-পরায়ণ ও সুন্দরদাতৃগুণসম্পন্ন হইবে।

বর্ষাঋতুর ফল।

বর্ষাঋতুতে জন্ম হইলে, দেশ গ্রাম ও প্রজাদিগের অধ্যক্ষ, কৃষিকর্ম্মকর্ত্তা, সর্ব্বদা ধনবান্, শস্য সংগ্রহণে পারগ হইয়া থাকে।

শরৎঋতুর ফল।

শরৎঋতুতে জন্ম হইলে, ব্যাপার কুশল, মন্ত্রণা দায়ক, রাজভোগ-পীড়িত, পণ্ডিত, গুণবান্ ও ধীর হয়।

অথ মাসফলমাহ কোষ্ঠীপ্রদীপে।

পুমান্ বিনীতো দ্বিজদেবভক্তো ধর্ম্মস্য কর্ত্তা স্বজনস্য ভর্ত্তা। গুণাভিরামোঽথজগৎপ্রিয়ঃ স্যাৎ বৈশাখমাসে খলু যস্য জন্ম ॥১॥

বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ ক্ষমান্বিতঃ স্যাৎ খলু-দীর্ঘসূত্রঃ। বিচিত্রবুদ্ধির্ব্বিদুষাং বরিষ্ঠো জ্যৈষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য ॥২॥

অনল্পজল্পী প্রমদাভিলাষী প্রমাদশীলো গুরুবৎসলশ্চ। বহুব্যয়ো মন্দহুতাশনঃ স্যাদাষাঢ়মাসপ্রভবো মনুষ্যঃ ॥৩॥

লোকপ্রসিদ্ধো ধনবান্ বদান্যঃ সুহৃৎ কলত্রাত্মজ-দানযুক্তঃ। আজ্ঞাকরা যস্য জনস্য সর্ব্বে স শ্রাবণাখ্যে সুতরাং প্রসূতঃ ॥৪॥

নভস্য মাসে খলুজন্ম যস্য ধীরো মনোজ্ঞশ্চ বরাঙ্গনানাং। রিপুপ্রমাথী কুটিলোঽতিনর্ম্মা প্রপন্নভর্ত্তা স ভবেৎ সহাসঃ ॥৫॥

রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ কাব্যকলাবিদগ্ধঃ স্যাদর্ত্তগর্ত্তাপ্রসূতীক্ষবুদ্ধিঃ। সুখী বদান্যো বহুমানশালী ভক্তো ভবেদাশ্বিনমাসজাতঃ ॥৬॥

দক্ষঃ ক্রয়ে বিক্রয়ণে ধনাঢ্যঃ স্যাদ্বাবদূকোঽখিল কৌশলজ্ঞঃ। যঃ কার্ত্তিকে কার্ত্তিকরূপধারী জাতো ভবেদ্যুদ্ধবিশারদশ্চ ॥৭॥

যস্য প্রসূতিঃ খলু মার্গমাসে তীর্থে প্রবাসে সততং মতিঃ স্যাৎ। পরোপকারী ধৃতসাধুবৃত্তিঃ সদ্বৃত্তিঃ-যুক্তো ললনাভিলাষী ॥৮॥

নিগূঢ়মন্ত্রঃ স্বকৃশাঙ্গযষ্টিঃ পরোপকারী পিতৃবিত্তহীনঃ। কষ্টান্বিতার্থব্যয়কৃদ্বিধিজ্ঞঃ পৌষপ্রসূতঃ পুরুষঃ সুধীরঃ ॥৯॥

বিদ্যাবিনীতঃ স্বকুলপ্রধানঃ সদা সদাচারযুতঃ প্রবীণঃ। যোগানুরক্তো বিষয়েষুশক্তো মাঘেঽথ-মাসে মঘবানিবেশঃ ॥১০॥

প্রিয়ম্বদঃ সজ্জনবল্লভশ্চ পরোপকারী বিমলাশয়শ্চ। দাতা নিতান্তং প্রমদাভিলাষী স্যাৎ ফাল্গুনে যস্য জনস্য জন্ম ॥১১॥

সৎকর্ম্মশালী বিনয়ী সুবেশো ভোগী সুখী স্যাম্মধুরান্নভোজী। সৎসঙ্গযুক্তো দ্বিজদেবভক্তো ভবেন্মনুষ্যো মধুমাসজন্মা ॥১২॥

অথ মাসফল কোষ্ঠীপ্রদীপে।

বৈশাখ মাসের ফল।

বৈশাখমাসে জন্ম হইলে, বিনীত, দ্বিজদেবভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বজনের পরিপালক, গুণাভিরাম ও জগতের প্রিয় হইয়াথাকে।

জ্যৈষ্ঠমাসের ফল।

জ্যৈষ্ঠমাসে জন্ম হইলে, বিদেশবৃত্তিসম্পন্ন, উগ্রাগ্র-